বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩০ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ১৪ মে ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৮৫ সংখ্যা।। ১৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

নতজানু প্রণামে শপথ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ বিধানসভায় শপথগ্রহণের দিনেই অন্য মেজাজে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-কে। বিধানসভায় প্রবেশের আগে জুতো খুলে নতজানু হয়ে প্রণাম করেন তিনি। পরে বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান ও বিশেষ পুজো সেরে ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই কেন্দ্রেই জয় পেলেও সংবিধানের নিয়ম মেনে ভবানীপুর আসন রাখার সিদ্ধান্ত জানান মুখ্যমন্ত্রী।পাশাপাশি নন্দীগ্রামের উন্নয়নে ভবিষ্যতেও পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

ইউনিফর্ম দুর্নীতিতে কড়া শুভেন্দু

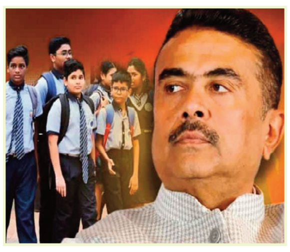

নয়া জামানা ঃ প্রাথমিক স্কুলের শিশুদের ইউনিফর্ম থেকে সবুজসাথীর সাইকেল রাজ্যের একাধিক শিক্ষা প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার শীর্ষ আমলাদের বৈঠকে তিনি দাবি করেন, আগের সরকার আমলে গরিব পরিবারের পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ প্রকল্পে অনিয়মের একাধিক ফাইল এখন সরকারের হাতে রয়েছে। ইউনিফর্ম, ফুটবল কেনা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি'র তদন্ত শুরু হবে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ত্কাউকে ছাড়া হবে না।

তৃণমূল বিধায়কদের মন্তব্যে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা ঃ বিধানসভায় শপথ গ্রহণের পরই নতুন বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের কয়েকজন বিধায়ক তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন এবার স্বাধীনতা পেলাম। স্বচ্ছ প্রশাসন, জনমুখী শাসন ও অপ্রয়োজনীয় সরকারি খরচ কমানোর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পথ অনুসরণ করে কনভয়ের আড়ম্বর কমানোর কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী।পাশাপাশি নন্দীগ্রামের মানুষের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতার কথাও ফের তুলে ধরেন তিনি।

ভাতা দ্বিগুণে বড় চমক

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই একের পর এক জনমুখী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নতুন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, বিধবা, বার্ধক্য ও প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়িয়ে মাসে ২ হাজার টাকা করা হবে।

জ্বালানি বাঁচাতে নতুন বার্তা !

বাস-ট্রামে অফিস যাওয়ার ভাবনা অগ্নিমিত্রার

দীপঙ্কর দোলাই ● নয়া জামানা

দেশজুড়ে জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা আরও জোরালো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপ্রয়োজনীয় পেট্রোল ও ডিজেল খরচ কমাতে সাধারণ মানুষকে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, নিজের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যাও কমানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বার্তার প্রভাব এবার স্পষ্ট রাজ্য রাজনীতিতেও।বুধবার বিধানসভায় শপথগ্রহণের পর বিজেপি নেত্রী ও বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল জানান, তিনিও সপ্তাহে অন্তত এক বা দু'দিন গণপরিবহণ ব্যবহার করে দপ্তরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তাঁর বক্তব্য, সাধারণ মানুষ যেভাবে বাস, ট্রাম বা অন্যান্য গণপরিবহণে যাতায়াত করেন, জনপ্রতিনিধিদেরও সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এতে যেমন জ্বালানি সাশ্রয় হবে, তেমনই মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও বাড়বে।অগ্নিমিত্রা আরও বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বালানি অপচয় রোধ করা সময়ের দাবি। অতীতে বাস ও ট্রামে যাতায়াতের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে তিনি জানান, গণপরিবহণে চলাফেরা করলে সাধারণ মানুষের সমস্যা ও মনোভাব আরও কাছ থেকে বোঝা যায়।এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও একই পথে হাঁটতে পারেন বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে যোগী আদিত্যনাথ এর সরকার উত্তরপ্রদেশে মন্ত্রী ও বিধায়কদের সপ্তাহে একদিন ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও জানিয়েছেন, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের অপ্রয়োজনীয় গাড়ি সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত গাড়ি ব্যবহার না করাই উচিত। জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক মহলের এই উদ্যোগ এখন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অযোগ্য চাকরিহারাদের বেতন ফেরাতে তৎপর সরকার

জেলাশাসকদের নির্দেশ শিক্ষা দপ্তরের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যে পরিবর্তনের পর শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও কড়া অবস্থান নিল শুভেন্দুর সরকার। ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে চিহ্নিত অযোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাছ থেকে বেতন ফেরত আদায়ের প্রক্রিয়া শুরু করতে উদ্যোগী হল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এই বিষয়ে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেলে দুর্নীতির মাধ্যমে চাকরি পাওয়া অযোগ্যদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। অভিযোগ, দীর্ঘদিন সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি। এবার সেই বেতন সুদ-সহ আদায়ের লক্ষ্যে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে।স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারির পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে সরকারি অর্থ পুনরুদ্ধারের বিষয়ে জেলাস্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। যদিও কী পদ্ধতিতে টাকা আদায় করা হবে, তা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি।চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই চিহ্নিত অযোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে প্রকাশিত অযোগ্যদের তালিকায় বহু প্রভাবশালী রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠের নাম উঠে এসেছিল বলে দাবি ওঠে।২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্ট পুরো প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দেয়। এর ফলে চাকরি হারান মোট ২৫ হাজার ৭৩৫ জন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৪১৮। তদন্তে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগে অন্তত ১,৮০৬ জনকে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।তদন্তে এমন অভিযোগও সামনে আসে যে, কেউ কেউ প্রায় ফাঁকা ওএমআর শিট জমা দিয়েও চাকরি পেয়েছিলেন। এমনকি এক পরীক্ষার্থী মাত্র ১২টি প্রশ্নের উত্তর লিখেই মেধাতালিকায় উপরের দিকে স্থান পেয়েছিলেন বলেও তদন্তে উঠে আসে।

ছাত্র থেকে বিধায়ক

স্কুলে ফিরেই আবেগে ভাসলেন হেমন্ত

নয়া জামানা,আরামবাগ ঃ রাজনৈতিক মঞ্চে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর এবার নিজের শিকড়ে ফিরলেন নবনির্বাচিত বিধায়ক হেমন্ত বাগ। তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিবিজড়িত ধামসা পি.সি. সেন ইনস্টিটিউশনে বুধবার হয়ে উঠল এক আবেগঘন মিলনমেলা।প্রাক্তন ছাত্রকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসল গোটা বিদ্যালয় চত্বর।

বিদ্যালয়ে পৌঁছতেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, বর্তমান পড়ুয়া, প্রাক্তনী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে পরিবেশ। উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও স্মারক তুলে দিয়ে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। দীর্ঘদিন পর নিজের স্কুলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন হেমন্ত বাগ।তিনি বলেন,এই বিদ্যালয় শুধু পড়াশোনা শেখায়নি, জীবনের মূল্যবোধও শিখিয়েছে। আজ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে ফিরে আসা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের।অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান শিক্ষকও গর্ব প্রকাশ করে জানান,বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্র আজ বিধানসভায় মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই সাফল্য বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন দেখাবে এবং এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে।অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং এলাকার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন বিধায়ক। তিনি আশ্বাস দেন, শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নের স্বার্থে ভবিষ্যতেও সবসময় পাশে থাকবেন।একসময়ের ছাত্র আজ জননেতা সেই ফিরে আসার মুহূর্তেই যেন ধামসা স্কুলের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল।

শংসাপত্র ছাড়া পশুবলি নয় !

কড়া আইন আনল রাজ্য সরকার

মানস দাস ● নয়া জামানা

রাজ্যে পশুবলি নিয়ে এবার কড়া অবস্থান নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট শংসাপত্র ছাড়া গবাদি পশু বলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিয়ম ভাঙলে হতে পারে জেল ও জরিমানা এমনটাই ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র দফতর।সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী,

গরু, বলদ, মহিষ, বাছুর-সহ বিভিন্ন গবাদি পশু বলি দেওয়ার আগে বাধ্যতামূলকভাবে প্রশাসনিক অনুমতি নিতে হবে। শুধুমাত্র পুরসভার চেয়ারম্যান বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সরকারি পশুচিকিৎসকের যৌথ শংসাপত্র থাকলেই বলির অনুমতি মিলবে।নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, পশুটির বয়স কমপক্ষে ১৪ বছর হতে হবে। এছাড়া বার্ধক্য, গুরুতর আঘাত বা দুরারোগ্য রোগে স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারালেও তবেই বলির অনুমতি দেওয়া হবে।সরকার আরও জানিয়েছে, কোনোভাবেই প্রকাশ্য রাস্তাঘাট বা খোলা জায়গায় পশুবলি দেওয়া যাবে না। শুধুমাত্র প্রশাসন অনুমোদিত কসাইখানাতেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।যদি কোনো আবেদনকারী শংসাপত্র না পান, তাহলে তিনি ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে আপিল করতে পারবেন। পাশাপাশি, বলিপ্রাঙ্গণ পরিদর্শনে গেলে সরকারি আধিকারিক বা পশুচিকিৎসকদের কাজে বাধা দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলেও জানানো হয়েছে।প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই 'পশ্চিমবঙ্গ পশু হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০' কঠোরভাবে কার্যকর করা হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা এবং পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা কমাতেই এই পদক্ষেপ বলে মত সরকারের।নিয়ম ভাঙলে সর্বোচ্চ ৬ মাসের জেল, ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই হতে পারে। নতুন এই সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

জ্বালানি সাশ্রয়ে কনভয়ে কাটছাঁট মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

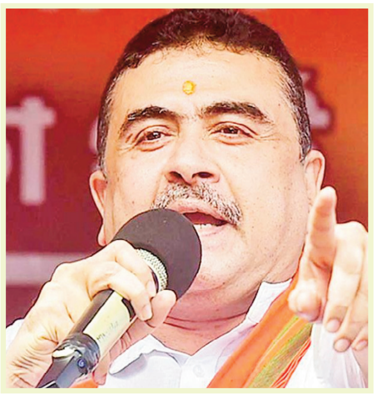

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ের বার্তার পুনরুল্লেখ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় স্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র সাম্প্রতিক জ্বালানি সাশ্রয় সংক্রান্ত আহ্বানের পরেই রাজ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সেই নীতির প্রতিফলন প্রতিফলন হচ্ছে।বুধবার বিধানসভা চত্বরে কনভয়ে যানবাহনের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের অপ্রয়োজনীয় গাড়ি সরিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, প্রোটোকল অনুযায়ী যতটা প্রয়োজন, ততটাই নিরাপত্তা ও যানবাহন রাখা হবে।প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক পদাধিকারী হিসেবে জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার সংযোজন থাকায় স্বাভাবিকভাবেই কনভয়ে একাধিক স্তরের নিরাপত্তা বাহন থাকে। তবে এদিনের সিদ্ধান্তে সেই কনভয়ে কাটছাঁটের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়েছে।একই দিনে বিধানসভায় শপথগ্রহণ পর্বও অনুষ্ঠিত হয়। প্রোটেম স্পিকার তাপস রায় শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণের পর বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় জানান, নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় গাড়ি বাদ দিয়ে বাকি গাড়ি সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, কেন্দ্রের জ্বালানি সাশ্রয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিজেপি বিধায়কদের একাংশকে গণপরিবহণ ব্যবহার করেও বিধানসভায় আসতে দেখা যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির চাপের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সাশ্রয়ী ব্যবহারের বার্তা দেওয়া হচ্ছে।এর আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র কনভয়ে যানবাহনের সংখ্যা কমানোর উদ্যোগের প্রসঙ্গ সামনে আসে। সেই ধারাতেই রাজ্য প্রশাসনিক স্তরেও একই ধরনের পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে প্রশাসনিক মহলের।

এসএসসি মামলা

৭ প্রাক্তন আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্তে অনুমতি মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৭ প্রাক্তন শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমোদন দিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার 'স্যানকশন ফর প্রসিকিউশন' বা বিচার শুরুর অনুমোদন জারি করা হয়, যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা মামলায় এবার আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ গঠনের পথ খুলে গেল।প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী, প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তি প্রসাদ সিনহা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়সহ একাধিক আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌমিত্র সরকার, প্রাক্তন চেয়ারপার্সন শর্মিলা মিত্র, প্রোগ্রাম অফিসার সমরজিৎ আচার্য, পর্ণা বসু এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক কুমার সাহার নামও তালিকায় রয়েছে।সরকারি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সিবিআইয়ের চারটি পৃথক মামলার ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য ও প্রমাণ খতিয়ে দেখে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মামলাগুলি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারায় রুজু হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ধারা ৭, ৭এ এবং ৮।আইন অনুযায়ী, কোনও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ বা বিচার শুরু করতে হলে সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এতদিন সেই প্রশাসনিক অনুমোদন না থাকায় তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া কার্যত ধীরগতিতে চলছিল বলে অভিযোগ ছিল। নতুন নির্দেশের ফলে সেই আইনি জট কাটল বলে মনে করছেন প্রশাসনিক ও আইন বিশেষজ্ঞরা।সরকারি নির্দেশিকা স্বরাষ্ট্র দফতর, রাজ্য পুলিশের ডিজি, সিবিআইয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা এবং মুখ্যসচিবের দফতরে পাঠানো হয়েছে, যাতে দ্রুত পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ শুরু করা যায়।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে সংশ্লিষ্ট আদালতে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হতে পারে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলা এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার বিচারিক অগ্রগতি আরও স্পষ্ট রূপ নেবে।তদন্তে আগেই উঠে এসেছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকারি দায়িত্বে থেকে বেআইনি প্রভাব খাটিয়ে সুবিধা প্রদান এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। যদিও অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগেই একাধিকবার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

আজই উচ্চমাধ্যমিকের ফল ঘোষণা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আজ সকাল সাড়ে ১০টায় সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে ২০২৬ সালের প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতির উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছে, সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষার্থীরা অনলাইনে নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবেন।পরীক্ষার্থীরা ফলাফল https//result.wb.gov.in/ ওয়েবসাইটে গিয়ে রোল নম্বর ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ফল জানতে পারবেন। পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপ https-//play.google .com/ store/apps/details id wbchse.results.shiksha থেকেও ফলাফল দেখা যাবে। একই দিনে স্কুলগুলিতেও পরীক্ষার্থীরা নিজেদের মার্কশিট সংগ্রহ করতে পারবেন।এ বছর থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সেমেস্টার পদ্ধতি চালু হয়েছে। প্রথম সেমেস্টার পরীক্ষা হয়েছিল গত ৩১ অক্টোবর, যা সম্পূর্ণ এমসিকিউ ভিত্তিক ছিল। সেই পর্বের ফল প্রকাশের সময়ই প্রথম দশ জনের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হয় ১২ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার প্রায় ৭৫ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ হতে চলেছে।সংসদের প্রশাসনিক কাঠামোয়ও পরিবর্তন হয়েছে এই সময়ে। পূর্বতন সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের স্থলে দায়িত্ব গ্রহণ করেন পার্থ কর্মকার।পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন প্রায় ৭ লক্ষ ১০ হাজার। এর মধ্যে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা ছিল বেশি;প্রায় ৫৫.৬০ শতাংশ ছাত্রী এবং ৪৪.৪০ শতাংশ ছাত্র। মোট পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২,১০৩টি।চূড়ান্ত সেমেস্টারে পরীক্ষার্থী ছিলেন ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৬৪ জন। পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষায় অংশ নেন প্রায় ১৫ হাজার ৪৯৫ জন এবং তৃতীয় সেমেস্টারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার ৪৫২ জন।গত ৮ মে প্রকাশিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলে পাশের হার ছিল ৮৬.৮৩ শতাংশ। সেই পরীক্ষায় জেলার ভিত্তিতে সাফল্যের শীর্ষে উঠে আসে কালিম্পং, পূর্ব মেদিনীপুর ও কলকাতা।

সম্পাদকীয়
নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

বিদায় ময়দানের সম্রাট

ময়দান আর মোহনবাগান এই দুই শব্দবন্ধের সঙ্গে যাঁর নাম সমার্থক হয়ে গিয়েছিল গত কয়েক দশকে তিনি স্বপনসাধন বসু ওরফে আমাদের সকলের প্রিয় টুটু বোস।তাঁর প্রয়াণে কেবল গঙ্গার ধারের সবুজ-মেরুন তাঁবু নয় শোকস্তব্ধ গোটা ভারতীয় ফুটবল মহল। আক্ষরিক অর্থেই 'আট থেকে আশি'আজ সবার চোখে জল। এক বর্ণময়, জেদি এবং ফুটবল-পাগল ব্যক্তিত্বের প্রস্থানে ময়দানি ফুটবলের একটি দীর্ঘ ও ঐতিহ্যবাহী অধ্যায়ের যবনিকা পতন ঘটল।টুটু বোস কেবল একজন প্রশাসক ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের ক্রীড়া সংগঠক এবং তার চেয়েও বড় একজন ফুটবল অনুরাগী। মোহনবাগান ক্লাবের দুঃসময়ে তিনি যেভাবে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।ক্লাবের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তাঁর দীর্ঘ সময়কালে তিনি অসংখ্য জয় এবং ট্রফির সাক্ষী থেকেছেন।কিন্তু পদের চেয়েও তাঁর কাছে বড় ছিল ক্লাবের আবেগ। সমর্থকদের কাছে তিনি ছিলেন 'ঘরের মানুষ'। এদিন ক্লাব তাঁবুতে হাওড়া বা বাগবাজার থেকে ছুটে আসা সাধারণ মানুষের ভিড় প্রমাণ করে দিল যে তিনি কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে থাকা আধিকারিক ছিলেন না বরং সাধারণ মানুষের আবেগের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান ছিল।তিনি মোহনবাগানের প্রাণপুরুষ হতে পারেন কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্দরমহলেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। ময়দানের চিরাচরিত শত্রুতা সরিয়ে তিনি সব সময় সৌভ্রাতৃত্বের বাতাবরণ বজায় রাখতেন। এদিন তাঁর প্রয়াণে বিরোধী ক্লাবের সদস্যদের উপস্থিতিও প্রমাণ করে যে, তিনি দলের রং ছাড়িয়ে খেলার জয়গান গাইতেন। তাঁর প্রয়াণে ময়দান এক অভিভাবককে হারাল।কেঁওড়াতলা মহাশ্মশানে যখন তাঁর শবযাত্রা পৌঁছাল তখন গোধূলির আলোয় মিশে ছিল বিষাদ। উপস্থিত ক্রীড়াপ্রেমীদের মুখে ঘুরেফিরে আসছিল পুরনো দিনের নানা স্মৃতি।কেউ বলছিলেন ক্লাবের উন্নতির জন্য তাঁর নিঃস্বার্থ অবদানের কথা কেউ আবার মনে করছিলেন ব্যক্তিগত সংকটে টুটুবাবুর বাড়িয়ে দেওয়া সাহায্যের হাতের কথা।তিনি ছিলেন আধুনিক ফুটবল মনস্ক।বিশ্ব ফুটবলের মানচিত্রে মোহনবাগান তথা ভারতীয় ফুটবলকে তুলে ধরতে তাঁর উদ্যোগগুলো ছিল প্রশংসনীয়।ব্যক্তি টুটু বোস আজ নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। কিন্তু তাঁর কাজ তাঁর অদম্য জেদ এবং মোহনবাগানের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা আগামী প্রজন্মের ফুটবল প্রশাসকদের কাছে পাথেয় হয়ে থাকবে।ময়দানের ঘাসে, গ্যালারির চিৎকারে এবং সবুজ-মেরুন পতাকার পতপত শব্দে টুটু বোস বেঁচে থাকবেন চিরকাল। 'মানুষ চলে যায়, থেকে যায় তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার।'টুটু বোসের উত্তরসূরিদের কাছে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো তাঁর দেখা স্বপ্নগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভারতীয় ফুটবলের মানোন্নয়নে তাঁর দেখানো পথে অবিচল থাকা। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ফুটবল ময়দান আপনাকে মিস করবে টুটু দা।

জীবনী

বিষ্ণু দে

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান পুরুষ এবং পঞ্চপাণ্ডবদের অন্যতম হিসেবে স্বীকৃত কবি বিষ্ণু দে ১৯০৯ সালের ৭ মে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর স্মরণে ও পর্যালোচনায় মাঝেমধ্যেই মে মাসের বিভিন্ন তারিখ আলোচিত হয়। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল হুগলি জেলার কোন্নগরে। একাধারে কবি, গদ্যকার, অনুবাদক এবং শিল্প-সমালোচক হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্র দে ছিলেন পেশায় একজন আইনজীবী, যাঁর প্রভাবে বিষ্ণু দে বাল্যকাল থেকেই এক রুচিশীল ও বিদগ্ধ পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশন ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা শেষে তিনি সেন্ট পলস কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং মৌলানা আজাদ কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন।

বিষ্ণু দে-র কাব্যজীবন শুরু হয়েছিল এক প্রবল অস্থিরতা ও রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের আধুনিকতার সন্ধিক্ষণে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩) প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই বাংলা কবিতায় এক নতুন স্বরের আভাস মেলে। তিনি কবিতায় ধ্রুপদী ঐতিহ্য এবং আধুনিক মননশীলতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় যেমন পাওয়া যায় মার্ক্সীয় দর্শন ও সমাজ সচেতনতা, তেমনই স্থান করে নিয়েছে দেশজ পুরাণ এবং বিশ্বসাহিত্যের গভীর অনুষঙ্গ। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থটি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও নাগরিক জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। বিষ্ণু দে মনে করতেন, একজন কবির কাজ কেবল শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে মানুষের মনোজগতকে চিনে নেওয়া। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কাব্যগ্রন্থ।এই কালজয়ী সৃষ্টির জন্য তিনি ১৯৭১ সালে ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' লাভ করেন। এই গ্রন্থে তিনি ব্যক্তিমানুষের স্মৃতি ও অস্তিত্বের সাথে আগামীর এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সন্দীপের চর', 'অন্বয়', 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' এবং 'আলেখ্য'। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ ও শিল্প-সমালোচনায় তাঁর দখল ছিল ঈর্ষণীয়। চিত্রকলা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ, বিশেষ করে যামিনী রায়ের চিত্রশৈলী নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি বিদেশি কবিতার অনুবাদেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এলিয়ট, বোদলেয়ার কিম্বা মালার্মের মতো কবিদের ভাবধারা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলা ভাষায় সংস্থাপিত করেছেন।ব্যক্তিগত জীবনে বিষ্ণু দে ছিলেন অত্যন্ত নিভৃতচারী ও মার্জিত স্বভাবের। তাঁর গদ্যের ভাষা ছিল সংহত এবং তর্কমূলক যা পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে প্ররোচিত করত।১৯৫০ সালে তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও তিনি সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরস্কারসহ অসংখ্য সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারকে স্বীকার করেও যে নিজস্ব এক আধুনিক ঘরানা তৈরি করা যায় বিষ্ণু দে ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। লোকজীবন এবং নাগরিক আভিজাত্য এই দুই বিপরীত মেরুকে তিনি তাঁর সৃষ্টিতে একবিন্দুতে মিলিয়েছিলেন। ১৯৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর এই মহান কবির জীবনাবসান ঘটে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিষ্ণু দে কেবল একজন কবি নন তিনি ছিলেন একাধারে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনকারী এক বিশাল সত্তা যাঁর রচনার প্রাসঙ্গিকতা সময়ের সাথে সাথে ম্লান হওয়ার পরিবর্তে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

নতুন ভোরের সঙ্কল্প

বাংলায় সুশাসনের নবযুগ

মানস দাস

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের অধ্যায় সূচিত হয়েছে।দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এক নতুন প্রশাসনিক নেতৃত্বের হাত ধরে বাংলার আকাশ-বাতাসে আজ পরিবর্তনের প্রকৃত ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর দায়িত্ব গ্রহণ কেবল একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নয় বরং এটি বাংলার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বঞ্চনা এবং আশার এক সম্মিলিত প্রতিফলন।

শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি যে একগুচ্ছ বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছেন তা এক লহমায় এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এই সরকার কেবল গদিতে বসার জন্য আসেনি বরং ভাঙাচোরা প্রশাসনিক কাঠামোকে আমূল সংস্কার করতে বদ্ধপরিকর।তাঁর এই প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর মূলে রয়েছে স্বচ্ছতা দায়বদ্ধতা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ।গত কয়েক দশকে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কৃতিতে যে 'লাল ফিতার ফাঁস' এবং 'তোলাবাজি'র সংস্কৃতি গেড়ে বসেছিল তা নির্মূল করাই যে নতুন মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম লক্ষ্য সে বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই।শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশিত সিদ্ধান্তের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' বা শূন্য সহনশীলতা নীতি। বাংলার মানুষ গত কয়েক বছরে নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অর্থ লোপাটের যে মর্মান্তিক চিত্র দেখেছে, তাতে সরকারের ওপর থেকে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস টলমল করছিল। নতুন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতা এসেই প্রতিটি সরকারি দপ্তরে স্বচ্ছতা ফেরাতে এবং পুরনো দুর্নীতির জট খুলতে যে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন তা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ হবে শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে কোনো রাজনৈতিক সুপারিশ বা আর্থিক লেনদেনের বিনিময়ে নয়।মেধার এই জয়গান গাওয়ার সিদ্ধান্তটি বাংলার লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবকের মনে নতুন করে বাঁচার আশা জাগিয়েছে।এর ফলে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যারা হতাশায় রাজ্য ছাড়ার পরিকল্পনা করছিল তারা এখন ঘরের মাঠেই নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ পাবে। একটি আদর্শ সুশাসনে প্রশাসনের প্রতিটি স্তর হবে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক-এই চিরন্তন সত্যটিকেই শুভেন্দু অধিকারী তাঁর কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে পুনরুষ্ঠিত করতে চাইছেন।

দ্বিতীয়ত,শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাংলার ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে।বাংলা একসময় ভারতের শিল্প মানচিত্রে শীর্ষস্থানে ছিল কিন্তু গত কয়েক দশকের ভ্রান্ত নীতি ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণে সেই গৌরব ধূলিসাৎ হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে শিল্পপতিদের জন্য 'সিঙ্গেল উইন্ডো' সিস্টেম বা এক জানালা নীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন এবং জমির জট ছাড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হওয়া অত্যন্ত ইতিবাচক সংকেত। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অনুধাবন করেছেন যে, বড় শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকেও চাঙ্গা করা প্রয়োজন, কারণ গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড এই খাতের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং প্রশাসনিক স্তরে হয়রানি বন্ধের যে নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা পুনরায় বাংলার দিকে ঝুঁকতে শুরু করবেন। শিল্পায়ন মানেই কর্মসংস্থান, আর কর্মসংস্থান মানেই রাজ্যের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা।প্রতিটি সরকারি কাজ যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়, তার জন্য কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি আধিকারিকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা অত্যন্ত পরিষ্কার জনগণের সেবাই হলো প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।এই দৃষ্টিভঙ্গি আমলাতান্ত্রিক মানসিকতায় পরিবর্তন আনবে এবং সাধারণ মানুষ সরকারকে নিজেদের পরম বন্ধু হিসেবে জ্ঞান করবে।গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে কথা যা বলেছেন তা প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার মানকে এক ধাক্কায় অনেক উঁচুতে তুলে দেবে।

বিশেষত স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পগুলোকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দুর্নীতিমুক্ত করে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় ঘটানোর যে ইঙ্গিত মিলেছে তা বাংলার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শুভেন্দু অধিকারীর সিদ্ধান্তগুলোও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ মূলত কৃষিপ্রধান রাজ্য অথচ এখানকার কৃষকরা প্রায়শই ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতেন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে সর্বস্বান্ত হতেন। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যে, কৃষকের ফসল সরাসরি সরকারি উদ্যোগে ক্রয় করতে হবে এবং কিষাণ মান্ডির সংখ্যা বাড়িয়ে সেখানে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ যাতে কোনো দলীয় রং না দেখে সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের টাকা যাতে বাংলার কৃষকরা দ্রুত পান সে বিষয়ে তাঁর তৎপরতা প্রমাণ করে যে তিনি কৃষকদের অন্নদাতা হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে আগ্রহী। কৃষির আধুনিকীকরণ এবং হিমাগার নির্মাণের ওপর জোর দেওয়াতে আগামী দিনে বাংলার কৃষকরা কেবল ফসল উৎপাদনই করবেন না বরং লাভজনক ব্যবসার অংশীদার হয়ে উঠবেন।আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন সরকারের কঠোর অবস্থান বাংলার মানুষের মনে নিরাপত্তার বোধ ফিরিয়ে এনেছে। হিংসা ও ত্রাসের রাজনীতিকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার যে ডাক মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন তা একটি গণতান্ত্রিক রাজ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।পুলিশ প্রশাসনকে দলদাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। অপরাধী যে দলেরই হোক না কেন, আইন অনুযায়ী তার কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক অস্থিরতা কমিয়ে পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফেরানোর নির্দেশটিও অত্যন্ত সময়োপযোগী। শিক্ষা যদি কলুষমুক্ত না হয় তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠবে না এই দর্শনটিই মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে প্রতিফলিত হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে এক বিশাল দায়িত্ব ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে।

দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা, ঋণের বোঝা এবং প্রশাসনিক স্থবিরতা কাটিয়ে তোলা রাতারাতি সম্ভব নয়।কিন্তু প্রথম কয়েক দিনেই তিনি যে ধরণের দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা বাংলার মানুষকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। স্বচ্ছ সুশাসন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ এবং শিল্পসমৃদ্ধ বাংলা গড়ার যে ডাক তিনি দিয়েছেন তা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা ও ধৈর্য। শুভেন্দু অধিকারী কেবল একজন শাসক নয় তিনি একজন ভূমিপুত্র হিসেবে বাংলার মানুষের নাড়ি নক্ষত্র চেনেন। তাঁর গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত যদি যথাযথভাবে মাঠ স্তরে বাস্তবায়িত হয় তবে বাংলা আবার তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করবে।আজ বাংলা যা ভাবছে, কাল ভারত তা ভাববে'গোপালকৃষ্ণ গোখলের এই বিখ্যাত উক্তিটি পুনরায় সার্থক হয়ে উঠবে। নতুন সরকারের হাত ধরে বাংলা হয়ে উঠুক উন্নয়নের রোল মডেল যেখানে প্রতিটি মানুষ মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে।এক দুর্নীতিহীন, শিল্পোন্নত ও কর্মমুখর সোনার বাংলার শুভ সূচনা সার্থকভাবে সম্পন্ন হলো। বাংলার সাধারণ মানুষের দোয়া ও আশীর্বাদ নিয়ে এই সরকার সাফল্যের শিখরে পৌঁছাবে এবং এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে এটাই বর্তমানের সবথেকে বড় প্রত্যাশা।

ঔদ্ধত্যের পরাজয়

আবু হায়াত বিশ্বাস

শেষ পর্ব

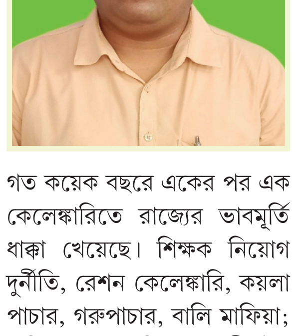

গত কয়েক বছরে একের পর এক কেলেঙ্কারিতে রাজ্যের ভাবমূর্তি ধাক্কা খেয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন কেলেঙ্কারি, কয়লা পাচার, গরুপাচার, বালি মাফিয়া; অভিযোগের তালিকা এত দীর্ঘ যে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল, দুর্নীতিই যেন প্রশাসনের স্বাভাবিক সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল চাকরি দুর্নীতি নিয়ে। হাজার হাজার যোগ্য চাকরিপ্রার্থী বছরের পর বছর আন্দোলন করেছেন। রাস্তায় বসে থেকেছেন। আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। অথচ সরকার তাদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার বদলে প্রায়শই উদাসীন থেকেছে। শিক্ষিত যুবকদের মনে এই ক্ষোভ গভীরভাবে জমেছিল। তার প্রতিফলন এবার ভোটে স্পষ্ট হয়েছে।

তৃণমূল সরকার উন্নয়নের বদলে ভাতার রাজনীতির ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করেছিল। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী, বিভিন্ন অনুদান; এগুলি সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে পারে না। বাংলার যুবসমাজ চাকরি চেয়েছিল, শিল্প চেয়েছিল, স্থায়ী কর্মসংস্থান চেয়েছিল। কিন্তু গত এক দশকে রাজ্যে বড় শিল্প আসেনি বললেই চলে। সিঙ্গুরের পর শিল্পায়নের যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তা আর পূরণ হয়নি। ফলে একদিকে বেকারত্ব বেড়েছে, অন্যদিকে শিক্ষিত তরুণদের বড় অংশ ভিনরাজ্যে কাজ খুঁজতে বাধ্য হয়েছে। এই হতাশা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ক্ষোভে পরিণত হয়েছে। তৃণমূলের আর এক বড় ব্যর্থতা ছিল প্রশাসনের দলীয়করণ। পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা; সর্বত্র ' সিন্ডিকেট রাজ', কাটমানি, তোলাবাজির অভিযোগ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে উঠেছিল। অনেকেই মনে করতেন, সরকারি সুবিধা পেতেও দলীয় আনুগত্য জরুরি। সাধারণ মানুষ যখন প্রশাসনের উপর আস্থা হারাতে শুরু করে, তখন সরকারের ভিত দুর্বল হতে বাধ্য। তৃণমূল সেই সংকেত বুঝতেই পারেনি।এই নির্বাচনে

বাংলার সামাজিক সমীকরণেও বড় পরিবর্তন ঘটেছে। এতদিন যে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে তৃণমূল নিজের স্থায়ী সম্পদ বলে ধরে নিয়েছিল, সেখানে এবার ফাটল দেখা গিয়েছে। মুসলিম ভোট বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত হয়েছে। অন্যদিকে হিন্দু ভোটের এক বড় অংশ একজোট হয়েছে বিজেপির পক্ষে। বাংলার রাজনীতিতে এমন মেরুকরণ আগে এত তীব্রভাবে দেখা যায়নি। এর জন্য অনেকাংশে দায়ী তৃণমূলের তুষ্টিকরণের রাজনীতি। একদিকে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ, অন্যদিকে আবার জগন্নাথ মন্দির বা মহাকাল মন্দিরের মতো প্রতীকী হিন্দুত্ব; এই দ্বৈত রাজনীতি শেষ পর্যন্ত কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বরং বিজেপিকে ' হিন্দু স্বার্থের রক্ষক' হিসেবে নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর একসময় তৃণমূলকে সতর্ক করেছিলেন; ধর্ম নয়, উন্নয়নকে সামনে রাখতে। কিন্তু সেই পরামর্শ উপেক্ষা করেই তৃণমূল ধর্মীয় প্রতীকের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ফল হয়েছে উল্টো। বিজেপি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে তৃণমূলকে ' হিন্দু বিরোধী' এবং ' মুসলিম তোষণকারী' দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে। সেই ভাবমূর্তি থেকে আর বেরোতে পারেনি তৃণমূল।এবারের ভোটে আর একটি বড় ফ্যাক্টর ছিল ' ডবল ইঞ্জিন সরকার' -এর প্রত্যাশা। কেন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘ সংঘাতের রাজনীতি করতে গিয়ে বাংলার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে; এই ধারণা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে সংঘাত, কেন্দ্র বিরোধিতাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার, এবং প্রতিটি বিষয়ে সংঘর্ষের রাজনীতি একাংশ মানুষের মধ্যে বিরক্তি তৈরি করেছিল। বিজেপি সেই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়েছে। সবচেয়ে মজার বিষয় হল, ভোটে হারের পর তৃণমূলের ভিতর থেকেই ভাঙনের সুর শোনা যাচ্ছে। এতদিন যারা বিজেপিকে আক্রমণ করতেন, তাঁরাই এখন গেরুয়া শিবিরে যাওয়ার পথ খুঁজছেন। যারা এতদিন মমতা ব্যানার্জির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, তারাই আজ বলছেন; ' দল দুর্নীতির আখড়া হয়ে গিয়েছিল' । প্রশ্ন হচ্ছে, এতদিন তাঁরা চুপ ছিলেন কেন? ক্ষমতার সুবিধা নেওয়ার সময় কি দুর্নীতি চোখে পড়েনি? আসলে ক্ষমতা চলে গেলে অনেকের বিবেক জেগে ওঠে।

এই নির্বাচন আরও একটি বড় রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছে। আঞ্চলিক দলগুলির সীমাবদ্ধতা এখন স্পষ্ট। তৃণমূল, আপ, বিজেডি, এনসিপি, শিবসেনা; একের পর এক আঞ্চলিক শক্তি দুর্বল হয়েছে। জাতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকেই কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে মেনে নিতে হচ্ছে। অথচ গত কয়েক বছরে মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর দল কংগ্রেসকে দুর্বল করতে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বকে খাটো করতে কোনও সুযোগ ছাড়েনি।

বিরোধী জোটের বৈঠকে অনুপস্থিত থাকা, গুরুত্বহীন প্রতিনিধি পাঠানো, ব্ল্যাকমেলের রাজনীতি; সবই করেছে। আজ ক্ষমতা হারিয়ে আবার সেই কংগ্রেসের দিকেই তাকাতে হচ্ছে। আসলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক সময় বাস্তববোধ কেড়ে নেয়। তৃণমূলও সেই ভুল করেছে। তারা ভেবেছিল, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, ভাতার রাজনীতি, সংগঠনের দাপট আর ভয় দেখিয়ে চিরকাল ক্ষমতায় থাকা যায়। কিন্তু গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে মানুষ।

বাংলার মানুষ এবার সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। এই নির্বাচন তাই শুধু সরকার পরিবর্তনের ঘটনা নয়। এটি রাজনৈতিক দম্ভ, দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মানুষের ঐতিহাসিক রায়।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 14-05-2026 07:46 Page 3

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর তিলজলায় বুলডোজার অভিযান, ভাঙা শুরু বেআইনি কারখানা

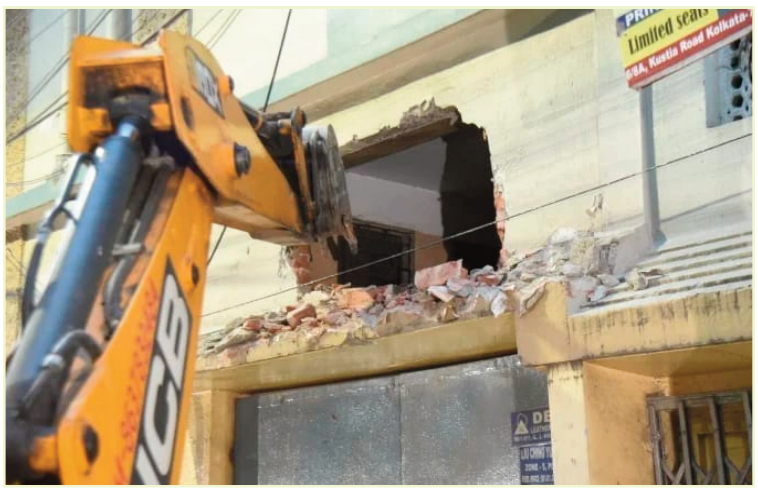

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ তিলজলার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দু'জনের মৃত্যুর ঘটনার পর প্রশাসনিক স্তরে শুরু হল তৎপরতা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র কড়া নির্দেশের পর বৃহস্পতিবারই শুরু হয়ে গেল বেআইনি কারখানা ভাঙার কাজ। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, পুরসভা, কেএমডিএ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিশাল দল।সঙ্গে আনা হয় একাধিক জেসিবি।কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে প্রশাসন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,যে কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে, সেটি দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে চলছিল।সেখানে ছিল না কোনও বৈধ বিল্ডিং প্ল্যান, এমনকি অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত দুর্বল।আগুন লাগার পর পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে প্রাণ হারান দু'জন। এরপরই নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, যে ভবন মানুষের জীবনের ঝুঁকি বাড়ায় তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই তিলজলায় পৌঁছে যায় প্রশাসনের বিশেষ দল। তিনটি জেসিবি দিয়ে শুরু হয় অবৈধ অংশ ভাঙার কাজ। পুরো এলাকা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়।ঘটনাস্থলে কৌতূহলী মানুষের ভিড়ও চোখে পড়ে। নিরাপত্তার স্বার্থে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।সরকারি তদন্তে উঠে এসেছে, ওই কারখানার কোনও অনুমোদিত নকশা ছিল না। পাশাপাশি আগুন নেভানোর ন্যূনতম ব্যবস্থাও রাখা হয়নি।এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে বিল্ডিং মালিক শেখ নাসির ও শামীম মহম্মদকে। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।শুধু তিলজলাই নয় এবার কলকাতার আরও একাধিক এলাকায় বেআইনি কারখানা ও নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।কসবা, মোমিনপুর, ইকবালপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় বিল্ডিং প্ল্যান ছাড়া গড়ে ওঠা কারখানাগুলির তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুত ইন্টারনাল অডিট করে প্রয়োজন হলে ওই সব জায়গার বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগও বিচ্ছিন্ন করা হবে।তিলজলার এই ঘটনা ফের প্রশ্ন তুলে দিল শহরের বুকে গজিয়ে ওঠা বেআইনি নির্মাণ ও নিরাপত্তাহীন শিল্পকারখানাগুলিকে ঘিরে। প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপে এবার কতটা বদল আসে সেদিকেই নজর শহরবাসীর।

প্রার্থনায় এবার 'বন্দে মাতরম'
নতুন নির্দেশ স্কুল শিক্ষা দফতরের

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে এবার প্রার্থনার সময় গাওয়া হবে 'বন্দে মাতরম'। বিকাশ ভবনের তরফে জারি হওয়া নতুন নির্দেশিকাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর আলোচনা শিক্ষা মহলে। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের উদ্যোগে নভেম্বর ২০২৫ থেকে নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।মঙ্গলবার বিকাশ ভবন থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসকদের কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হয়।এরপর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকরা ই-মেল ও হোয়াটসঅ্যাপ মারফত সেই নির্দেশ স্কুলগুলিতে পৌঁছে দেন। নির্দেশ অনুযায়ী, স্কুলের প্রার্থনা পর্বে 'বন্দে মাতরম' গান গাইতে হবে।ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস থেকে নেওয়া এই গান বহুদিন ধরেই জাতীয় চেতনার প্রতীক হিসেবে পরিচিত।তবে এই নির্দেশকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। কারণ বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলে প্রার্থনার সময় জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' গাওয়া হয়। পাশাপাশি আগের সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সঙ্গীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল'-ও অনেক স্কুলে গাওয়া হয়ে থাকে। ফলে এখন প্রশ্ন উঠছে, তিনটি গানই কি গাওয়া হবে নাকি কোনও একটি বাদ যাবে?এখনও পর্যন্ত শিক্ষা দফতরের তরফে গানগুলির ক্রম বা সময় নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি।তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন শিক্ষকরা। যদিও গরমের ছুটি চললেও স্কুলগুলিকে আগাম প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে বলে খবর।

পুজোর আগেই ছুটবে চিংড়িঘাটা মেট্রো! ফের জোরকদমে শুরু কাজ

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে নতুন গতি পেল চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্প।বহু প্রতীক্ষিত এই রুটের বাকি নির্মাণকাজ ফের শুরু হতে চলেছে আর তাতেই আশার আলো দেখছেন শহরের হাজার হাজার নিত্যযাত্রী।সবকিছু পরিকল্পনা মতো এগোলে দুর্গাপুজোর আগেই গড়িয়া থেকে সল্টলেক ও বিমানবন্দরমুখী

মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মেট্রো সূত্রে খবর,শুক্রবার থেকেই চিংড়িঘাটার বাকি ৩৬৬ মিটার অংশে নির্মাণকাজ শুরু হবে। কাজের সুবিধার জন্য প্রতি সপ্তাহের শুক্র, শনি ও রবিবার রাতে ওই এলাকায় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি থাকবে।

রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কার্যকর করা হবে। যদিও চিংড়িঘাটা উড়ালপুল পুরোপুরি বন্ধ থাকছে না তবুও নির্দিষ্ট সময়ে যান চলাচলে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে বলে জানানো হয়েছে।এই প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক জট এবং অনুমতি সংক্রান্ত সমস্যায় আটকে ছিল।বিশেষ করে ইএম বাইপাস সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যান নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল।অভিযোগ ওঠে, প্রয়োজনীয় অনুমতি না মেলায় কাজ বারবার থমকে যায়।পরে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট একাধিক পর্যায়ে শুনানির পর আদালতও মন্তব্য করেছিল উন্নয়নমূলক প্রকল্প এভাবে বছরের পর বছর আটকে থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।সরকার পরিবর্তনের পর ফের এই প্রকল্পে গতি ফিরেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষের আশা, আর কোনও বড় বাধা না এলে খুব দ্রুত কাজ শেষ করে পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে। ফলে শহরের পূর্বাংশে যাতায়াত আরও সহজ, দ্রুত ও স্বস্তিদায়ক হতে চলেছে।

দু'বছরেও মেলেনি 'সমুদ্রসাথী' প্রকল্পের টাকা
নতুন সরকারের দ্বারস্থ সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হতেই কার্যত কর্মহীন হয়ে পড়েছেন উপকূলের হাজার হাজার মৎস্যজীবী। অথচ তাঁদের আর্থিক সুরক্ষার জন্য ঘোষিত 'সমুদ্রসাথী' প্রকল্পের টাকা এখনও অধরাই। দীর্ঘ দু'বছর অপেক্ষার পর এবার নতুন বিজেপি সরকারের দিকে তাকিয়ে আশার আলো খুঁজছেন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা।২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন রাজ্য সরকার 'সমুদ্রসাথী' প্রকল্প চালুর ঘোষণা করেছিল। সেই ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিবছর ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত ব্যান পিরিয়ডে সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবী পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়। পরিবার পিছু ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, অভিযোগ আজও সেই টাকা পৌঁছয়নি প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে।পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়া জেলার কয়েক লক্ষ মৎস্যজীবী এই প্রকল্পে আবেদন করেছিলেন। বহুজন ফর্ম ফিলআপ থেকে শুরু করে সমস্ত নথিপত্র জমা দিয়েও এখনও পর্যন্ত এক টাকাও পাননি বলে দাবি করছেন। তাঁদের অভিযোগ, বারবার শুধু আশ্বাস মিলেছে, কিন্তু বাস্তবে কোনও আর্থিক সহায়তা মেলেনি।বর্তমানে ব্যান পিরিয়ড চলায় অধিকাংশ মৎস্যজীবী কাজহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। সংসার চালানো থেকে সন্তানদের পড়াশোনা সবকিছুতেই নেমে এসেছে অনিশ্চয়তার ছায়া। এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আবেদন জানানো হয়েছে। মৎস্যজীবী ইউনিয়নের দাবি, শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি নয়, দ্রুত বকেয়া টাকা মিটিয়ে ব্যান পিরিয়ডে স্থায়ী আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

তাঁদের কথায়,সমুদ্রে যেতে না পারলে রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় সরকারি সাহায্যই একমাত্র ভরসা।নতুন সরকার মৎস্যজীবীদের দুর্দশার কথা বিবেচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে বলেই আশাবাদী সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকার মানুষ।

রাজ্যজুড়ে সিসি ক্যামেরার জাল, পুরসভা ও শিল্পাঞ্চলে কড়া নজরদারি

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ রাজ্যের শহরাঞ্চল ও শিল্প এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও শক্তিশালী করতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার।এবার সাতটি পুরনিগম, ১২১টি পুরসভা এবং তিনটি শিল্পাঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বুধবার বিধানসভায় এই ঘোষণা করেন অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র সঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সরকারি সূত্রে খবর,শুধুমাত্র রাস্তা বা গুরুত্বপূর্ণ মোড় নয়, পুরসভার অফিসের ভেতরেও বসানো হবে আধুনিক সিসি ক্যামেরা। কর্মীরা কখন অফিসে ঢুকছেন, কখন বেরোচ্ছেন এবং সরকারি কাজ কতটা নিয়ম মেনে হচ্ছে সবকিছুর উপরই থাকবে কড়া নজর। এই পুরো ব্যবস্থার ফুটেজ এক জায়গা থেকেই পর্যবেক্ষণ করবে পুর দফতর। প্রশাসনের দাবি, এই নতুন নজরদারি ব্যবস্থার ফলে শহরাঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজ, নাগরিক পরিষেবা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। কোথায় রাস্তার সমস্যা, কোথায় নিকাশি বা আলো নিয়ে অভিযোগ, কোন এলাকায় কাজ ধীরগতিতে চলছে সেই সমস্ত তথ্য দ্রুত হাতে পাওয়া যাবে। ফলে সমস্যার সমাধানও হবে অনেক দ্রুত।রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পরেও অধিকাংশ পুরসভা এখনও বিরোধী দলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চলের প্রশাসনিক কাজের উপর সরাসরি নজর রাখতেই এই উদ্যোগ বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।এদিকে, চলতি বছরের ডিসেম্বরেই কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের অন্যান্য পুরসভা ও পুরনিগমের ভোটও হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। তার আগেই শহরাঞ্চলে নজরদারি ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করতে মরিয়া রাজ্য সরকার।

গরমে স্বস্তি পড়ুয়াদের,৩১ মে পর্যন্ত বন্ধ স্কুল! বদলে গেল পর্ষদের ক্যালেন্ডার

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ প্রচণ্ড দাবদাহের জেরে অবশেষে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সরকারি ও সরকার পোষিত সমস্ত স্কুলে গরমের ছুটি আরও বাড়ানো হল। নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী ৩১ মে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে পঠনপাঠন।ফলে পূর্ব নির্ধারিত সূচি বদলে এবার স্কুল খুলবে ১ জুন থেকে।মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং শিক্ষা দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত সিলমোহর পড়ে।আগে ঠিক ছিল ১৮ মে থেকেই খুলবে স্কুল। তবে রাজ্যজুড়ে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি এবং বাড়তে থাকা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার কারণে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে সরকার।উল্লেখ্য, চলতি বছরের ১১ মে থেকেই গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার প্রকাশের পর থেকেই শিক্ষক মহলের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। অভিযোগ উঠেছিল, গত বছরের তুলনায় গরমের ছুটি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।অনেক শিক্ষকই দাবি করেছিলেন,বাংলার মতো গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যে কম ছুটি রাখা বাস্তবসম্মত নয়।গত বছর যেখানে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই দীর্ঘ গরমের ছুটি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে এবারের ক্যালেন্ডারে মাত্র কয়েক দিনের অবকাশ রাখা হয়। তা নিয়েই শুরু হয় বিতর্ক। শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য ছিল, অতীতে নানা দিবস ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে অতিরিক্ত ছুটি থাকলেও আবহাওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় ছুটির বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি।তবে বর্তমান সরকারের নতুন সিদ্ধান্তে আপাতত স্বস্তিতে পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষকরা। আবহাওয়া দফতরও আগামী কয়েকদিন রাজ্যের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে। সেই পরিস্থিতিতে শিশুদের শারীরিক সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে শিক্ষা মহল।

গেরুয়া আবিরে রঙিন আরান্ডি ২, বিজেপির বিজয় মিছিলে উৎসবের আমেজ

নয়া জামানা,আরামবাগ ঃ আরান্ডি,২ নম্বর অঞ্চলে বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল জমকালো বিজয় মিছিল। রাজনৈতিক কর্মসূচি হলেও গোটা এলাকা যেন উৎসবের রঙে মেতে উঠেছিল। বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে চারদিক গেরুয়া আবিরে ঢেকে যায়। ঢাক-ঢোল, জয়ধ্বনি এবং দলীয় পতাকার আবহে মিছিল ঘিরে তৈরি হয় ব্যাপক উৎসাহ।মিছিলে অংশ নেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব, কর্মী ও বিপুল সংখ্যক সমর্থক। হাতে পতাকা, মুখে স্লোগান এবং আবির খেলায় মাতেন সকলে। গেরুয়া রঙে রঙিন হয়ে ওঠে এলাকার রাস্তা থেকে আকাশ-বাতাস। এলাকাবাসীর অনেকেই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এই বিজয় শোভাযাত্রা উপভোগ করেন।বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ ও কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই এই সাফল্য এসেছে। আগামী দিনেও মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন নেতারা।মিছিলকে ঘিরে প্রশাসনের তরফেও ছিল কড়া নজরদারি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। সব মিলিয়ে আরান্ডি,২ অঞ্চলের এই বিজয় মিছিল রাজনৈতিক কর্মসূচির গণ্ডি ছাড়িয়ে কার্যত উৎসবে পরিণত হয়।

আর জি কর কাণ্ডে বিস্ফোরক মোড়!
নির্মল ঘোষ-সহ তিনজনের গ্রেপ্তারি দাবিতে আদালতে অভয়ার পরিবার

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ আর জি কর কাণ্ডে ফের চাঞ্চল্য ছড়াল রাজ্য রাজনীতিতে। নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিজেপি বিধায়ক এবার সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে তৎকালীন বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ তিনজনের গ্রেপ্তারির দাবি তুললেন। মঙ্গলবার শিয়ালদহ আদালতে দায়ের হওয়া এই মামলাকে ঘিরে নতুন করে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে। আগামী ৫ জুন মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হওয়ায় এখন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা রাজ্য।পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা হয়েছিল। আদালতে দায়ের করা আবেদনে দাবি করা হয়েছে, দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তে বাধা দেওয়া হয় এবং কোনও প্রয়োজনীয় নথি পরিবারের হাতে না দিয়েই দ্রুত দেহ দাহ করা হয়। এই ঘটনায় তৎকালীন পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় এবং ঘোলা থানার তৎকালীন ওসি সোমনাথ দাসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদনও জানানো হয়েছে আদালতে।এদিন শুনানিতে সিবিআইয়ের আইনজীবী স্পষ্ট জানান, কাকে গ্রেপ্তার করা হবে সেই সিদ্ধান্ত তদন্তকারী সংস্থার। আদালত কাউকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে পারে না। তবে পাল্টা নির্যাতিতার পক্ষের আইনজীবী দাবি করেন, শুধুমাত্র হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন করা হয়েছে, যাতে ঘটনার আসল সত্য সামনে আসে। একই সঙ্গে সিবিআইয়ের অতিরিক্ত চার্জশিট এখনও জমা না পড়া নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় আদালতে।অন্যদিকে, একই দিনে আর জি কর মামলার শুনানি থেকে সরে দাঁড়ায় বিচারপতি মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘিরেও শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় এবিভিপি অভিযোগের ঝড় কোচবিহার আইটিআইয়ে

প্রদীপ কুন্ডু ।। নয়া জামানা ।। কোচবিহার

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-কে। বুধবার কোচবিহারের একাধিক কলেজের পাশাপাশি কোচবিহার আইটিআই কলেজেও পৌঁছন এবিভিপি-র ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা। এদিন তাঁরা কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন। এদিন কলেজ চত্বরে এবিভিপি সদস্যদের ঘিরে পড়ুয়াদের ভিড় চোখে পড়ে। ছাত্রদের একাংশ অভিযোগ করেন, কলেজে ভর্তি, ফি, ফর্ম ফিলাপ ও অন্যান্য প্রশাসনিক খাতে তাঁদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে টাকা নেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই এবিভিপি প্রতিনিধিরা কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং দ্রুত সমাধানের দাবি জানান। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এবিভিপি-র রাজ্য সদস্য দীপ্ত দে বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে টাকা নেওয়ার একাধিক অভিযোগ আমরা পেয়েছি। বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হবে।

প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদিন এবিভিপি প্রতিনিধিদের সামনে নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন ছাত্ররাও। কলেজের পরিকাঠামোর অভাব, অতিরিক্ত ফি আদায়, হোস্টেল ও প্রশাসনিক অসঙ্গতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। ছাত্র অর্ক পাল জানান, বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজ চত্বরে যেমন চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, তেমনই রাজনৈতিক ও শিক্ষামহলেও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

ছাত্র স্বার্থে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছে এবিভিপি।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদে যোগদানের নামে প্রতারণা

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ বিশ্ব হিন্দু পরিষদে যোগদান করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা চাওয়ার অভিযোগে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা তপন মজুমদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি একসময় ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ময়নাগুড়ি থানায় মামলা দায়ের হলে পুলিশ তাঁকে আটক করে।

বিষয়টি নিয়ে বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সহ-সভাপতি চঞ্চল সরকার জানান, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত কিনা তা তাঁর জানা নেই। তিনি আরও বলেন, অভিযোগ সত্য হলে তা সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও পুলিশই দেখবে।

যদিও অভিযুক্ত তপন মজুমদার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে দাবি করেছেন,

তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। পরে তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

তুফানগঞ্জ থেকে উধাও যাত্রীবাহী বাস

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জে ফিল্মি কায়দায় রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেল একটি যাত্রীবাহী বাস। প্রতিদিনের মতোই তুফানগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়

বাসটি দাঁড় করানো ছিল। কিন্তু সকালে সেখানে গিয়ে বাসটির আর কোনও খোঁজ মেলেনি। এরই মধ্যে সকাল ৬টা ৩২ মিনিটে বাস মালিকের মোবাইলে একটি মেসেজ আসে, যেখানে জানানো হয় বাসটি আসামের পাটগাঁও টোল প্লাজা পার করেছে।

খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তদন্তে নামে তুফানগঞ্জ পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ ও মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু হয়। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো

হয়, অসম পুলিশের-এর সহযোগিতায় ভবানীপুর আউটপোস্টের পুলিশ বাসটি আটক করেছে।

ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সীমান্তে নজরদারিতে পুলিশ- বিএসএফ বৈঠক

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে সাহেবগঞ্জ থানায় পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রশান্ত দেবনাথের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকে সাহেবগঞ্জ থানার অধীনস্থ সমস্ত বিএসএফ কোম্পানির কমান্ডাররা অংশ নেন। বৈঠকে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান, অপরাধমূলক কার্যকলাপ, দুষ্কৃতীদের গতিবিধি এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি সন্দেহজনক চলাচলের উপর কড়া নজরদারি, দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান এবং যৌথ টহল ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব

দেওয়া হয়। পুলিশ ও বিএসএফের পারস্পরিক সমন্বয় আরও মজবুত করে সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে একাধিক নির্দেশ জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এ ধরনের সমন্বয় বৈঠক নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে।

ভারত-ভুটান সীমান্তে গ্রেপ্তার তিন গ্যাংস্টার

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারের ভারত-ভুটান সীমান্তে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। জয়গাঁ এলাকা থেকে পাঞ্জাবের বাটালায় সংঘটিত জোড়া খুনকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত তিন কুখ্যাত গ্যাংস্টারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার ভোরে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ ও পাঞ্জাব পুলিশ-এর যৌথ অভিযানে এই সাফল্য আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৭ এপ্রিল পাঞ্জাবের বাটালায় গুলিতে খুন হন উঠতি কাবাডি খেলোয়াড় জুগরাজ সিং ও তাঁর কোচ কাশ্মীর সিং। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা গা ঢাকা দিয়েছিল। গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে জয়গাঁর এক গোপন আস্তানায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ধৃতরা ভুটান হয়ে মায়ানমারে পালানোর পরিকল্পনা করেছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালান ও টার্গেট কিলিংসহ একাধিক গুরুতর মামলা রয়েছে। বুধবার আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলার পর ট্রানজিট রিমান্ড মঞ্জুর হলে কড়া নিরাপত্তায় বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে তাদের পাঞ্জাবে পাঠানো হয়।

অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য

সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ সাহেবগঞ্জ থানার ওসি নকুল রায়-এর নেতৃত্বে চার রাউন্ড গুলি ও একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ তৃণমূলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম রঞ্জিত দাস। তিনি দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। মঙ্গলবার রাতে নেলপুরঘাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। তল্লাশিতে একটি দেশীয় ৭ এমএম পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়। বুধবার দিনহাটা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। অস্ত্রের উৎস ও উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখ তে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ময়নাগুড়িতে রহস্যজনক মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির মাধবডাঙ্গা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাধবডাঙ্গা এলাকায় এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম গোবিন্দ বর্মন (১৯)। পরিবারের দাবি, প্রেমঘটিত বিষয়ের জেরেই এই ঘটনা। বুধবার রাতে নিজ ঘরে তাঁকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। মৃতের পরিবার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ওকড়াবাড়ি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ দিনহাটার ওকড়াবাড়ি বাজারে বুধবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। আগুনে পুড়ে যায় মোট ছয়টি দোকান। ঘটনায় পাঁচটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে এবং একটি মোটর বাইক সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। দোকানগুলির বিপুল পরিমাণ মালপত্র নষ্ট হয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে দমকলের-এর তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে দুটি মিষ্টির দোকান, দুটি ফলের দোকান, একটি স্টেশনারি ও একটি জুতোর দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা বলে অনুমান।

বাড়িতে ঢুকে চুরি, গ্রেপ্তার দুই

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়িতে এক বাড়ির ঘরে ঢুকে চুরির চেষ্টা করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই মহিলা। বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরের মাসকালাইবাড়ি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, আচমকাই বাড়ির ঘরে ঢুকে কিছু দামী জিনিস নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ওই দুই মহিলা। পাশের ঘরে থাকা বাড়ির লোকজন বিষয়টি দেখে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধরে ফেলেন বাড়ির মালিক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের আটক করে নিয়ে যায় কোতওয়ালি থানার পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানিয়েছে, ধৃতরা নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার বাসিন্দা। বাড়ির মালিকের অভিযোগ, তারা আগেও চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় যুক্ত ছিল। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

খাগড়াবাড়িতে বিজয় মিছিল বিজেপির

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৯ ও ১৪০ নম্বর বুথে বুধবার বিজয় মিছিলের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টি।

মিছিলে কয়েক শতাধিক কর্মী-সমর্থকের অংশগ্রহণে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। মিছিল শুরুর আগে গ্রাম্য ঠাকুরের কাছে পুজো ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গেরুয়া আবির খেলতে খেলতে হাতির বাড়ি, খুকশিয়া পার্ক ও দাসপাড়া এলাকা পরিক্রমা করে মিছিলটি। নেতৃত্ব দেন ময়নাগুড়ি ২ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস মণ্ডল। মিছিলে মহিলা ও বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত এলাকায় প্রায় দু'হাজার মানুষের জন্য নিরামিষ খ াবারের ব্যবস্থাও করা হয়।

অবৈধ নদী খাদান বন্ধে অভিযান পুলিশের

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ বৌবাজার মিলিটারি এলাকায় অবৈধ নদী খ াদানের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷৷

মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই এলাকায় হানা দেয়। অভিযানে রাজু শর্মা (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে আটক করা হয়। তিনি মিলন মোড় এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ পৌঁছাতেই অভিযুক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কয়েকজন পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে খ াদানের কাজে ব্যবহৃত পাঁচটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে।

গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

এবং পলাতকদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

নেলপুরঘাটে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার অস্ত্র

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ দিনহাটার নেলপুরঘাট এলাকায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম রঞ্জিত দাস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এলাকায় চেকিং অভিযান চালায়। সেই সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে রঞ্জিত দাসকে আটক করা হয়। তল্লাশিতে তাঁর কাছ থেকে একটি দেশীয় তৈরি ৭ এমএম পিস্তল এবং চার রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার হয়। এরপর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অস্ত্রের উৎস ও এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কেরালার নার্কটিক্স মামলায় গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ কেরালার চার কোটি টাকার নার্কটিক্স মামলায় বড় সাফল্য পেল পুলিশ। এই মামলায় শিলিগুড়ি থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম হিরণ কে.কে ও আরোমাল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'জনেই কেরালার বাসিন্দা। গত মাসে কেরালায় একটি বড় মাদক পাচার চক্রের হদিশ মেলে। তদন্তে এই দুই অভিযুক্তের নাম উঠে আসতেই তারা পলাতক হয়ে যায়। তাদের ধরতে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে কেরালা পুলিশ ।

প্রথমে গুজরাটে খোঁজ মিললেও পরে জানা যায়, তারা শিলিগুড়িতে আত্মগোপন করেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ির সেবক রোড এলাকায় ভক্তিনগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় যৌথ অভিযান চালিয়ে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে

পেশ করা হলে ট্রানজিট রিমান্ডে কেরালায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে অভিযোগ খতিয়ে দেখলেন জেলাশাসক

নয়া জামানা, কোচবিহারঃ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের সুপারের বিরুদ্ধে ওঠা থ্রেট কালচার, পক্ষপাতমূলক আচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে বুধবার হাসপাতালে পরিদর্শনে যান কোচবিহারের জেলাশাসক জীতিন যাদব।

তিনি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। অভিযোগ উঠেছে, সুপারের বিরুদ্ধে কথা বললেই বদলির হুমকি দেওয়া হতো এবং ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত। পাশাপাশি এক চুক্তিভিত্তিক সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে রোস্টার নিয়ন্ত্রণ ও ছুটির বিনিময়ে টাকা দাবি করার অভিযোগ সামনে আসে। নার্সিং স্টাফদের দাবি, হোস্টেলের নিরাপত্তা নিয়ে অভিযোগ জানালে উল্টে হোস্টেল ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়। হাসপাতালের বৈঠকে কর্মীদের অপমানের অভিযোগও উঠে এসেছে। এদিন রোগী ও তাঁদের পরিজনেরাও হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে জেলাশাসকের কাছে ক্ষোভ জানান। জেলাশাসক আশ্বাস দেন, সমস্ত অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে ধাপে ধাপে হাসপাতালের পরিষেবা ও পরিকাঠামোর মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিলিগুড়িতে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ইন্দিরা গান্ধী ময়দানের সামনে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক যুবক। মৃতের নাম দীপক সিং।

তিনি বিহারের বাসিন্দা হলেও দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়িতে কাজ করতেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বন্ধুর সঙ্গে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পিছন দিক থেকে দ্রুতগতির আরেকটি বাইক ধাক্কা মারলে গুরুতর আহত হন তিনি। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল ও পরে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দুটি বাইক উদ্ধার করেছে। অভিযুক্ত চালকের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর পুলিশ । মৃতের পরিবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

দেশি-বিদেশি ফলের বৈচিত্র্যে নতুন দিশা, অরবিন্দ সরকারের বাগানে মুগ্ধতা

সাজাহান আলি, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ একই বাগানে চোখ ধাঁধানো ফলন তিনটি মূল্যবান ফলের। এই তিনটি ফলই বিদেশী জাতের এবং অতি উন্নত। বিদেশি কাঁঠাল , বিদেশি আম ও বিদেশী পেয়ারা সমন্বিত এই ফলের বাগান রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম ছাড়াও সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। বাগানে ছোট ছোট গাছে যেভাবে অজস্র কাঁঠাল ধরেছে তা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আম ও পেয়ারার গাছের সংখ্যা কিছুটা কম হলেও সেগুলিও যথেষ্ট পরিমাণে বাগানের সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি প্রকাশ করছে। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষজন এসে এই বিদেশি ফলের বাগান দেখে চমৎকৃত হচ্ছেন। চোখ ধাঁধানো অতি উন্নত জাতের বিদেশি ফলের বাগানটি গড়ে উঠেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম বাজারের পার্শ্ববর্তী লক্ষীপুর গ্রামে , ৫১২ নম্বর গাজল - হিলি ভায়া বালুরঘাট জাতীয় সড়কের মাত্র ১০০ মিটার ভেতরে।

ভীষণ অর্থকরী এই বিদেশী ফলের বাগান গড়ে তুলেছেন এই জেলা তথা উত্তরবঙ্গের প্রগতিশীল চাষী অরবিন্দ সরকার (৫৯)। লক্ষ্মীপুর গ্রামের বিদেশি ফলের এই বাগানে গিয়ে দেখা গেল , চল্লিশটি বিদেশি কাঠাল গাছ কাঁঠালের ভারে নুয়ে পড়ার মত অবস্থা। অরবিন্দ সরকার জানালেন , থাইল্যান্ড জাত উচ্চ ফলনশীল এই কাঁঠালের নাম হলো সুপার আর্লি বা পিংক জাতের কাঁঠাল। ২০২৪ সালে লাগানো এই কাঁঠাল গাছগুলিতে মাত্র ১৪ মাস পর কাঁঠাল ধরতে শুরু করেছে। একেবারে মাটি থেকে শুরু করে গাছের উচ্চতা (চার থেকে ছয় ফুট) পর্যন্ত সর্বত্র কাঠাল ধরেছে। প্রতিটি গাছে কমপক্ষে ৫০ টি করে কাঁঠাল রয়েছে , যার প্রতিটির ওজন দেড় কেজি থেকে শুরু করে তিন কেজির মতো। শুরুতে এই কাঁঠালের দাম ছিল কেজি প্রতি ১০০ টাকা , বর্তমানে দাম কিছুটা কমেছে। এখন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে বছর ভর ফলন দেওয়া এই কাঁঠালের নাম ও স্বাদের কথা। অন্যদিকে বছরে তিনবার ফলন দেয় থাইল্যান্ডের কাটিমন জাতের আম গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে সবুজ ও ইসৎ গোলাপি রঙের আম।পাতলা খোসা ও ছোট আঁটি যুক্ত এই আম ভীষণ মিষ্টি। অফ সিজিনেও এই আম পাইকারি হিসেবে ২০০ টাকা কেজি বিক্রি হয়। এই আম দোকানে খুচরো বিক্রি হয় ৪৫০ টাকা কেজি। এছাড়া অরবিন্দ বাবুর বাগানের শোভা পাচ্ছে ' গোল্ডেন এইট ' বিদেশি জাতের সুস্বাদু পেয়ারা। একবার খে লে এই পেয়ারার কথাও সহজে ভোলা যায় না । বিদেশি ফলের চাষ করার পাশাপাশি এইসব জাতের চারা গাছও সরবরাহ করছেন লক্ষীপুর গ্রামের স্বনামধন্য এই চাষী। তার বাগান লাগোয়া বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে বিদেশি জাতের কাঁঠাল , আম , পেয়ারা , কুল এবং স্বদেশী জাতের সুপারি সহ আরো বেশ কয়েকটি গাছের চারা।কিভাবে এমন চোখ ধাঁধানো বিদেশি ফলের বাগান গড়ে তুললেন জিজ্ঞাসা করা হলে কুল চাষের খ্যাতনামা চাষী অরবিন্দ সরকার জানালেন , গাছকে ভালোবেসে আমি বহু বছর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি এবং বিখ্যাত চাষীদের কাছ থেকে অনেক কিছু হাতে কলমে শিখেছি ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। পরে লক্ষীপুর গ্রামে ফিরে প্রথমে কুল চাষ ও পরে বিদেশি জাতের ফলের বাগান গড়ে তুলি। এই কাজে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে গ্রামের শুভঙ্কর মন্ডল। এছাড়া স্ত্রী পপি সরকার , মেয়ে অভিস্মিতা সরকার ও অঙ্কিতা সরকার সকলেই এই বাগান গড়ে তোলা , পরিচর্যা করা ও আজকের জায়গায় পৌঁছাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে চলেছে। এরপরে আপনার লক্ষ্য কি জিজ্ঞাসা করা হলে প্রগতিশীল চাষী অরবিন্দ সরকার বলেন , ভীষণ অর্থকরী এইসব ফল চাষ করলে দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তরবঙ্গের কৃষকরা গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন। তাই এইসব ফলের চারাগাছ আমি বাড়িতে এনে রেখেছি ।ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তের চাষীরা এই চারা গাছ নিয়ে গিয়ে তাদের জমিতে লাগিয়েছেন।আশা করি , মাত্র দুই বছরের মধ্যে তারাও এর সুফল পেতে শুরু করবেন।

দশ দিনেও মেলেনি উত্তর! কিশোরদের রহস্যমৃত্যু ঘিরে এলাকায় বাড়ছে ক্ষোভ

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে দুই কিশোরের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় কেটে গিয়েছে দশ দিন। তবুও এখনও স্পষ্ট নয় মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। তেলিভিটা এলাকার একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হওয়া দুই স্কুল ছাত্র;রাজেশ চৌহান ও শুভঙ্কর দাসের মৃত্যু ঘিরে এখন উত্তাল গোটা এলাকা। পরিবার ও স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এটি কোনও সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত খুন।মৃত দুই কিশোরই ইসলামপুর হাইস্কুলের ছাত্র। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে একাধিক প্রশ্ন। এরই মধ্যে সামনে আসে একটি ভাইরাল ভিডিও, যা ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

পরিবারের অভিযোগ, ওই ভিডিওতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুই কিশোরকে জোর করে জলে ফেলে দেওয়ার ঘটনা।শুভঙ্কর দাসের পরিবারের দাবি, মোবাইল ঠিক করার কথা বলে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় সে। পরে পুকুর থেকে উদ্ধার হয় তার দেহ। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর থেকেই পুলিশ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। এমনকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও দাবি পরিবারের সদস্যদের।মৃত শুভঙ্করের আত্মীয়া পূজা দাস জানান, ঘটনাস্থলে থাকা অন্যান্য ছেলেদের কাছ থেকে তারা জানতে পেরেছেন, স্নান শেষে বাড়ি ফিরতে চাইলে শুভঙ্করকে আবারও জোর করে জলে ঠেলে ফেলা হয়। এরপরই ঘটে বিপত্তি।ঘটনায় মুখ খুলেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর অর্পিতা দত্তও। তিনি বলেন, ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর সাধারণ মানুষের মধ্যেও সন্দেহ ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। যদিও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, তবুও এখনও পর্যন্ত কোনও বড় অগ্রগতি সামনে না আসায় প্রশ্ন উঠছে তদন্তের গতি নিয়েও।এদিকে, দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে পরিবার ও এলাকাবাসী। পরিবারের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন।এখন ইসলামপুর জুড়ে একটাই প্রশ্ন;দুই কিশোরের মৃত্যু কি শুধুই দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে ঠান্ডা মাথার কোনও ষড়যন্ত্র ?উত্তরের অপেক্ষায় পরিবার, এলাকাবাসী এবং গোটা ইসলামপুর।

৯৫.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে সিবিএসসি দ্বাদশে উজ্জ্বল সারদার তৃষা এবং নারায়নার দেবজিৎ

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর বুধবার প্রকাশিত হলো সিবিএসই বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল। ফলাফল প্রকাশ হতেই দেখা যায় প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও তাদের সাফল্যের ধারা বজায় রাখল রায়গঞ্জের বিভিন্ন সিবিএসসি বিদ্যালয়। রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দির ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৯৯ জন। যাদের মধ্যে ৭৩ জন বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এবং ২৬ জন কলা বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সকলেই কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয় সিবিএসই দ্বাদশের পরীক্ষায়।বিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করে তৃষা বসাক। তৃষার প্রাপ্ত নম্বর ৯৫.৪ শতাংশ। অন্যদিকে ৯৩.৮ু নম্বর পেয়ে স্নেহাংশু দাস দ্বিতীয় এবং ৯৩.২ু নম্বর পেয়ে সৌমিক বিশ্বাস তৃতীয় স্থান অধিকার করে।পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৮ জন ৯০ -১০০ু, ২৫ জন ৮০- ৮৯ু, ২৭ জন পরীক্ষার্থী ৭০- ৮৯ু নম্বর পেয়েছে বলে জানা যায় বিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে। বুধবার বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য রাজবলি পাল জানান, প্রতিবছরই ধারাবাহিকভাবে সারদা বিদ্যামন্দির সি বি এস ই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে আসছে। এই সাফল্য শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের একারই নয় বরং অভিভাবক-অভিভাবিকা , শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ-সমগ্র সারদা বিদ্যামন্দির পরিবারের। বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি খেলাধুলা তো এই বিদ্যালয় জেলা তথ্য রাজ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আসছে। বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক প্রদীপ দত্ত জানান, শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়ন ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য। আগামী দিনে সফল ছাত্র-ছাত্রীরা যেন সাফল্যের সাথে ভবিষ্যৎ জীবনে এগিয়ে যায় সেজন্য তিনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।অন্যদিকে, দূর্গাপুর পাবলিক স্কুলের পক্ষ থেকে স্নেহা ব্রহ্ম জানান, এবছর স্কুলের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক। স্কুলের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সৌরভ ঘোষ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৫ শতাংশ। এছাড়াও অরজিৎ চক্রবর্তী পেয়েছে ৯২.২ শতাংশ, অরাজ মেহেদি ৯১.৪ শতাংশ, অদ্বিতীয়া দে ৯১.২ শতাংশ এবং শ্রেয়সী দত্ত পেয়েছে ৯১ শতাংশ নম্বর। নারায়না স্কুলের তরফে জানানো হয়েছে, হিউম্যানিটিজ বিভাগে দেবজিৎ কুন্ডু পেয়েছে ৯৫.৪ শতাংশ, হরিপদ মাহাতো পেয়েছে ৯৩.৪ শতাংশ, নাজমিম হোসেন ৯৩ শতাংশ, পৌলমী সরকার ৯৪ শতাংশ, অঙ্কিতা ত্রিখাত্রি ৯১.৬ শতাংশ, ভাস্কর সাহা ৯০.৮ শতাংশ এবং শীর্ষদীপ দাস পেয়েছে ৯০.৪ শতাংশ নম্বর। বাণিজ্য বিভাগে সাগ্নিক ঘোষ পেয়েছে ৯৩.৮ শতাংশ, সৌম্যদীপ সরকার ৯৩.২ শতাংশ, নিতেশ ভোটিকা ৯২ শতাংশ, প্রত্যুষ দাস ৯১.২ শতাংশ এবং শিনি সৌর্যা পেয়েছে ৯০.০২ শতাংশ নম্বর।

গঙ্গা ভাঙন রুখতে মাঠে বিজেপি, মানিকচকে তৎপর নেতৃত্ব

নয়া জামানা, মালদহ ঃ রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর এবার মালদহের মানিকচকের গঙ্গা ভাঙন সমস্যাকে সামনে রেখে সক্রিয় হল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।মঙ্গলবার বিকেলে মানিকচকের একাধিক ভাঙনপ্রবণ এলাকা ঘুরে দেখেন বিজেপি নেতা সুভাষ যাদব, রতন মণ্ডল সহ দলের অন্যান্য প্রতিনিধিরা।

মানিকচক, গোপালপুর ও ধরমপুর অঞ্চলে গিয়ে তাঁরা সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন এবং ভাঙনের আতঙ্কে থাকা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।দীর্ঘদিন ধরে গঙ্গার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এই এলাকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কথা শোনেন বিজেপি নেতারা। কোথায় পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ এবং কোন কোন এলাকায় দ্রুত প্রতিরোধমূলক কাজ প্রয়োজন তা খতিয়ে দেখা হয়।বিশেষ করে আসন্ন বর্ষার আগে যাতে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা কাজ শুরু করা যায় সেই দিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।পরিদর্শনের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতা সুভাষ যাদব জানান, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডলের নির্দেশেই এই পরিদর্শন করা হচ্ছে। তিনি বলেন,আজকের পরিদর্শনের ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে বিধায়কের কাছে জমা দেওয়া হবে।এরপর মন্ত্রীসভার বৈঠকে মানিকচকের গঙ্গা ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। তিনি আরও জানান,

শুষ্ক মরশুমেই কোথায় কোথায় জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামত ও ভাঙনরোধী কাজ প্রয়োজন সেই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে রাজ্য সরকার।ফলে দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আশায় বুক বাঁধছেন মানিকচকের ভাঙন কবলিত মানুষজন।

১৫ বছরেও মেলেনি সুরাহা ! বিদ্যুতের খুটিই এখন ভরসা, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ রাস্তা বলতে কাদা, জল আর বিপজ্জনক পারাপারের ব্যবস্থা। কখনো বাঁশের সাঁকো, কখনো আবার বিদ্যুতের পিলারের উপর দিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামবাসীরা। এমনই দুর্দশার চিত্র সামনে এসেছে রামগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বগুলাডাঙি বুথের কদমগাছি পশ্চিমপাড়ায়। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থায় চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় দেড় দশক ধরে ওই রাস্তার কোনও স্থায়ী উন্নয়ন হয়নি। বহুবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও স্থানীয় সদস্যদের বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে বলে দাবি তাঁদের। কখনও বাঁশের সাঁকো, আবার কখনও বিদ্যুতের পিলারের উপর নির্ভর করেই ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় সাধারণ মানুষকে।গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, একাধিকবার সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হলেও প্রশাসনের তরফে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ দেখা যায়নি। স্থানীয়দের বক্তব্য, তৃণমূলের আমলে রাস্তার এই দুর্দশা হয়েছে। এখন বিজেপি সরকার এসেছে, তাই আশা করছি খুব শীঘ্রই এই রাস্তার উপর একটি স্থায়ী কালভার্ট নির্মাণ করা হবে।স্থানীয় যুবক মোস্তাক আলী ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ভোট এলে নেতারা ভোট চাইতে আসেন। তখন বলা হয় রাস্তা পাশ হয়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি কাজ হবে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও বাস্তবে কিছুই হয়নি। সামনে বর্ষা আসছে, তার আগেই কালভার্টের ব্যবস্থা না হলে দুর্ভোগ আরও বাড়বে।এদিন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত নেতৃত্বদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন বহু বাসিন্দা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে রাস্তার সংস্কার ও স্থায়ী কালভার্ট নির্মাণ করে নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হোক।অন্যদিকে, এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের প্রতিনিধি আনসার আলমের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।তবে রামগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা রায়ের স্বামী রঞ্জিত রায় জানান, ওই রাস্তার সমস্যা দীর্ঘদিনের। এর আগে কাজ ধরা হয়েছিল, কিন্তু কাজের পরিধি ছোট হওয়ায় তা করা সম্ভব হয়নি। এই কাজ পঞ্চায়েত থেকে করা সম্ভব নয়, পঞ্চায়েত সমিতি থেকেই করতে হবে। এখন দেখা যাক পঞ্চায়েত সমিতি কী পদক্ষেপ নেয়।

‘মাছে ভাতে’ সোনাপুরে সম্পন্ন হলো বিজেপির বিজয় মিছিল

সুবল গোপ, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়া ব্লকের সোনাপুর অঞ্চলে বুধবার বিজেপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক বিশাল বিজয় মিছিল। মিছিলে বুলডোজারকে সামনে রেখে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতিতে গোটা এলাকা জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়।মিছিলটি সোনাপুর স্কুল মাঠ থেকে শুরু হয়ে সোনাপুর বাজার, মিশন রোড, সোনাপুর পঞ্চায়েত, জাতীয় সড়ক ও বাসস্ট্যান্ড ঘুরে পুনরায় স্কুল মাঠে এসে শেষ হয়। মিছিল জুড়ে গেরুয়া পতাকা, স্লোগান এবং সমর্থকদের উচ্ছ্বাস নজর কাড়ে।

মিছিল শেষে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী বলেন, শংকর অধিকারীর শরীরে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে মানুষের কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। বাংলায় সুশাসনের সূচনা হয়েছে এবং মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বিজেপির চোপড়া এক নম্বর মণ্ডল সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদ, দুই নম্বর মণ্ডল সভাপতি নিত্য পাল, বিধানসভার নির্বাচনি কনভেনার মিহির দাস, বিহারের ঠাকুরগঞ্জের বিজেপি নেতা নিরঞ্জন রায়, স্থানীয় দলীয় কর্মী রাধাকান্ত রায়, কিষাণ মিত্তল সহ বহু কর্মী-সমর্থক।মিছিল শেষে সকলের জন্য মাছ-ভাতের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত বহু সমর্থকের দাবি, এবারের নির্বাচনে সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়েছেন এবং এলাকায় সুশাসনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিজয় মিছিলে ব্যাপক জনসমাগমে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত বিজেপি নেতৃত্ব।

ক্যাম্পাসে কড়াকড়ি , আইডি কার্ড বাধ্যতামূলক করল চাঁচল কলেজ

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল চাঁচল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ চত্বরে বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত রুখতে মূল গেটের সামনে ঝোলানো হয়েছে একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা।স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে,কলেজে বহিরাগত প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।শুধু নিষেধাজ্ঞাই নয়, কলেজে প্রবেশের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে পরিচয়পত্র প্রদর্শন।আইডি কার্ড ছাড়া কাউকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে।পাশাপাশি কলেজ চত্বরে ধূমপান ও সমস্ত ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে কড়া শাস্তির হুঁশিয়ারিও দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।এদিকে শুধুমাত্র পড়ুয়াদের জন্যই নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রেও জারি হয়েছে কড়া নির্দেশ। সরকারি নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে উপস্থিত থাকা এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ক্লাস নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।কলেজ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পড়ুয়ারা। তাদের দাবি, বহিরাগতদের আনাগোনা কমতেই কলেজের পরিবেশ আগের তুলনায় অনেক শান্ত ও নিরাপদ হয়েছে।ফলে নতুন এই নিয়মে খুশি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী।

> **কলেজ চত্বরে বহিরাগতদের অবাধ যাতায়াত রুখতে মূল গেটের সামনে ঝোলানো হয়েছে একগুচ্ছ নতুন নির্দেশিকা।**

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

রাজভবনে রাজবংশী ভাষায় শপথ নিলেন কুশমন্ডির বিধায়ক

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার ৩৭ নং কুশমন্ডি বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় বুধবার রাজভবনে রাজবংশী ভাষায় শপথ গ্রহণ করলেন। নিজের মাতৃভাষায় শপথ নেওয়ার এই বিশেষ মুহূর্তকে ঘিরে কুশমন্ডি সহ গোটা এলাকায় আনন্দ ও গর্বের পরিবেশ তৈরি হয়। শপথ গ্রহণের পর বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় জানান, কুশমন্ডি বিধানসভার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েই তিনি আগামী দিনে নিষ্ঠা, সততা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করবেন। এলাকার উন্নয়ন, গ্রামীণ পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষায় সর্বদা পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি।রাজবংশী ভাষায় শপথ গ্রহণের ঘটনাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন এলাকার বহু মানুষ।

রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

শপথ গ্রহণের খবর প্রকাশ্যে আসতেই কুশমন্ডি এলাকায় বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়।উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে ৩৭ নং কুশমন্ডি আসনে জয়ী হয়ে প্রথমবারের মতো বিজেপির বিধায়ক নির্বাচিত হন তাপস চন্দ্র রায়। রাজভবনে এদিনের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নতুন রাজনৈতিক দায়িত্বের সূচনা হল।

> **জেলার ৩৭ নং কুশমন্ডি বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় বুধবার রাজভবনে রাজবংশী ভাষায় শপথ গ্রহণ করলেন। নিজের মাতৃভাষায় শপথ নেওয়ার এই বিশেষ মুহূর্তকে ঘিরে কুশমন্ডি সহ গোটা এলাকায় আনন্দ ও গর্বের পরিবেশ তৈরি হয়। শপথ গ্রহণের পর বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় জানান, কুশমন্ডি বিধানসভার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েই তিনি আগামী দিনে নিষ্ঠা, সততা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করবেন।**

গরম জলে দগ্ধ শিশু - হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ ভগবানগোলা থানার হনুমন্তনগর এলাকায় গরম জলে দগ্ধ হল এক শিশু। এদিন সকালে ঘটনাটি ঘটে। পরিবারের সদস্যরা গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে প্রথমে কানাপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির এক মহিলা গৃহস্থালির কাজের জন্য একটি পাত্রে জল গরম করেছিলেন। কাজ শেষে সেই গরম জল বাইরে ফেলতে যাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত জল ছিটকে বাড়ির মধ্যে খেলতে থাকা শিশুটির শরীরে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে ওঠে শিশুটি। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করেন।

পরিবারের দাবি, শিশুটির শরীরের একাধিক অংশ দগ্ধ হয়েছে। কানাপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিকিৎসকেরা তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন।চিকিৎসক সূত্রে খবর, শিশুটির শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ঘটনার পর পরিবারে উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

জঙ্গিপুরে ‘বুলডোজার’ হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়কের

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুরে এবার বুলডোজার রাজনীতির প্রবেশ? প্রাক্তন বিধায়ক ও তাঁর অনুগামীদের কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন জঙ্গিপুরের বিজেপি বিধায়ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় তিনি সাফ জানিয়েছেন, সরকারি জমি বা সাধারণ মানুষের সম্পত্তি জবরদখল করে রাখা চলবে না। আগামী সপ্তাহ থেকেই তিনি নিজে ময়দানে নামছেন। কী রয়েছে সেই বার্তায়?জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক পারদ এক ধাক্কায় অনেকটা চড়ে গেল। বর্তমান বিজেপি বিধায়ক সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি কড়া বার্তা দিয়েছেন, যার লক্ষ্য মূলত ওই এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক ও তাঁর রাজনৈতিক সঙ্গীরা। বিধায়কের দাবি, এলাকায় পৌরসভা, পঞ্চায়েত তথা সরকারি সম্পত্তি এবং সাধারণ মানুষের বহু জমি জোরপূর্বক দখল করে রাখা হয়েছে।বিধায়ক জানিয়েছেন, যারা সরকারি জমি দখল করে রেখেছেন, তারা যেন নিজে থেকেই তা ছেড়ে দেন।

অন্যথায় প্রশাসনকে দিয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।উত্তরপ্রদেশের আদলে এবার জঙ্গিপুরেও ‘বুলডোজার’ চালানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি তাঁর বার্তায় ফুটে উঠেছে।বিধায়কের হুঁশিয়ারি; শুধু জমি ফেরত দিলেই হবে না। যতদিন ধরে ওই জমি দখল করে রাখা হয়েছে, তার জন্য ‘চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ’ সহ জরিমানা আদায় করে প্রকৃত মালিককে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।আগামী সপ্তাহ থেকেই সরাসরি অ্যাকশনে নামছেন বিধায়ক। তিনি জানিয়েছেন, আগামী সপ্তাহে তিনি নিজে এলাকার প্রতিটি সরকারি দফতরে যাবেন এবং আধিকারিকদের সাথে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেবেন।তিনি আরও লিখেন তিনি যত বড় নেতাই হোন বা নিজেকে ‘হনু’ মনে করুন না কেন, মস্তানি আর চলবে না। সাধারণ মানুষের চোখের জল আর সরকারি সম্পত্তি লুঠ;দুটোই বন্ধ করতে আমি বদ্ধপরিকর। আধিকারিকরা প্রস্তুত থাকুন, আমি আসছি।বিধায়কের এই হুঁশিয়ারির পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সাধারণ মানুষ বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখলেও, বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে এখনও এই বিষয়ে পালটা কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এখন দেখার, আগামী সপ্তাহে বিধায়কের এই সরকারি অফিস অভিযান জবরদখলমুক্ত জঙ্গিপুর গড়ার পথে কতটা কার্যকরী হয়।

বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ কান্দি থানা এলাকায় এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, জেমো এলাকার বাসিন্দা ৭৬ বছর বয়সী প্রভাত রাজবংশী দাস দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকালে বাড়ি থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘ অসুস্থতার যন্ত্রণায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ার কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার খবর পেয়ে কান্দি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পরবর্তীতে ময়নাতদন্ত শেষে দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই যুবকের

নয়া জামানা,হরিহরপাড়া ঃ মঙ্গলবার রাতে হরিহরপাড়া থানার বারুইপাড়া মাঠপাড়া সংলগ্ন রাজ্য সড়কে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের নাম আহমদ মিয়া ও আফজাল শেখ। দু'জনেই স্থানীয় ডুবোপাড়া এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে একটি অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে দ্রুতগতিতে আসা দুটি বাইকের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাইক আরোহীরা ছিটকে দূরে পড়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুর্ঘটনার সময় আরোহীদের মাথায় হেলমেট ছিল না। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে বহড়ান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা দু'জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত গতি ও অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার পর মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। একই এলাকার দুই যুবকের অকাল মৃত্যুতে ডুবোপাড়া এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সামসেরগঞ্জ হিংসা মামলায় ১২ জনকে ১০ বছরের সাজা আদালতের

রাজু শেখ, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সামসেরগঞ্জে ২০২৫ সালে এপ্রিল মাসে ধুলিয়ানে হিংসা কাণ্ডে বলরাম পাল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হামলা ও খুনের চেষ্টার ঘটনায় ১২ জনের বিরুদ্ধে ১০ বছরের সাজা ঘোষণা করল জঙ্গিপুর আদালত। আগেই তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

বুধবার প্রত্যেককে ১০ বছরের সাজা ঘোষণা করা হয়। শুধু সাজা ঘোষণায় নয়, প্রত্যেককে ৬০ হাজার টাকা করে দিতে হবে বলরাম ঘোষের পরিবারকে। পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সূত্রের খবর, এপ্রিল ২০২৫ তারিখে হিংসার সময় ১২ জন অভিযুক্ত সকলেই সামসেরগঞ্জের রানিপুর গ্রামের বলরাম ঘোষ নামে ওই বাড়িতে চড়াও হয়। প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার পাশাপাশি বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই সময় ছেলের সঙ্গেই বাড়িতে ছিলেন বলরাম ঘোষ।ওই ঘটনায় বুধবার রায়দান করে জঙ্গিপুর আদালত। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে।

মুর্শিদাবাদের উন্নয়নে একাধিক দাবিতে প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি অধীরের

জাব্বার শেখ,নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের দাবিতে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। জেলার শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান ও ভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরেছেন তিনি। চিঠিতে অধীর রঞ্জন চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, ঐতিহ্য ও ইতিহাসে সমৃদ্ধ মুর্শিদাবাদ দীর্ঘদিন ধরেই উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে। জেলার বিপুল সংখ্যক যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের অভাবে বাইরে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পরিস্থিতি বদলাতে অবিলম্বে বিশেষ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণের দাবি জানান তিনি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দাবি হিসেবে মুর্শিদাবাদে একটি বিমানবন্দর স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছেন অধীর। তাঁর মতে, বিমানবন্দর গড়ে উঠলে জেলার সঙ্গে রাজ্য ও দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। পাশাপাশি পর্যটন শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলবে। এছাড়াও বহরমপুরে একটি রেল কোচ কারখানা তৈরির দাবি তুলেছেন তিনি। অধীরের বক্তব্য, রেল কারখানা স্থাপন হলে জেলার বহু বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এবং শিল্পোন্নয়নের পথ আরও প্রশস্ত হবে। চিঠিতে গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ভাঙন সমস্যার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস নেতা। প্রতিবছর ভাঙনের ফলে বহু মানুষ ঘরবাড়ি ও জমিজমা হারাচ্ছেন বলে দাবি করে তিনি দ্রুত স্থায়ী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। পাশাপাশি জেলার ঐতিহ্যবাহী পাট শিল্পকে আধুনিকীকরণের দাবিও তুলেছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর মতে, আধুনিক প্রযুক্তি ও সরকারি সহায়তা পেলে পাট শিল্প আবারও জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ করে তুলতে মুর্শিদাবাদে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপনের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়লে যুব সমাজের কর্মসংস্থানের পথ আরও সহজ হবে। একই সঙ্গে হাজারদুয়ারি সহ জেলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনাকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের উপরও জোর দেন তিনি। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর দাবি, এই সমস্ত উন্নয়নমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে মুর্শিদাবাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বড় পরিবর্তন আসবে। জেলার শিল্প, যোগাযোগ, পর্যটন এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

ডোমকলে লাল ঝান্ডার প্রত্যাবর্তন ঃ আশায় বাম শিবির-ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা আনিসুর

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ গেরুয়া ঝড়ের মধ্যেও ডোমকলে লাল ঝান্ডার প্রত্যাবর্তনে নতুন করে আশার আলো দেখছে বাম শিবির। বহু বছর পর নিজেদের পুরোনো ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করায় শুধু স্থানীয় নয়, রাজ্য রাজনীতিতেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছেন বাম নেতৃত্ব। এই সাফল্যকে কেন্দ্র করে ফের চর্চায় উঠে এসেছেন ডোমকলের প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী আনিসুর রহমান। ডোমকল রবীন্দ্রমোড় থেকে উত্তরে কিছুটা এগোলেই একটি সাধারণ দোতলা বাড়ি। সেখানেই বর্তমানে শান্ত ও নিভৃত জীবন কাটাচ্ছেন আনিসুর রহমান। বয়সের কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে কিছুটা দূরে থাকলেও ভোটের সময় এখনও দলের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে দেখা যায় তাঁকে। স্থানীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর নাম আজও দলমত নির্বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে ডোমকলকে বাম ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হয়ে পরবর্তীতে তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হন টানা ছয়বার। বাম আমলে তিনি প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বও সামলেছেন। তাঁর উদ্যোগেই ডোমকলে প্রাণী হাসপাতাল, গার্লস কলেজসহ একাধিক পরিকাঠামো গড়ে ওঠে এবং ডোমকল মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অসুস্থতার কারণে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান। সেই সময় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন স্থানীয় বাম নেতা মোস্তাফিজুর রহমান। তবে ওই নির্বাচনে বামেদের পরাজয়ের ফলে ডোমকল আসন হাতছাড়া হয় এবং বিধানসভায় শূন্য হয়ে পড়ে বাম শিবির। এরপর দীর্ঘ প্রস্তুতি ও সংগঠন পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবারের নির্বাচনে ফের মোস্তাফিজুর রহমানের উপরই আস্থা রাখে বাম নেতৃত্ব। ফলাফল ঘোষণার পর দেখা যায়, বহু প্রতীক্ষিত ডোমকল আসন পুনরুদ্ধার করেছে বামেরা। দীর্ঘ সময় পর এই প্রত্যাবর্তনকে সংগঠনের জন্য বড় মনোবল বৃদ্ধির ঘটনা হিসেবে দেখছেন অনেকে। নিজের বাড়িতে বসে সংবাদপত্র হাতে নিয়ে আনিসুর রহমান বলেন, এবারে ডোমকলে বামেদের ঘুরে দাঁড়ানো তিনি আগেই প্রত্যাশা করেছিলেন। মানুষের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপনই এই সাফল্যের মূল কারণ বলে তাঁর মত। পাশাপাশি তিনি বিশ্বাস প্রকাশ করেন, রাজ্য রাজনীতিতেও বামপন্থীরা ধীরে ধীরে পুনরায় শক্ত অবস্থান তৈরি করবে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে বামপন্থার ভূমিকা এখনও গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক পরিসর রক্ষার লড়াইয়ে বামপন্থীদের উপস্থিতি অপরিহার্য বলেও তাঁর মত। অতীত স্মৃতিচারণায় তিনি জানান, একসময় কংগ্রেসের শক্তিশালী সময়েও বাম রাজনীতি করতে গিয়ে নানা চাপ ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁদের। ডোমকলের এই ফলাফলকে কেন্দ্র করে তাই শুধু স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণই নয়, রাজ্য রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

স্কুলের পাশে বোমা উদ্ধার- ফেরার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য

নয়া জামানা, আইয়ুব আলী ,সালার ঃ সালার থানার চুনশহর গ্রামে স্কুলের গা ঘেঁষেই ২১টি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, যার নেপথ্যে নাম জড়িয়েছে শাসকদলের এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সালার এসডিপিও বরুণ বৈদ্য, সালার থানার ওসি বিশ্বজিৎ ঘোষাল অভিযানে একটি চোর কুঠুরির ভেতর থেকে লাইলনের ব্যাগে লুকানো এই বিস্ফোরকগুলি উদ্ধার হয়, যা জনবহুল এলাকায় স্কুলপড়ুয়া ও স্থানীয়দের নিরাপত্তাকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত মালিহাটি কান্দরা পঞ্চায়েতের ওই প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য বর্তমানে পলাতক থাকলেও, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কোনো বড়সড় ষড়যন্ত্রের উদ্দেশে এই বোমা মজুত করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে জোরদার তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি বোম স্কোয়াডের মাধ্যমে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকগুলি নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সালার থানার পুলিশ।

লরি চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপত্তি-রক্ষা পেলও চালক ও খালাসি

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ নবগ্রাম থানার অন্তর্গত আইরা মোড় এলাকায় বুধবার সকালে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। তবে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান একটি পণ্যবাহী লরির চালক ও খালাসি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ বহরমপুরের দিক থেকে একটি পণ্যবাহী লরি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নবগ্রামের দিকে যাচ্ছিল। আইরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই হঠাৎ গাড়িটির একটি চাকা ফেটে যায়। এর ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি রাস্তার পাশে সজোরে ধাক্কা মারে এবং পরে রাস্তার উপরই দাঁড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দে আশপাশের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

পরে গাড়ির কেবিন থেকে চালক ও খালাসিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সকালের ব্যস্ত সময়ে ওই রাস্তায় প্রচুর মানুষের যাতায়াত থাকে। লরিটি উল্টে গেলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবগ্রাম থানার পুলিশ। এরপর ক্রেনের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটি রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

লালবাগ আদালতে শর্ট সার্কিটে অগ্নিকাণ্ড-কাজকর্ম সাময়িকভাবে ব্যাহত

নয়া জামানা ,লালবাগ ঃ বুধবার লালবাগ মহকুমা ফৌজদারি আদালতে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। আগুনের কারণে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা আদালত চত্বর, ফলে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে বিচারিক কাজকর্ম। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কাজ চলাকালীন হঠাৎ শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের ফুলকি দেখা যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরে যায় আদালত কক্ষ। আতঙ্কে আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। এই ঘটনায় আইনজীবী মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আইনজীবীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ ও পরিকাঠামোগত সমস্যার বিষয়ে একাধিকবার জানানো হলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি আদালতের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার ঘাটতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে থাকা আইনজীবীরা জানান, আদালত ভবনে বিপুল সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষিত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকেই যায়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে আদালতের কাজ কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত হলেও কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে পুরো ঘটনার কারণ ও পরিকাঠামোগত ঘাটতি খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

দৈনিক নয়া জামানা
পত্রিকা নিয়মিত
পড়ুন ও পড়ান

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

শান্তিনিকেতনের ফুসফুস বিপন্ন, অখুশি পরিবেশপ্রেমীরা

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ শান্তিনিকেতনে ফের পরিবেশ ধ্বংসের আশঙ্কা ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। সোনাঝুরি জঙ্গলে একের পর এক গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে। খোয়াই এলাকার পরিবেশ নষ্ট হওয়া নিয়েও সরব পরিবেশপ্রেমীরা। পাশাপাশি কোপাই নদীর তীরে বেআইনি নির্মাণ ঘিরেও বাড়ছে ক্ষোভ। মঙ্গলবার সকালে পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত সোনাঝুরি জঙ্গল, খোয়াই হাট ও কোপাই নদীর তীর পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনাঝুরি জঙ্গলে সম্প্রতি প্রায় ২০-২৫টি সোনাঝুরি গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ যোগ্যভাবে, সোনাঝুরি হাটকে ঘিরে পরিবেশ দূষণ, জঙ্গলে অবৈধ নির্মাণ, আবর্জনা ফেলা এবং বেআইনি রিসোর্ট তৈরির অভিযোগে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেই মামলার প্রেক্ষিতে বনদফতর ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে একাধিকবার রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। যদিও মামলার চূড়ান্ত শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় পরিবেশপ্রেমীদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে মামলা চললেও বাস্তবে জঙ্গল ধ্বংস থামছে না। তার মধ্যেই এমন ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জঙ্গলের মধ্যে এভাবে গাছ কাটা দেখে আমি ব্যথিত হলাম। একদিকে বনাঞ্চল কমছে, অন্যদিকে বনের জায়গা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পরিবেশ আদালতে একটি মামলা হয়েছে।

কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আদালতে শুনানি আটকে রয়েছে। পুনরায় গাছ কাটার এই সমস্ত ছবিও আমি আদালতে জমা দেব। একইসঙ্গে বনদফতরের ভূমিকা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বনদফতর এখন বন উঠিয়ে দেওয়া দপ্তরে পরিণত হয়েছে। এখানে যে হাট বসে সেটাও পুরোপুরি বেআইনি। আদালত কখনও এভাবে অনুমতি দেবে না। জেলার বনদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, আমরা সরকারের সমস্ত নির্দেশিকা মেনেই পরিবেশ রক্ষায় কাজ করে চলেছি। বিভিন্ন সময়ভাগে আমাদের কর্মীরা কাজ করেন। আগামী দিনেও যেরকম নির্দেশিকা দেওয়া হবে সেই মতো কাজ করা হবে। অন্যদিকে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে কোপাই নদী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় যে প্রতিবেশিনী কোপাই-এর উল্লেখ বারবার উঠে এসেছে, সেই নদী আজ ক্রমশ দখল ও নির্মাণের চাপে অস্তিত্ব হারানোর মুখে বলে অভিযোগ। কোথাও নদীর পাড় দখল করে ইটভাটা, কোথাও আবার বেআইনি রিসোর্ট ও বিনোদন কেন্দ্র গড়ে ওঠার অভিযোগ উঠছে। ইতিপূর্বে কোপাই নদীর পাড়ে নির্মাণ কাজ আটকাতে অবস্থান বিক্ষোভ করেছিলেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক, পড়ুয়ারা। এদিন কোপাই নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন সুভাষ দত্ত। জানা গিয়েছে, অতীতে জেলা প্রশাসনের তরফে কিছু নির্মাণকাজ বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু নদীর পাড়ের বিস্তীর্ণ অংশ ক্রমশ দখল ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সুভাষ দত্ত বলেন, কোপাই নদীর আর কোনও পাড় থাকবে না, যেভাবে রিসোর্ট ও বিনোদন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। হয়তো একদিন কোপাই নদীটাই আর থাকবে না। প্রকৃতি রুষ্ট হলে কাউকে ছাড়ে না। নদীর তীরে এভাবে নির্মাণ সম্পূর্ণ পরিবেশ আইনের পরিপন্থী। তাই কোপাই নদীকে বাঁচাতে আমরা আবার পরিবেশ আদালতের দ্বারস্থ হব।

তেহট্টে বিজেপির বিজয় মিছিলে ঝালমুড়ি বিতরণ

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নির্বাচনী প্রচারের সময় ঝাড়গ্রামে আচমকাই কনভয় থামিয়ে স্থানীয় দোকান থেকে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেটা মাথায় রেখে এদিন তেহট্ট রঘুনাথপুর পঞ্চায়েতের তারানগর, নিশ্চিন্তপুরে বিজেপির বিজয় মিছিলে আসা প্রত্যেকের হাতে ঝালমুড়ি তুলে দেওয়া হয়।রাজ্যের পাশাপাশি নদীয়া জেলার তেহট্ট বিধানসভাতেও বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত কবিরাজ।

তৃণমূলের পতন ও বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণার পর থেকে দিকে দিকে চলছে বিজয় মিছিল। আর সেই মিছিলে ঝালমুড়ি বিতরণ করতে দেখা যাচ্ছে। ঝালমুড়ি বাঙালির খাদ্যাভাসের সঙ্গে জড়িত। আগেও ঝালমুড়ির রেওয়াজ ছিল, এখন বিজয় মিছিল থেকে আড্ডা সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাধারণ মানুষ ঝালমুড়ি খাচ্ছেন ও বিতরণ করছেন। এদিন মিছিলের স্থানীয় নেতৃত্ব নাড়ু গোপাল হালদার বলেন, আমাদের নির্বাচিত বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ বিধানসভায় শপথ গ্রহণ করেছেন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলায় সু-প্রতিষ্ঠিত বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই খুশিতে আমরা বিজয় মিছিলের আয়োজন করেছি। দলীয় কর্মী-সমর্থকরা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, গেরুয়া আবির মেখে নাচের তালে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মীরা। সঙ্গে জয় শ্রীরাম শ্লোগান দেন কর্মীরা।বিজেপির প্রচারের গান না-হলেও, ভাঙড়ের আইএসএফ-এর প্রচারে ব্যবহার হওয়া শওকত দা 'মাছ চোর' গানটি বিজেপির অনেক বিজয় মিছিলগুলিতে বাজানো হচ্ছে। সেই গানেই গেরুয়া আবিরে রঙিন হয়ে, তালে-তালে নাচ করছেন বিজেপির মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সব কর্মী-সমর্থকরা।এদিন গোটা এলাকাজুড়ে দেখা যায় উৎসবের আবহ।

সব মিলিয়ে বিজেপির এই বিজয় মিছিলে দেখা যায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ও উদযাপনের ছবি।

চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে 'অ্যাকশন মোডে' বিধায়ক ধ্রুব সাহা

সায়ন ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে মেজাজ হারালেন রামপুরহাট বিধানসভার নব নির্বাচিত বিধায়ক ধ্রুব সাহা। এদিন তার সাথে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম সাংগঠনিক বিজেপির জেলা সভাপতির উদয় সংকর ব্যানার্জি, মহিলা মোর্চার সভানেত্রী রেশমি দে সহ রামপুরহাট শহরের অন্যান্য বিশিষ্ট বিজেপি কার্যকর্তারা। এদিন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে গিয়ে রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের সাথে কথা বলেন। তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন। এছাড়াও তাদের কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও জানতে চান বিধায়ক।রামপুরহাট হাসপাতালে পৌঁছে হাসপাতালে দুরবস্থা দেখে তড়িঘড়ি হাসপাতাল সুপার ও এমএসভিপির সাথে বিশেষ বৈঠক করেন তিনি। আর তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কার্যত মেজাজ হারিয়ে ফেলেন বিধায়ক ধ্রুব সাহা। তারপর হাসপাতালে উন্নয়ন প্রসঙ্গে হাসপাতাল সুপার, এমএসভিপি ও হাসপাতালের

অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকদের সাথে সাথে বিশেষ আলোচনা পর্ব সারেন বিধায়ক ধ্রুব সাহা ও বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় সংকর ব্যানার্জি।

পড়াশোনা নিয়ে দাদার বকুনি, অভিমানে আত্মঘাতী ছোট বোন

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ বাবা-মা থাকতেও পিতৃ মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হাওয়ায় দুই ভাই বোনের মধ্যে ঝগড়া। আর তার জেরে বড় সিদ্ধান্ত বোনের। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলো বোন। ঘটনায় পুরো গ্রাম জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার বাইগাছি পাড়া এলাকায়। মৃত ওই নাবালিকার নাম সুমি দেবনাথ। শরৎকুমারী হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে পড়তো সেই নাবালিকা।

জানা যায়, দুই ভাই বোনের জন্মের পর বাবা তাদের ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সংসার চালানোর তাগিদে মা ব্যাঙ্গালোরে পরিচারিকার কাজ করেন। দুই ভাই বোন ছোট থেকেই মামার বাড়িতে থাকে। বোনের বয়স ১৩ এবং দাদার বয়স ১৭। পরিবারের দাবি তার দাদা মাঝেমধ্যে পড়াশোনা নিয়ে বোনকে বকুনি দিত।মঙ্গলবার দুই ভাই বোনের মধ্যে পড়াশুনা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়। পরিবারের অনুমান তার জেরে ফাঁকা বাড়িতে ওই নাবালিকা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে প্রথমে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, পরে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। এ বিষয়ে ওই নাবালিকার মাসি বলেন, ছোট থেকেই তারা দুই ভাই বোন মামার বাড়িতে মানুষ।মাঝেমধ্যেই দাদা পড়াশুনা নিয়ে বকুনি দিত। তবে সে যে এই কাজ করবে তা কিছুতেই আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।নাবালিকার দাদুর দাবি, আমি কাজে গিয়েছিলাম সেখানেই শুনি নাতনি এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তড়িঘড়ি বাড়িতে এসে দেখি আমার নাতনি ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনিও বলেন ভাই বোনের বিবাদের কারণে অভিমানে আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারে। তবে মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে এলেই স্পষ্ট হবে তার মৃত্যুর কারণ। অন্যদিকে শান্তিপুর পুলিশ পরিবারের সঙ্গে কথা বলে এই ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করছে।

'লক্ষ্য পরিচ্ছন্ন সাইথিয়া', ঝাঁটা হাতে শহরের রাস্তায় বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আদর্শকে সামনে রেখে সাঁইথিয়া শহরকে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সুসংগঠিত করে তোলার লক্ষ্যে বড়সড় উদ্যোগ নিলেন সাঁইথিয়া বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা। বুধবার সাঁইথিয়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করা হয়। শহরের বাজার এলাকা, রাস্তার ধারের দোকানপাট এবং জনবহুল জায়গাগুলিতে ব্যবসায়ীদের হাতে ঝাঁটা তুলে দিয়ে পরিচ্ছন্ন শহর গঠনের বার্তা দেন বিধায়ক।তবে শুধুমাত্র প্রচারমূলক কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি। সাধারণ ব্যবসায়ী ও কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নিজেও ঝাঁটা হাতে রাস্তায় নেমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করেন। বিধায়কের এই উদ্যোগকে ঘিরে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী মহল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের ছবি ধরা পড়ে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত মানুষজন মোবাইলে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল শহরবাসীর মধ্যে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সকলকে একযোগে শহরকে সুন্দর রাখার কাজে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো। বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, স্বচ্ছ শহর মানেই সুস্থ শহর। শুধুমাত্র প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, শহরকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকেরও। সকলকে সঙ্গে নিয়েই সাঁইথিয়াকে আরও সুন্দর ও উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।এদিন পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও সরব হতে দেখা যায় বিধায়ককে।

বিশেষ করে সাঁইথিয়া শহরের বিভিন্ন বাজার এলাকায়, বিশেষত সবজি মার্কেটে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে কড়া অবস্থান নেন তিনি। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু ব্যক্তি বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করত, যার ফলে সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ছোট দোকানদার সকলেই সমস্যার মুখে পড়তেন। এই বিষয়ে বিধায়ক স্পষ্ট বার্তা দিয়ে জানান, আজ থেকে শহরের কোথাও কোনও রকম তোলাবাজি বরদাস্ত করা হবে না। ব্যবসায়ীরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করতে পারেন এবং সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে বাজার করতে পারেন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক স্তরেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন তিনি। বিধায়কের এই ঘোষণার পর সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, আমাদের বিধায়ক আমাদের গর্ব। এতদিন বাজারে গিয়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হতো।

ব্যবসায়ীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হতো। এখন বিধায়ক নিজে বিষয়টি নিয়ে সরব হওয়ায় আমরা আশার আলো দেখছি।শহরের প্রবীণ ব্যবসায়ীদের একাংশ জানান, পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং তোলাবাজির বিরুদ্ধে একসঙ্গে এমন বার্তা বহুদিন পর দেখা গেল। এতে একদিকে যেমন শহরের পরিবেশ উন্নত হবে, অন্যদিকে সাধারণ ব্যবসায়ীরাও অনেকটা নিরাপত্তা অনুভব করবেন। সব মিলিয়ে, স্বচ্ছতা অভিযানকে হাতিয়ার করে সাঁইথিয়া শহরে পরিচ্ছন্নতা ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ গঠনের যে বার্তা দিলেন বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা, তা ইতিমধ্যেই শহরবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

পাল্টানোর বার্তা থেকেই বিজেপির জয়, রামপুরহাটে ধ্রুব সাহাকে নিয়ে বিজয় মিছিল

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর রাজ্যে সরকার গঠন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। নির্বাচনের আগে বিজেপির পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি গানে বলা হয়েছিল পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। ভোটের ফলাফলে সেই বার্তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে বলে দাবি পদ্ম শিবিরের নেতা-কর্মীদের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার বীরভূম জেলার রামপুরহাট বিধানসভার বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের সাকিরপুর ও গোপালপুর গ্রামে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে অংশ নেন রামপুরহাটের নবনির্বাচিত বিধায়ক ধ্রুব সাহা সহ বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী এবং এলাকার সাধারণ মানুষ। এদিন প্রথমে সাকিরপুর গ্রামের দুর্গা মন্দিরে নবনির্বাচিত বিধায়ককে সংবর্ধনা জানানো হয়। ফুলের মালা ও তোড়া দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর ডিজে বক্সের তালে একটি বিরাট বিজয় মিছিল বের হয়, যা সাকিরপুর থেকে গোপালপুর পর্যন্ত যায়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী বহু মানুষের হাতে দেখা যায় বিজেপির দলীয় পতাকা। মহিলা ও পুরুষদের অনেকেই আবির খেলায় মেতে ওঠেন। ছোটরা বড়দের পায়ে আবির দেন, আবার অনেকের গালেও আবির মাখাতে দেখা যায়। নতুন বিধায়ককে সামনে পেয়ে ছোট থেকে বড় সকলেই মোবাইলে সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মিছিল জুড়ে শোনা যায় একাধিক বিজেপি স্লোগান। পাশাপাশি তজয় শ্রীরামদ ধ্বনিতেও মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। ডিজের তালে তালে নাচে-গানে আনন্দ ভাগ করে নেন বিজেপি সমর্থকরা। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, মানুষের উচ্ছ্বাস ও আবেগকে সম্মান জানাতেই এই অভিনন্দন যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মানুষ তৃণমূলের জঙ্গলরাজ থেকে মুক্তি চাইছিল। সেই কারণেই সাধারণ মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করেছেন। তাই আমরা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে রাজপথে নেমেছি।

নারকেল গাছ ভেঙে ছিড়লো রেলের ওভারহেড তার, ব্যাহত ট্রেন চলাচল

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার শান্তিপুরে প্রবল দুর্যোগে রেলের ওভারহেডের তারে গাছ ভেঙে পড়ে বিপত্তি। দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘন্টা বন্ধ থাকে রেল চলাচল।নদীয়ার শান্তিপুর স্টেশন আর বাথানা স্টেশন এর মাঝের ঘটনা। শান্তিপুর তিন নম্বর রেলগেট সংলগ্ন একটি গৃহস্থ বাড়ির নারকেল গাছ প্রবল ঝরে ভেঙে গিয়ে রেললাইনের ওপরের তার ছিড়ে পড়ে যায়। তারপরে ধরে যায় আগুন।

জানা যায় বুধবার সন্ধ্যে ছ'টা আঠাশ এর শান্তিপুর শিয়ালদা লোকাল যখন শিয়ালদার দিকে যাচ্ছিল তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এরপর বন্ধ হয়ে যায় রেল চলাচল। এলাকার আশেপাশের মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, তারপরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শান্তিপুর থানার পুলিশ, আরপিএফ এর আধিকারিক এবং দমকল

বিভাগের আধিকারিকরা। যদিও জ্বলন্ত গাছটিকে দমকলের প্রচেষ্টায় নেভানোর কাজ শুরু হলেও দীর্ঘক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় রানাঘাট থেকেও শান্তিপুরে কোন ট্রেন আসতে পারছিল না। শান্তিপুর থেকে কোন ট্রেন রানাঘাটের দিকে যেতে না পারায় ট্রেনের যাত্রীরা শেষমেষ রেল লাইনের মধ্যে দিয়েই নিজেদের মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে গন্তব্যের দিকে রওনা দেন। ঘটনায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

হেলমেট ছাড়া রাস্তায় নামলেই কড়া ব্যবস্থা , বোলপুরে পুলিশের সচেতনতামূলক প্রচার

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ নতুন রাজ্য সরকারের তরফে হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার কড়া নির্দেশিকা জারি হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এবার রাস্তায় সচেতনতা বাড়াতে সক্রিয় হল বীরভূম জেলা পুলিশ। বুধবার শহরে ওসি ট্রাফিক বোলপুরের উদ্যোগে ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে অডিও বার্তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। এদিন বোলপুর শহরের চৌরাস্তা, চিত্রা মোড়, লজ মোড় সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মাইকিং করে প্রচার চালানো হয়। প্রচারে বলা হয়, নিজের সুরক্ষা ও পরিবারের কথা ভেবে অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করুন। পাশাপাশি জানানো হয়, হেলমেট ছাড়া রাস্তায় বেরোলে শুধু জরিমানাই নয়, প্রয়োজনে কড়া আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে। পুলিশের তরফে আরও জানানো হয়, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন বা হেডফোন ব্যবহার করা যাবে না। দুই চাকার গাড়িতে চালক ও পিছনে বসা আরোহী;উভয়েরই হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। দু'জনের বেশি নিয়ে বাইক চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলেও প্রচারে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও চার চাকার গাড়ির ক্ষেত্রে সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো যাবে না। অতিরিক্ত মাল বহন করা যাবে না এবং যত্রতত্র পার্কিংয়ের বিরুদ্ধেও সতর্ক করা হয়। মডিফাই সাইলেন্সার ব্যবহার নিয়েও কড়া বার্তা দেয় পুলিশ। শহরবাসীদের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই হেলমেট না পরার কারণে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছিল। সরকারের এই কড়া পদক্ষেপ এবং পুলিশের সচেতনতামূলক প্রচারে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে। দুর্ঘটনাও অনেকটাই কমবে বলেই তাঁদের আশা। বীরভূম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও এ ধরনের সচেতনতামূলক প্রচার ও নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।

মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যা, ঘর থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ!

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ গলায় ফাঁস দিয়ে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার সকালে নিজের ঘর থেকে শুভঙ্কর ঘোষ (৩৯) নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের দেহ উদ্ধার হয়েছে।

পরিবার সূত্রে খবর, মানসিক অবসাদের জেরেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন শুভঙ্কর। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে পরিবার তথা গোটা এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, শুভঙ্করের বাড়ি নদীয়ার নবদ্বীপ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের পলতা ঘাট রোডে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন শুভঙ্কর। তাঁর আচরণের মধ্যেও বেশ কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। সূত্রের খবর, শুভঙ্কর নেশাগ্রস্থ ছিলেন। বুধবার সকালে শুভঙ্করের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা।এরপরেই পুলিশে খবর দেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক শুভঙ্করকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 14-05-2026 07:46 Page 8

কুকুড়া গ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বপুরুষ দাবি ঘিরে উচ্ছ্বাস তুঙ্গে

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিমবাংলার নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্বভার গ্রহণ করতেই ব্যাপক খুশীর হাওয়া বইছে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের কৃষ্ণপুর - কুকুড়া গ্রামে। এই কৃষ্ণপুর - কুকুড়া গ্রামেই মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল বলে জানা গিয়েছে। আনুমানিক ৫০০ বছর আগেই এই গ্রামের আদি বাসিন্দা বর্ধিষ্ণু পরিবার চক্রবর্তী পরিবারের একটি অংশ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি এলাকায় গিয়ে বসবাস করা শুরু করেন। পরবর্তীকালে তাঁরাই অর্থাৎ চক্রবর্তী পরিবারের মানুষজন অধিকারী উপাধি পান। শুভেন্দু অধিকারী সেই অধিকারী পরিবারের সন্তান। ইতিহাস গবেষক ডঃ সর্বজিত যশ জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী হলেন মেদিনীপুরের কাঁথির ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু এই অধিকারী পরিবারের আদি নিবাস ছিল অধুনা পূর্ব বর্ধমান জেলায়। প্রায় ৫০০ বছর আগে এই পরিবারের বসবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের খণ্ডঘোষ ব্লকের কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে। যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ধর্মমঙ্গল কাব্য খ্যাত রাঢ়ের মধ্যযুগের সুপরিচিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর এক স্বাধীনতা সংগ্রামী রমারানি তা। সর্বজিত যশ আরও জানান, শুভেন্দু অধিকারীর পরিবার চক্রবর্তী উপাধিধারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন রাঢ় পরিক্রমার শেষে উড়িষ্যার পথে গমণ করেন, শুভেন্দুর পূর্ব পুরুষরা ওনার সঙ্গী হন। চৈতন্য প্রভাবে তিনি বৈষ্ণব হন এবং অধিকারী উপাধি লাভ করেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর বংশধরগণ পদবী হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। শুভেন্দু অধিকারীর এক খুড়তুতো কাকা খুব অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শুভেন্দু অধিকারীও ছোট থেকে কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াত করতেন। প্রতি শনিবার মিশনে যেতেন এবং সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। বিবাহ না করায় শুভেন্দু অধিকারীও সন্নাসী হয়ে যেতে পারেন বলে বাড়ির লোকেরা মনে করতেন। কিন্তু, স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরেন্দ্রনাথ শ্যাসমল, অজয় মুখার্জি, সতীশ সমন্ত, সুশীল ধারা'কে আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়া সেই মানুষটি আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর তাঁর এই মুখ্যমন্ত্রী হওয়া কিংবা রাজ্যের শাসক হিসাবে আসীন হওয়ার খবরে খুশির হাওয়া পূর্ব বর্ধমান জেলার এই আদর্শ গ্রামে। এই চক্রবর্তী বংশের বর্তমান পুরুষ তথা ঘনরাম চক্রবর্তীর উত্তরপুরুষ বিশ্বরূপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এটা গায়ে কাঁটা দেবার মতই ঘটনা। তিনি জানিয়েছেন, বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ডঃ সর্বজিশ যশই তাঁকে এই বিষয়টি জানান। আর তা জানার পরই গোটা গ্রাম জুড়ে এখন খুশীর হাওয়া। বিশ্বরুপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পূর্বপুরুষরা আমাদের গ্রামে বসবাস করতেন। তাই এই গ্রামের যাবতীয় পরিস্থিতি, কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর ইতিহাস, তাঁর নামে তৈরী হওয়া অসমাপ্ত সংগ্রহশালা সবকিছু তথ্য নিয়েই দ্রুত তারা দেখা করতে চান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। প্রত্যেক বছর বাংলার মাঘ মাসের ২৬ থেকে ২৮ মাঘ ঘনরাম চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মেলা বসে। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য গত বছর জানুয়ারী মাসেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা চান শুভেন্দু অধিকারী একবারের জন্য হলেও তাঁর মহামূল্যবান সময় থেকে একটুখানি সময় বার করে অবশ্যই আসুন আমাদের গ্রামে। তাহলে তারা ধন্য হবেন। আগামী দিনে শিক্ষার্থী, গবেষকদের জন্য ঘনরাম চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত এই সংগ্রহশালার উন্নতি সাধন করবেন বলে আশা রাখি।

নাগরিক পরিষেবায় গাফিলতি বরদাস্ত নয়-বার্তা বিধায়কের

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা বর্ধমান ঃ বুধবার দুপুরে বর্ধমান পৌরসভায় পৌঁছে যান বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। এদিন পৌরসভার আধিকারিক সহ চেয়ারম্যানের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন। সেখানে বিভিন্ন কাজাকর্মের খোঁজ নেবার পাশাপাশি বেশ কিছু নির্দেশ দেন। সকলকে সাফ জানিয়ে দেন নাগরিকদের পরিষেবার ক্ষেত্রে কোন রকম আপস করা হবে না।

কোন রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত পৌরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান ও নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যেই বুধবার বর্ধমান পৌরসভায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন সদ্য নির্বাচিত দক্ষিণের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ সরকার , তাপস মাকর সহ একাধিক পৌর আধিকারিকরা। বৈঠকের শুরুতেই নবনির্বাচিত বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাসকে দুর্গা মূর্তি ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান চেয়ারম্যান । সৌজন্যমূলক এই মুহূর্তের পরই শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা নিয়ে শুরু হয় বিস্তারিত আলোচনা। আসন্ন বর্ষার কথা মাথায় রেখে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা দ্রুত পরিষ্কার করা, নিয়মিত আবর্জনা বহনকারী গাড়ির পরিষেবা চালু রাখা, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সরবরাহ যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সেই বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন বিধায়ক। সাধারণ মানুষের কাছে সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পৌর প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এদিন বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস স্পষ্ট ভাষায় জানান, আনুষের স্বার্থে, মানুষের পাশে থেকে কাজ করাই আমাদের অঙ্গীকার।দ একইসঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দেন, নাগরিক পরিষেবায় কোনও রকম গাফিলতি হলে তা মেনে নেওয়া হবে না এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পুকুরপাড়ে উদ্ধার একাধিক আধার কার্ড - তদন্তের দাবি বিজেপি নেতার

রাকেশ লাহা,নয়া জামানা,জামুড়িয়া ঃ বুধবার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এলো জামুড়িয়া এলাকায়। আসানসোল পুরো নিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ড জামুড়িয়ার নন্ডী গ্রামে প্রাক্তন কাউন্সিলার পম্পা ভট্টাচার্যের বাড়ির অদূরেই পুকুরপাড়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় একাধিক আধার কার্ড ও বিভিন্ন নথিপত্র। বিষয়টি জনসমক্ষে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে যাবতীয় নথিপত্র ও আধার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এমন ঘটনায় বিজেপি নেতা নিরঞ্জন সিং অভিযোগ করেন, একজন প্রাক্তন কাউন্সিলর এর বাড়ির পিছন থেকে এমন নথিপত্র উদ্ধার তৃণমুল শাসনে দুর্নীতির ছবিকেই স্পষ্ট করছে। কার্যত তিনি আরও দাবি করেন , কোন বড় ধরনের দুর্নীতির লেনাদেনা এর সাথে যুক্ত রয়েছে। নিরঞ্জন বাবু প্রশাসনের কাছে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন প্রশাসনিক তদন্তের পরই এই ঘটনার আসল সত্যতা উঠে আসবে। তবে এই ঘটনাই যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই প্রাক্তন কাউন্সিলর পম্পা ভট্টাচার্যের স্বামী সনৎ ভট্টাচার্য দাবি করেন , আমাকে মানুষ আধার কার্ড দেবে কেন, এই ঘটনার সাথে আমার কোন যোগাযোগ নেই। তিনিও প্রশাসনের কাছে ঘটনার তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। এখন দেখার প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির পিছনে পুকুরপাড় থেকে উদ্ধার এই আধার কার্ড এবং আরো যাবতীয় নথিপত্রগুলি কোথা থেকে এলো এবং এর পেছনে কি রহস্য রয়েছে ? পুরো ঘটনার সত্যতা এখন প্রশাসনিক তদন্তের উপরই নির্ভর করছে।

বর্ধমানে অপরাধ দমনে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ১৬ জন

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় এবার ধারাবাহিক অভিযান শুরু করলো পুলিশ। মঙ্গলবার থেকে বুধবার পর্যন্ত এই অভিযানে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ১৬ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ মোট ৫ টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে ৬ রাউন্ড গুলি, যা সম্ভাব্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হতে পারতো। এই বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ৭ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে বুধবার জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালিয়ে ৪ জন গরু পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সীমান্ত ও আন্তঃজেলা পাচার রোধে পুলিশের এই অভিযান ধারাবাহিকভাবে জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন এলাকায় ভয় ও অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা তোলাবাজ ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। অপরাধ দমনে পুলিশের এই ধারাবাহিক অভিযানও চালু থাকবে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) জানিয়েছেন।

তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূলের জেলা সম্পাদক-সহ গ্রেপ্তার ৪

সুজিত দত্ত,নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক শিবশঙ্কর ঘোষ-সহ চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বুধবার ধৃতদের বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সাতদিনের হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম শিবশঙ্কর ঘোষ, শেখ রহিম, শেখ টিঙ্কু ও শেখ তৌশিফ আলম। বর্ধমান শহরের ঘোষপাড়ার বাসিন্দা মুকুল নন্দীর অভিযোগ, অভিযুক্তরা তার কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা আদায়ের চেষ্টা করে এবং টাকা না দিলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বুধবার এন এইচ ২ বি সংলগ্ন সাই কমপ্লেক্স এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা করছে। যদিও বিজেপি সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিধায়িকা নির্বাচিত হয়ে কঙ্কালেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিলেন মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী কালী মন্দিরে পুজো দিতে না পেরে চোখের জলে ফিরে যেতে হয়েছিল বিজেপি প্রার্থীকে। কিন্তু বর্ধমান দক্ষিণের বিপুল জনাদেশ পেয়ে বিধায়িকা হিসাবে বুধবার সেই মন্দিরেই পুজো দিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি বিধায়িকা তথা আইনজীবি মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। এদিন কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বর্ধমান শহরের কাঞ্চননগরে কঙ্কালেশ্বরী কালি মন্দিরে পৌঁছান তিনি। সেখানে পুজো দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

বুধবার মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, নির্বাচনের আগে এই মন্দিরে পুজো দিতে এসে ফিরে যেতে হয়েছিল। মন্দিরের তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, আমাকে পুজো দিতে দেওয়া হয়নি। সেদিন প্রার্থী হিসাবে মাকে পুজো দিতে না পারলেও, আজ আবার এখানে এসে পুজো দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করলাম। আগামী দিনে যেন কোনও মানুষ মন্দিরে এসে পুজো না দিয়ে ফিরে না যান, সেই প্রার্থনাও করেছি। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর একটি বৃদ্ধাশ্রমে যান বিধায়িকা। সেখানে আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এরপর বেলপুকুর এলাকায় এক অসুস্থ বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র।

গাড়ির ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু-ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ রানিগঞ্জ থানার শিয়ারসোল রাজবাড়ি মোড় এলাকায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়। এদিন সন্ধ্যায় হওয়া এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মৃত সাইকেল চালক গৌতম ভগৎ (৫০) রানিগঞ্জ থানার শালডাঙ্গার ভগৎ পাড়ার বাসিন্দা । এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ও মৃত সাইকেল আরোহীর পরিবারের সদস্যরা ক্ষতিপূরণের দাবিতে রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবিমোড় ফাঁড়িতে এসে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ ঘটনার পরে গাড়ি সহ চালককে আটক করে। বুধবার দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে সাইকেল আরোহীর মৃতদেহর ময়নাতদন্ত হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , বছর ৫০ র গৌতম ভগৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ সাইকেল চালিয়ে রানিগঞ্জ থানার এনএসবি রোড বা ১৪ নং জাতীয় সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সিয়ারশোল রাজবাড়ি মোড়ের কাছে একটি দ্রুতগামী চারচাকা গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কা এতটাই জোরে ছিলো যে সাইকেল আরোহী দূরে ছিটকে পড়েন ও গুরুতর জখম হন। জানা গেছে, গাড়িটি ধাক্কা মারার পর তার সাইকেলটি প্রায় ১০০ মিটার টেনে নিয়ে যায়। তা দেখে এলাকার বাসিন্দারা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তারা গাড়িটিকে আটক করেন। এর পাশাপাশি চালককে ধরে এলাকার বাসিন্দারা গণধোলাই দেন। খবর পেয়ে রানিগঞ্জ থানা ও পাঞ্জাবিমোড় ফাঁড়ির পুলিশ এলাকায় আসে। আহত সাইকেল আরোহীকে উদ্ধার করে রানিগঞ্জে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে, এই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যরা পাঞ্জাবি মোড় পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করেন। তারা নিহতের পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজেপি নেতা শামশের সিং বলেন, এটি একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। গৌতম ভগত তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। তাঁর তিন মেয়ে রয়েছে। তাই পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। তিনি রানিগঞ্জ সহ সমগ্র এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নতির দাবি জানান এবং বলেন যে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনজীবী ও স্থানীয় বাসিন্দা শ্যাম কুমার পাসিও ঘটনাটিকে মর্মান্তিক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ও মৃত সাইকেল আরোহীর পরিবারকে যথাযথ সহায়তার দাবি জানিয়েছেন।পুলিশ জানায়, আইন মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

খড় বোঝাই মিনি ট্রাক উল্টে বিপত্তি

নয়া জামানা ,আসানসোল ঃ এসবি গড়াই রোডের ভগত পাড়া এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে খড় বোঝাই একটি মিনি ট্রাক হঠাৎ করে উল্টে যায়। বুধবার সকালে হওয়া এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে এই দুর্ঘটনার কারণে পুরো এলাকা জুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক যান চলাচল ব্যহত হয়। আসানসোল দক্ষিণ থানা ও ট্রাফিক গার্ড পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় আসে। বেশ কিছুক্ষনের চেষ্টায় খড় ও ট্রাকটিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। এরপরই রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। জানা গেছে , এদিন সকালে একটি মিনি ট্রাক বাঁকুড়া থেকে বার্নপুরের দিকে খড় বোঝাই করে যাচ্ছিল। আসানসোলের এসবি গড়াই রোডে ভগৎ পাড়ায় একটি পেট্রোল পাম্পের কাছ ট্রাকটি হঠাৎ করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ট্রাকের চালক ট্রাকে কেন অতিরিক্ত বা ওভারলোড খড় বোঝাই ছিল, তা জানতে চাইলে তিনি কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি। তার কথায় রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় সে টাকা দিতে দিতে আসছে।এই ঘটনা নিয়ে বিজেপির আসানসোল উত্তর মন্ডল -২ এর সাধারণ সম্পাদক বিপিন পাসোয়ান বলেন, ট্রাকটি অতিরিক্ত খড় বোঝাই থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। তবে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জনসাধারণের ব্যাপক অসুবিধা হয়েছে।তিনি আরো বলেন, এই রাস্তাটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে যাওয়ার প্রধান রাস্তা। তাই এই ধরনের ঘটনা চলতে থাকলে জনসাধারণের জন্য গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।বিপিন পাসোয়ান অভিযোগ করেছেন যে, আগের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে প্রশাসন অতিরিক্ত মাল বোঝাই যানবাহনের দিকে মনোযোগ দেয়নি। যার ফলে চালকদের আচরণ একই রকম রয়ে গেছে। তিনি বলেন, এই ধরনের অবহেলা আর সহ্য করা হবে না।তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যদি ভারী যানবাহন চলাচল করতেই হয়, তবে জনসাধারণের এবং যানজটের অসুবিধা এড়াতে সেগুলি রাতে চালানো উচিত। গোটা বিষয়টি পুলিশ প্রশাসনকে দলের তরফে জানানো হবে। এদিকে, পুলিশ জানায়, প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত খড় বোঝাই থাকার কারণে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেছে। ট্রাকটিকে আটক করা হয়েছে

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রায়না থানার নতু এলাকায় পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হল একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি গোলাবারুদ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে সঞ্জয় সাঁতরা ওরফে টোটা নামে এক ব্যক্তিকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রায়না থানার পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় ধৃতের কাছ থেকে একটি অস্ত্র ও একটি কার্তুজ উদ্ধার হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যেই তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রায়না থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তকে বুধবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে রায়না থানার পুলিশ।

কৃতি সংবর্ধনা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ রাজ্যের মেধা তালিকায় মাধ্যমিকে এবার দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে বীরভূমের সিউড়ির সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়। তার প্রাপ্ত ৬৯৬ পেয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করে দেখিয়ে দিল অধ্যবসায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। এদিন তার বাড়িতে গিয়ে তাকে সংবর্ধনা দিলেন বর্ধমানের সমাজকর্মী জগবন্ধু রায়। ছাত্রের হাতে স্বামী বিবেকানন্দের বই এবং ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শৈবাল মন্ডল। জগবন্ধু রায় বলেন, এই সাফল্য একদিন তাকে অনেক উপরে নিয়ে যাবে। এই ভাবে এগিয়ে চলুক ওর সাফল্যে কোথায় যেন পিছিয়ে না পড়ে, সেই কামনা করেন। এদিকে বাড়িতে বসে একজন সমাজকর্মীর কাছে শুভেচ্ছা পেয়ে ছাত্র প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় এবং তার পরিবার সমাজকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পৌরসভার সাফাই কর্মীদের বিক্ষোভ

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ একদিকে রয়েছে বকেয়া বেতন, অন্যদিকে বেতনের টাকা কম, তাই সাফাই কর্মীরা সংকটে রয়েছেন। সংকট মেটাতে পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা পৌরসভায় বকেয়া বেতন ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতিতে সামিল হলেন অস্থায়ী সাফাই কর্মীরা। পৌরসভার প্রায় ১৮০ জন অস্থায়ী সাফাই কর্মী কাজ বন্ধ রেখে পৌরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। তাঁদের আন্দোলনকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকারী কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা সঠিক সময়ে বেতন পাচ্ছেন না। বর্তমানে তাঁদের দৈনিক মজুরি মাত্র ২০০ টাকা। যা দিয়ে বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে সংসার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বাজারে এত কম পারিশ্রমিকে পরিবার চালানো সম্ভব হচ্ছে না বলেই দাবি তাঁদের। তার উপর বেতন নিয়মিত না পাওয়ায় আর্থিক সংকট আরও বেড়েছে। কর্মীদের বক্তব্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই পৌরসভায় প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, পুরপ্রধান নিয়মিত পৌরসভায় উপস্থিত থাকছেন না। ফলে কর্মীদের সমস্যা শোনারও কেউ নেই। বেতন কবে মিলবে, সেই নিশ্চয়তাও পাচ্ছেন না তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি একদিকে কম বেতন, অন্যদিকে মাসের পর মাস দেরিতে বেতন দেওয়া হচ্ছে। এতে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

ডেবরায় রাতের আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি, আতঙ্কে এলাকাবাসী

নয়া জামানা , ডেবরা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা বাজার সংলগ্ন এলাকায় গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। ডেবরা-বালিচক রাজ্য সড়কের ধারে থাকা একটি বাড়িতে আচমকাই আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে নিজেরাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডেবরা থানার পুলিশ। পুলিশ কর্মী ও স্থানীয় মানুষ একযোগে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে বাড়ির অধিকাংশ অংশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, ওই বাড়ির ভিতরে প্লাস্টিকের বোতল সহ বিভিন্ন দাহ্য সামগ্রী মজুত ছিল। ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বলে স্থানীয়দের অনুমান। ঘটনায় বাড়ির ভিতরে থাকা এক মহিলা সাময়িকভাবে আহত হন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর মেলেনি। আগুনে ঘরের আসবাবপত্র, পোশাক, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ প্রায় সমস্ত কিছুই ভস্মীভূত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার কার্যত খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ও দমকলের অনুমান, রান্নার আগুন অথবা শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে। তবে ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ডেবরা ব্লকের বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ী জানিয়েছেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা হবে।

সেঁদরা পরব ঘিরে কড়া নজর প্রশাসনের, বন্যপ্রাণী শিকার রুখতে পাঁশকুড়ায় বিশেষ বৈঠক

অরুণ কুমার সাউ, নয়া জামানা, পাঁশকুড়া ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী 'সেঁদরা পরব' এবং ফলাহারিণী কালীপুজোকে ঘিরে প্রতি বছরই মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় বন্যপ্রাণী শিকারের অভিযোগ ওঠে। এবার সেই প্রবণতা রুখতে কড়া অবস্থান নিল প্রশাসন। পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া বিডিও অফিসে বনদপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ মে থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত পাঁশকুড়া ব্লকের ক্ষিরাই ও হাউর এলাকায় আদিবাসী সমাজের বহু মানুষের সমাগম হয়। এই সময়কে কেন্দ্র করে পাঁশকুড়া ও কোলাঘাট ব্লক সংলগ্ন এলাকায় বহিরাগতদের মাধ্যমে অবাধে বন্য পশু, পাখি ও সরীসৃপ শিকারের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠে আসছে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রতি বছর সচেতনতা প্রচার চালানো হলেও গোপনে শিকার চলতেই থাকে বলে অভিযোগ। তাই এবার প্রশাসন আরও কড়া পদক্ষেপ

নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৈঠকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেআইনিভাবে পশু-পাখি শিকার আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

ধরা পড়লে জেল ও মোটা অঙ্কের জরিমানার মুখে পড়তে হতে পারে। আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি শিকার রুখতে রেল পুলিশের সহায়তাও নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বনবিভাগের আধিকারিক অর্ণব সেনগুপ্ত, পাঁশকুড়া বন বিভাগের আধিকারিক দেবজ্যোতি ভৌমিক, পাঁশকুড়ার জয়েন্ট বিডিও সমীর নস্কর, কোলাঘাটের জয়েন্ট বিডিও দেবব্রত প্রামাণিক সহ রেল দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের একাধিক প্রতিনিধি। প্রশাসনের বার্তা, তউৎসবের নামে বন্যপ্রাণী হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব।দ

ফাইল 'পাচার' ঘিরে তমলুকে তুমুল চাঞ্চল্য, গাড়ি আটকে নথি উদ্ধার করলেন বামদেব

অরুণ কুমার সাউ, নয়া জামানা, তমলুক ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদে বুধবার দুপুরে হঠাৎই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা -র গুরুত্বপূর্ণ ফাইল গোপনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় জেলা পরিষদ চত্বরে। অভিযোগ, জেলা পরিষদের তৃতীয় তলায় থাকা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার অফিস থেকে বিপুল পরিমাণ নথি একটি সাদা রঙের চারচাকা গাড়িতে তোলা হচ্ছিল। ঘটনাটি নজরে আসতেই দ্রুত সেখানে পৌঁছে যান জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বামদেব গুছাইত ও অন্যান্য সদস্যরা। সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটি আটকে তল্লাশি চালানো হয়। এরপর গাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয় দুই লট ভর্তি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ফাইল। বামদেব গুছাইতের অভিযোগ, ওই ফাইলগুলিতে বড়সড় দুর্নীতির প্রমাণ রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি দাবি করেন, এতদিন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকায় এই নথিগুলি সরানোর প্রয়োজন

পড়েনি। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা শুরু হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর আরও দাবি, তমলুক থেকে ফাইলগুলি কাঁথিতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলা পরিষদের অন্দরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত ফাইল স্থানান্তরের কোনও বৈধ নির্দেশ ছিল কি না, তা স্পষ্ট করা হয়নি। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন কার নির্দেশে এই নথি সরানো হচ্ছিল এবং এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না। সরকারি দফতর থেকে দিনের আলোয় এভাবে নথি সরানোর ঘটনায় উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

'সকাল স্কুল চালু করুন, ছুটি নয়'- গরমের ছুটি বৃদ্ধি ঘিরে ক্ষোভ শিক্ষক মহলে

নয়া জামানা , তমলুক ঃ রাজ্যের স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি আরও ১৪ দিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

সংগঠনের দাবি, গরমের ছুটি বাড়ানোর বদলে সকাল স্কুল চালু করলেই পড়াশোনার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখা সম্ভব ছিল। প্রসঙ্গত, গত ১১ মে থেকে এক সপ্তাহের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। বুধবার রাজ্য সরকার সেই ছুটি আরও দু'সপ্তাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এরপরই শিক্ষক সংগঠনের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করে। শিক্ষকদের বক্তব্য, আগে এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত সকাল স্কুল চালু থাকত। কিন্তু গত বছর থেকে সেই ব্যবস্থা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমনকি প্রবল গরমের সময়ও বিভিন্ন জেলা থেকে সকাল স্কুল চালুর আবেদন জানানো হলেও তা মঞ্জুর করা হয়নি বলে অভিযোগ। বর্তমানে আবহাওয়ার পরিস্থিতিও খ ুব একটা অস্বাভাবিক নয় বলে দাবি শিক্ষক সংগঠনের। তাঁদের মতে, রাজ্যের বহু জায়গায় বৃষ্টি হচ্ছে এবং বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে। তাই এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘ ছুটি ঘোষণায় অভিভাবকদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, এসআইআর এবং নির্বাচনী কাজের কারণে গত নভেম্বর মাস থেকেই বহু শিক্ষক বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন শিক্ষকদের সরাসরি সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এতে পড়াশোনার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেও দাবি সংগঠনের। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা বলেন, তবর্তমান সরকারও আগের সরকারের মতো ছুটি সংস্কৃতি চালু করেছে। শিক্ষক সংগঠন বা আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।দ তিনি অবিলম্বে সকাল স্কুল চালুর দাবি জানান।

পাঁচ দফা দাবিতে মানবাজারে বিক্ষোভ, মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি আদিবাসী কল্যাণ সমিতির

নয়া জামানা, মানবাজার ঃ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে সামনে রেখে মানবাজার মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখা। বুধবার বিকেলে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি ডেপুটেশন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেই কর্মসূচিকে ঘিরে মানবাজার মহকুমা শাসকের দপ্তর চত্বরে বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সংগঠনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হলেও তার সঠিক সমাধান হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়েই তারা এদিন স্মারকলিপি জমা দেন। মূলত পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে ই এই ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল পুনস্যা একলব্য মডেল স্কুলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, জামতোড়িয়া হাসপাতালের পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নতি, ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান এবং

আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার দাবি। সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে প্রকৃত আদিবাসীরা সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার কারণেও সাধারণ মানুষ সমস্যার মুখে পড়ছেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পুরুলিয়া জেলা শাখার সভাপতি সতন কুমার সোরেন সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। তারা জানান, দাবিগুলি দ্রুত পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।

সিবিএসসি দ্বাদশে নজরকাড়া সাফল্য, মেদিনীপুর ডিএভি স্কুলে খুশির হাওয়া

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ সিবিএসসি দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর খুশির আবহ মেদিনীপুর শহরের ডিএভি পাবলিক স্কুলে। এ বছরের পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ মিলিয়ে বিদ্যালয়ের মোট ১০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে ১৯ জন ছাত্রছাত্রী ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক যোগ করেছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে সোহম আচার্য। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৬.৪ শতাংশ। অন্যদিকে বাণিজ্য বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করেছে সুমেধা রায়। সে পেয়েছে ৯৫.৪ শতাংশ নম্বর। দুই কৃতী ছাত্রছাত্রীর এই সাফল্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং সহপাঠীদের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জানান, ছাত্রছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রম, শিক্ষকদের নিয়মিত প্রচেষ্টা এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার ফলেই এই ভালো ফল সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র নম্বর নয়, শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের দিকেও বিদ্যালয় বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ফল প্রকাশের পর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসবের আবহ দেখা যায়। অনেকেই ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং গবেষক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকল সফল ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। আগামী দিনে তারা উচ্চশিক্ষায় আরও সাফল্য অর্জন করে সমাজ ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলেই আশাবাদী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা।

শেষ মুহূর্তে রুখল প্রশাসন, মানবাজারে বন্ধ হল নাবালিকার বিয়ে

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ তৎপর পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে শেষ মুহূর্তে বন্ধ হলো এক নাবালিকার বিয়ে। বুধবার মানবাজার-১ নং ব্লকের বারমেস্যা রামনগর অঞ্চলের একটি গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুঞ্চা থানার কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে, ওই গ্রামের এক নাবালিকার বিয়ের সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এমনকি বাঁকুড়ার এক যুবকের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের কথাও ঠিক হয়েছিল। খবর পাওয়ার পরই প্রশাসন দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মেইলের মাধ্যমে তথ্য পাওয়ার পর পুঞ্চা থানার পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিরা মেয়েটির বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে মেয়েটির বয়স সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। এরপর পরিবারকে নাবালিকা বিয়ের আইনি ও সামাজিক কুফল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়। মানবাজার-১ নং ব্লকের সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক কুন্তল দত্ত জানান, প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা হয়। নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে দিলে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ জীবনে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে, তা তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়। পরে মেয়েটির বাবা সহ পরিবারের সদস্যরা লিখিতভাবে মুচলেখা দেন যে, মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা বিয়ে দেবেন না। পুলিশের দাবি, প্রশাসন, শিশু সুরক্ষা বিভাগ এবং স্থানীয় পুলিশের যৌথ উদ্যোগেই এই নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় সচেতনতার বার্তাও ছড়িয়ে পড়েছে।

কবি প্রণাম থেকে শিল্প সম্মাননা, মেদিনীপুরে প্রকাশিত 'চারুপ্রভা'-র বিশেষ শিল্পী সংখ্যা

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর প্রেস ক্লাবের স্বরবর্ণ ভবনে এক বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলো সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'চারুপ্রভা'-র তৃতীয় তথা বিশেষ 'শিল্পী' সংখ্যা।

অনুষ্ঠানে কবি প্রণাম, পত্রিকা প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ঘিরে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. লায়েক আলী খান, সঙ্গীত শিল্পী জয়ন্ত সাহা,
সঙ্গীত শিল্পী বিশ্বেশ্বর সরকার, চিত্র সমালোচক সিদ্ধার্থ সাঁতরা, প্রধান শিক্ষক ড. অমিতেশ চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক ড. প্রসূন কুমার পড়িয়া, সঙ্গীত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ দাস এবং সময় বাংলার কর্ণধার জয়ন্ত মণ্ডল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পত্রিকার সম্পাদিকা অধ্যাপিকা ড. সোনালী গোস্বামী জানান, এবারের বিশেষ সংখ্যায় ২৩ জন বিশিষ্ট লেখকের লেখনীর মাধ্যমে খ্যাতনামা ও অচেনা শিল্পীদের সংগ্রাম, আত্মজয় এবং শিল্পচর্চার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সংখ্যা পাঠকদের মন ছুঁয়ে যাবে।

শিল্পী আশিস সরকারের তৈরি অনবদ্য প্রচ্ছদও পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ। জানা গিয়েছে, পত্রিকাটি মেদিনীপুরের 'ভূর্যপত্র', 'মল্লিক পুস্তক বিপণী' এবং কলকাতার 'ধ্যানবিন্দু'তে পাওয়া যাবে। এদিন গান, নাচ, আবৃত্তি ও 'চারুশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ক অধ্যাপক ড. লায়েক আলী খানের মনোজ্ঞ বক্তৃতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিল্পী বিশ্বেশ্বর সরকারকে তচারুপ্রভা শিল্প সম্মাননা
২০২৬দ প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদিকা ড. সোনালী গোস্বামী এবং সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ত্রিপর্ণা

ভোটের পর উন্নয়নের বার্তা, বরাবাজারে প্রশাসনিক বৈঠকে বিধায়ক লবসেন বাসকে

বংশীধর সিংহ, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ নির্বাচনী লড়াইয়ের উত্তাপ কাটতেই এবার উন্নয়নমূলক কাজকে সামনে রেখে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন বান্দোয়ানের নবনির্বাচিত বিধায়ক লবসেন বাসকে। বুধবার বরাবাজার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে তাঁর এই প্রশাসনিক বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দুপুর দু'টো নাগাদ বরাবাজার বিডিও অফিসে পৌঁছান বিধায়ক। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বান্দোয়ান ও ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মী। কার্যালয়ে পৌঁছতেই ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত বিধায়ককে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নিজে ফুলের তোড়া ও মানপত্র তুলে দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। তবে এই সাক্ষাৎ শুধু সৌজন্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বৈঠকে বান্দোয়ান বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা, সরকারি প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি এবং উন্নয়নমূলক কাজের গতি নিয়ে

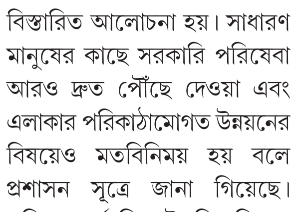

বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও দ্রুত পৌঁছে দেওয়া এবং এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়েও মতবিনিময় হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বান্দোয়ান ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি জনার্দন সিংহ মোদক, সাধারণ সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুম্ভকার, ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সদস্য নিশাপতি মাহাতো, সদস্যা মনি মাহাতো এবং জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত মিশ্র সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। স্থানীয় মানুষের রায়ে নির্বাচিত হওয়ার পর প্রশাসনের সঙ্গে এই সমন্বয় ভবিষ্যতে বান্দোয়ানের উন্নয়নে কতটা ইতিবাচক ভূমিকা নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

আগুনে পুড়ে ছাই ঘরবাড়ি, অসহায় পরিবারের পাশে বিধায়ক ও প্রশাসন

নয়া জামানা , ডেবরা ঃ ডেবরায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব হারানো পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় বিধায়ক ও প্রশাসনের আধিকারিকরা।

বুধবার দুপুরে ডেবরার বিজেপি বিধায়ক শুভাশীষ ওম বিডিও, এসডিপিও এবং ডেবরা থানার ওসিকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ত্রাণ সামগ্রী ও জরুরি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ডেবরা বাজার সংলগ্ন ডেবরা-বালিচক রাজ্য সড়কের ধারে থাকা বেলা বিষই ও গোষ্ঠ বিষইয়ের বাড়িতে আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ আকার নেয় এবং গোটা বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে বাড়ির প্রায় সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে ঘরের আসবাবপত্র, পোশাক, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যায়। আগুনে পরিবারের দুই গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে বুধবার ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিধায়ক শুভাশীষ ওম। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

নয়া জামানা

চন্দ্রনাথ রথ খুনে সিবিআইয়ের ভরসা থ্রিডি প্রযুক্তি

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ চন্দ্রনাথ রথ খুনের তদন্তে এ বার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে সিবিআই। মধ্যমগ্রামের দোহারিয়ায় যেখানে এই চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে থ্রিডি স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে গোটা ঘটনাস্থলের ডিজিটাল পুনর্গঠন শুরু করেছে তদন্তকারী সংস্থা। এই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে খুনের সময়কার পরিস্থিতি আরও নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চলছে। বুধবার ফের ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ দল।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের খুনের তদন্তভার সম্প্রতি হাতে নিয়েছে সিবিআই। তারপর থেকেই তদন্তে গতি এসেছে। মঙ্গলবারও আধিকারিকরা এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। বুধবার সকালে ফের ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকা ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলে সিবিআই। তদন্তকারীরা খুঁটিয়ে দেখেন রাস্তার অবস্থান, গাড়ির গতিপথ, সম্ভাব্য যাতায়াতের রুট এবং আশপাশের বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার অবস্থান। তদন্তে ব্যবহার করা হয় অত্যাধুনিক থ্রিডি স্ক্যানার, যার মাধ্যমে ঘটনাস্থলের একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল থ্রি-ডাইমেনশনাল মডেল তৈরি করা হচ্ছে। সিবিআই সূত্রে খবর, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা তথ্যের সঙ্গে ঘটনাস্থলের বিভিন্ন সূত্র মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি ডিজিটাল ফরেন্সিক বিশ্লেষণেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তদন্তকারীদের মতে, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য বিশ্লেষণই এই খুনের রহস্য উদঘাটনে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলার

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বরাহনগরে তোলাবাজি ও জোর করে ভাড়াটে বসানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল তৃণমূল কাউন্সিলার শান্তনু মজুমদার ওরফে মেজোকে। মঙ্গলবার গভীর রাতে বরাহনগর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের এই কাউন্সিলারকে গ্রেপ্তার করে বালি থানার পুলিশ। একইসঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁর ভাই সাগর মজুমদারকেও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এক মহিলার বাড়িতে জোর করে ভাড়াটে ঢোকানোকে কেন্দ্র করেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। অভিযোগ, কাউন্সিলার শান্তনু মজুমদার ওই ঘটনায় সরাসরি জড়িত ছিলেন। পরে বিষয়টি নিয়ে এলাকায় সালিশি সভাও ডাকা হয়। সেই সভাতেও কাউন্সিলারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ওই মহিলা পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে মহিলাকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অভিযোগ জমা পড়ার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপর মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে শান্তনু ও তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গিয়েছে, বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে। পুলিশ তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইবে বলে সূত্রের খবর। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। উল্লেখ্য, এর আগেও ভোটের সময় অশান্তি তৈরির অভিযোগ উঠেছিল শান্তনুর বিরুদ্ধে। ২০২৪ সালের বরাহনগর উপনির্বাচনের দিন সিপিএম প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্যকে মারধরের অভিযোগেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল। এবার নতুন করে গ্রেপ্তারির ঘটনায় ফের চাপে পড়ল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

নথি পোড়ানোর অভিযোগে তুমুল বিক্ষোভ! গোপালনগর পঞ্চায়েতে ঘেরাও প্রধান ও তাঁর স্বামীকে

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বুধবার বিকেলে নথি পোড়ানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকদিন ধরে বন্ধ থাকার পর এদিন হঠাৎ করেই পঞ্চায়েত অফিস খোলা হয়। আর তারপরই শুরু হয় বিতর্ক। স্থানীয়দের অভিযোগ, অফিস খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি ও বিভিন্ন ফাইল পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেন পঞ্চায়েত প্রধান অনুরাধা দাস এবং তাঁর স্বামী। বিকেল প্রায় তিনটে নাগাদ অফিস সংলগ্ন নলকূপে জল আনতে এসে ধোঁয়া বের হতে দেখেন এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা দ্রুত পঞ্চায়েত অফিসের দিকে ছুটে যান। এরপরই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। অভিযোগ, অফিসের ভিতরে সরকারি কাগজপত্র নষ্ট করা হচ্ছিল। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষ পঞ্চায়েত অফিসে জড়ো হন এবং ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে প্রধান ও তাঁর স্বামীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকাবাসী। স্থানীয় সূত্রে দাবি, গত কয়েক বছরে এই পঞ্চায়েতে দুর্নীতি ও সরকারি অর্থ আত্মসাতের একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। সেই কারণেই রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সরানো বা নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে পাথরপ্রতিমা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পুলিশ জানিয়েছে, সরকারি নথি নষ্টের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধান বা তাঁর স্বামীর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চাপানউতোর।

পুরসভা অচল, পরিষেবা সচল রাখতে প্রশাসনের দ্বারস্থ পানিহাটির পুরপ্রধান

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক পুরসভায় অচলাবস্থার অভিযোগ উঠেছে। সেই তালিকায় রয়েছে পানিহাটি পুরসভাও। নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে এবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন পানিহাটির পুরপ্রধান সোমনাথ দে। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক এবং ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি দিয়ে পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখতে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। পুরপ্রধানের অভিযোগ, একদল বহিরাগত জোর করে পুরসভায় ঢুকে ভয় দেখাচ্ছে এবং কাজকর্ম ব্যাহত করছে। এর ফলে পানীয় জল সরবরাহ, জঞ্জাল পরিষ্কার, রাস্তার আলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিকাশি সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষও সমস্যার মুখে পড়ছেন বলে দাবি তাঁর। সোমনাথ দে আরও অভিযোগ করেছেন, তিনি যে ১৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন, সেই এলাকার বঙ্কিমপল্লিতে অবস্থিত তাঁর কার্যালয় দখল হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, পুর এলাকার বহু পুর প্রতিনিধির অফিসও বন্ধ রয়েছে। ফলে নাগরিকদের বিভিন্ন পরিষেবা পেতে সমস্যা হচ্ছে। অন্যদিকে, পানিহাটির নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক রত্না দেবনাথ বলেন, তকারও সমস্যা হলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে বলা হয়েছে। তবে কোনও দলীয় কার্যালয় বন্ধ করে রাখার ঘটনা আমার জানা নেই।দ তিনি আরও জানান, কমিউনিটি হল শুধুমাত্র জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যই থাকবে। এদিকে কামারহাটিতেও নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। সেখানে বিজেপি নেতৃত্ব পুরপ্রধানের সঙ্গে বৈঠক করে পরিষেবা সচল রাখার দাবি জানিয়েছে। যদিও কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহার দাবি, তপুরসভা পুরোপুরি অচল নয়, কিছু পরিষেবায় সাময়িক সমস্যা রয়েছে।দ সব মিলিয়ে রাজনৈতিক পালাবদলের পর শিল্পাঞ্চলের পুরসভাগুলিতে প্রশাসনিক টানাপোড়েন ক্রমেই বাড়ছে।

ভাটপাড়া পুরসভা অচল, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বাড়ছে চাপ

নয়া জামানা , ভাটপাড়া ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই ভাটপাড়া পুরসভায় কার্যত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পুরসভার স্বাভাবিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে চলে এল তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভাটপাড়া পুরসভার উপ পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ সরাসরি দলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন। ভাটপাড়া পুরসভার মোট ৩৫টি ওয়ার্ডের সবকটিই তৃণমূলের দখলে থাকলেও গত এক সপ্তাহ ধরে চেয়ারম্যান রেবা রাহা, ভাইস চেয়ারম্যান দেবজ্যোতি ঘোষ, সিআইসি সদস্য ও কাউন্সিলারদের অনেককেই পুরসভায় দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। ফলে পুর পরিষেবা কার্যত থমকে গিয়েছে। পানীয় জল, নিকাশি, শংসাপত্র সহ একাধিক পরিষেবা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ মানুষ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভাটপাড়া ও জগদ্দল; দুই কেন্দ্রেই জয় পেয়েছে বিজেপি। জগদ্দলে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সোমনাথ শ্যামকে হারিয়ে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার রাজেশ কুমার। এই হারের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী অমিত গুপ্তাকে পাশে বসিয়ে দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, তপুরসভা চালানোর ক্ষমতা আমাদের হাতে ছিল না। সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন সোমনাথ শ্যাম।দ তাঁর দাবি, দুর্বল পুর পরিষেবা এবং সংগঠনের অভাবের কারণেই ভাটপাড়া ও জগদ্দলে দলের ভরাডুবি হয়েছে। অন্যদিকে সোমনাথ শ্যাম পাল্টা বলেন, তনিজেদের কাজ ঠিকমতো করলে এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না।দ বিজেপিও এই ইস্যুতে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেছে। বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তাপস ঘোষের দাবি, মানুষের সামনে যেতে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্ব। সব মিলিয়ে ভাটপাড়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। পুরসভা কবে স্বাভাবিক হবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

পালাবদলের পর গা ঢাকা জাহাঙ্গীর! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরছেন ফলতার ঘরছাড়ারা

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা এলাকায় বদলাতে শুরু করেছে দীর্ঘদিনের আতঙ্কের ছবি। এলাকায় প্রভাবশালী নেতা বলে পরিচিত জাহাঙ্গীর খান ও তাঁর কথিত 'বাইক বাহিনী' বর্তমানে পলাতক বলে দাবি স্থানীয়দের। আর সেই পরিস্থিতিতেই দীর্ঘদিন ঘরছাড়া থাকা বহু পরিবার ধীরে ধীরে নিজেদের বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে জাহাঙ্গীর খান ও তাঁর অনুগামীরা এলাকায় ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল। বিরোধী মতের মানুষদের উপর হামলা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা আদায় এবং ভয় দেখানোর মতো একাধিক অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তোলা না দিলে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হতো, এমনকি জোর করে ব্যবসা দখলের ঘটনাও ঘটেছে। এলাকাবাসীর আরও দাবি, সাধারণ মানুষ তো বটেই, মহিলারাও নিরাপদ ছিলেন না।

কেউ প্রতিবাদ করলেই তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ফলে বহু মানুষ বাধ্য হয়ে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফলতার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা এসইজেড এলাকাতেও তোলাবাজির প্রভাব পড়ে। একাধিক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু শ্রমিক কাজ হারান। দীর্ঘদিনের আতঙ্ক ও অস্থিরতার পর এখন মানুষ কিছুটা স্বস্তির হাওয়া অনুভব করছেন। যদিও অনেকের বক্তব্য, ভয়ের পরিবেশ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। এরই মধ্যে আগামী ২১ মে পুনর্নির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। শাসকদলের প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান আদৌ এলাকায় প্রচারে আসবেন কি না, তা নিয়েই এখন জোর আলোচনা চলছে।

জনপরিষেবা বন্ধ নয়, তালা ভেঙে পঞ্চায়েত খুললেন দীপক হালদার

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা,ডায়মন্ড হারবার ঃ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের বোলসিদ্ধি কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে অচলাবস্থার অভিযোগ উঠছিল। পঞ্চায়েতের মূল গেটে তালা ঝুলে থাকায় বন্ধ হয়ে পড়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম। ফলে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, আবাস যোজনা সহ একাধিক সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতির খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিজেপি প্রার্থী দীপক কুমার হালদার। পঞ্চায়েত অফিস তালাবদ্ধ দেখে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে তালা ভেঙে পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বহু মানুষ ঘটনাস্থলে জড়ো হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দীপক হালদারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে পঞ্চায়েত অচল করে সাধারণ মানুষের সমস্যা বাড়ানো হয়েছে। তাঁর দাবি, কিছু দুষ্কৃতী গেরুয়া ফেট্টি পরে বিজেপির নাম ভাঙিয়ে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই এই চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেন তিনি। দীপক হালদার বলেন, তমানুষ সরকারি পরিষেবা পাবে, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। রাজনৈতিক কারণে পঞ্চায়েত বন্ধ রাখা যায় না। তাই মানুষের স্বার্থেই আজ তালা খুলে পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।দ স্থানীয় বাসিন্দারাও পঞ্চায়েত বন্ধ থাকার ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের দাবি, কয়েকদিন ধরে জরুরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ চরম সমস্যায় পড়েছিলেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হলেও প্রশাসন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে।

বারাসতে পদ্ম ফোটার নেপথ্যে সুবীর! বি জে পি-র জয়ে বাড়ল সংগঠকের গুরুত্ব

নয়া জামানা , বারাসত ঃ স্বাধীনতার পর এই প্রথম বারাসত বিধানসভা কেন্দ্রে জয় পেল বিজেপি। দীর্ঘদিনের তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে এবার ফুটেছে পদ্মফুল। বিজেপির প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। আর এই ঐতিহাসিক জয়ের নেপথ্যে অন্যতম মুখ হিসেবে উঠে আসছে বিজেপি নেতা সুবীর শীলের নাম। বারাসত পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুবীর শীল দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। জেলার রাজনীতিতে খুব বেশি প্রচারে না থাকলেও রাজ্য বিজেপির অন্দরে তিনি পরিচিত দক্ষ সংগঠক হিসেবে। বর্তমানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পার্সোনাল সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করছেন তিনি। ফলে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সুবীরের যোগাযোগ যথেষ্ট মজবুত বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। দলের সূত্রের খবর, বারাসত জয়ের জন্য শুরু থেকেই সক্রিয় ছিলেন সুবীর। ভোটের কৌশল তৈরি থেকে সংগঠন শক্তিশালী করা; সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পছন্দের প্রার্থী হিসেবেই শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় টিকিট পেয়েছিলেন বলে বিজেপির অন্দরে আলোচনা রয়েছে। তবে প্রার্থী ঘোষণার পর দলের ভিতরে বিরোধও তৈরি হয়েছিল। বিজেপি নেতা তাপস মিত্র নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। পরে দলের চাপেই তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই পরিস্থিতি সামাল দিতেও সুবীর শীলের প্রভাব কাজ করেছে। বারাসতে জয়ের পর এখন নতুন লক্ষ্য দুর্নীতি ও বেআইনি ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযান। শহরের বিভিন্ন এলাকায় জুয়া, সাট্টা ও লোটোর ব্যবসা বন্ধে সক্রিয় হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। সুবীর শীল বলেন, আমি দলের সাধারণ কর্মী। মানুষের পাশে থেকে দুর্নীতিমুক্ত বারাসত গড়াই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম বারাসত বিধানসভা কেন্দ্রে জয় পেল বিজেপি। দীর্ঘদিনের তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিতে এবার ফুটেছে পদ্মফুল। বিজেপির প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন। আর এই ঐতিহাসিক জয়ের নেপথ্যে অন্যতম মুখ হিসেবে উঠে আসছে বিজেপি নেতা সুবীর শীলের নাম। বারাসত পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুবীর শীল দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির সঙ্গে যুক্ত।

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার চিকিৎসক, চাঞ্চল্য সন্দেশখালিতে

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক চিকিৎসককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ন্যাজাট থানার সাকদা এলাকায়। ধৃতের নাম ডক্টর ফারুক হোসেন গাজী। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সাকদা এলাকায় ফারুক হোসেন গাজীর একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখানে এলাকার বহু শিশুর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। অভিযোগ, ওই প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিল এলাকার এক নাবালিকা। পরে দুপুরে বাড়ি ফিরে কান্নাকাটি শুরু করে সে। পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জানতে চাইলে নাবালিকা অভিযোগ করে, প্রতিষ্ঠানের ভিতরে তাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা অভিযুক্ত চিকিৎসককে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আটকে রাখেন। পরে খবর পেয়ে ন্যাজাট থানার পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে প্রথমে অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার ধৃত চিকিৎসককে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি আদালতে তার গোপন জবানবন্দিও রেকর্ড করা হবে। ঘটনার পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

হরেকরকম

নয়া জামানা

১২ থেকে ১৮ মে ২০২৬ কেমন যাবে?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
অন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করুন। নিজের ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলুন, এতে অন্যদের কাছে একটা নতুন ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারবেন।

বৃষ রাশি
পারিবরিক এবং কর্মের দিকে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। পরিবারের মানুষ আপনার সঙ্গ আশা করবেন।

মিথুন রাশি
বিদ্যার্থীদের জন্য ভাল। বিদ্যার্থীরা বহুমুখী প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পেতে পারে।

কর্কট রাশি
খুবই উত্তেজনার মধ্যে কাটাবেন। যার ফলে মেজাজ ক্ষিপ্ত থাকতে পারে।

সিংহ রাশি
ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে খরচ বাড়তে পারে। প্রেমের দিক বেশ ভাল থাকবে, তবে সময়ের সঙ্গে চলতে না পারায় অশান্তি হতে পারে।

কন্যা রাশি
অনেক দিন ধরে না-আদায় হওয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। আর্থিক স্থিতি ভালই হবে।

তুলা রাশি
পরিবারের মানুষের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটান, অন্যথায় তাঁদের অভিযোগের শিকার হতে হবে। সন্তানেরা চাইবে আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে।

বৃশ্চিক রাশি
নিজের ব্যবসা কারও প্রতি বেশি বিশ্বাস করে ছেড়ে দেবেন না, ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমে বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে, সঙ্গীর সঙ্গে বুঝে ব্যবহার করুন।

ধনু রাশি
কর্মের জায়গায় কারও উপদেশ নিতে যাবেন না, নিজে বুদ্ধিতেই কাজ করুন। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

মকর রাশি
কাউকে উপদেশ দিয়ে সম্মানিত হতে পারেন। সামাজিক কাজের জন্য কোথাও যেতে হতে পারে।

কুম্ভ রাশি
প্রত্যেকের প্রতি সৃজনশীল ব্যবহার এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। দয়ালু স্বভাবটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করুন।

মীন রাশি
অনেক দিনের কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাইলে খুব বুঝে কথা বলুন। বাড়ির মানুষেরা আপনাকে নাও বুঝতে পারেন।

কষ্ট কমানোর বড় ওষুধ স্পর্শ, নিঃসঙ্গ জীবনে এর বিকল্প কী

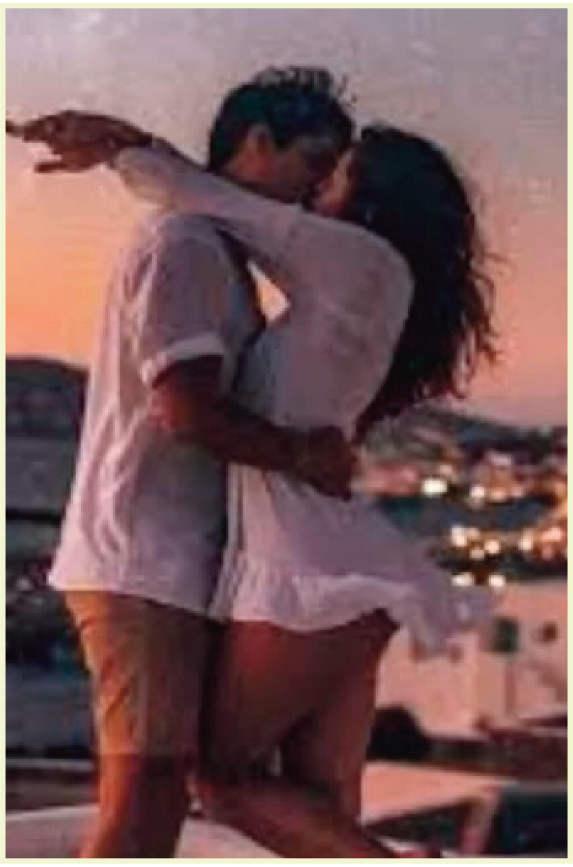

নয়া জামানা ঃ মানুষ সামাজিক প্রাণী হলেও আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা ও যান্ত্রিকতায় মানবিক সংযোগ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। অথচ বিজ্ঞান বলছে, শুধু আবেগের নয় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্যও ‘স্পর্শ’ একটি অপরিহার্য চাহিদা। কান্নার মুহূর্তে কেউ কাঁধে হাত রাখলে বা আলিঙ্গন করলে ভেতরে যে স্বস্তি আসে, তার পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট জৈবিক কারণ।

দীর্ঘদিন এই স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থাকলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে, বিষণ্নতা বাড়ে এবং হৃদ্ রোগের ঝুঁকিও তৈরি হয়। মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণায় উঠে আসছে স্পর্শের এই বহুমাত্রিক প্রভাবের চিত্র।

জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই স্পর্শ মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িত। জন্মের পর মায়ের উষ্ণ ছোঁয়া নবজাতকের শরীরের তাপমাত্রা, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে সরাসরি ভূমিকা রাখে। যেসব শিশু যথেষ্ট স্পর্শ পায় না, তাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়;এটি গবেষণায় প্রমাণিত।

কাউকে জড়িয়ে ধরা বা হাত মেলানোর সঙ্গে সঙ্গে মানবশরীরে অক্সিটোসিন নিঃসৃত হয়, যাকে বলা হয় ‘ভালোবাসার হরমোন’। এই হরমোন মানসিক চাপ কমায় এবং মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও আত্মিক বন্ধন গড়ে তোলে। গবেষণায় দেখা গেছে, তীব্র মানসিক চাপের মুহূর্তে প্রিয় কারও হাত ধরলে মস্তিষ্ক দ্রুত শান্ত হয়ে আসে। কেবল প্রিয়জন নয়, এমনকি কোনো অপরিচিত মানুষও সমব্যথী হয়ে হাত ধরলে সেই শান্তির অনুভূতি কাজ করে।

দীর্ঘদিন মানবিক স্পর্শ থেকে দূরে থাকলে শরীর ও মন দুটোতেই ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল করে দেয়, ফলে এ ধরনের মানুষ সহজেই ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত হন। বিষণ্নতা, উৎকণ্ঠা ও অতিরিক্ত উত্তেজনার সঙ্গেও স্পর্শহীনতার সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গেছে। এটি মানুষের আচরণকে আক্রমণাত্মক ও রুক্ষ করে তুলতে পারে।পাশাপাশি নিয়মিত আলিঙ্গন বা স্পর্শ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এর অভাবে হৃদ্ রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাজীবনেও স্পর্শের প্রভাব চোখে পড়ার মতো। যে দলের খেলোয়াড়েরা পরস্পরকে বেশি হাই-ফাইভ দেন বা আলিঙ্গন করেন তাদের জয়ের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীর কাঁধে হাত রেখে উৎসাহ দিলে সেই শিক্ষার্থীর শেখার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যায় বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। এমনকি রেস্টুরেন্টে ওয়েটার যদি খদ্দেরের কাঁধে আলতো হাত রেখে কথা বলেন, তাহলে সেই খদ্দের বেশি বকশিশ দেন এটিও গবেষণায় প্রমাণিত।

যাদের জীবনে প্রিয়জনের সান্নিধ্য কম, তারাও কিছু উপায়ে এই অভাব কিছুটা পূরণ করতে পারেন। ম্যাসাজ থেরাপি শরীরের টিস্যু উদ্দীপিত করে এবং মানসিক প্রশান্তি আনে। বিড়াল বা কুকুরকে আদর করা ও কোলে নেওয়া মানুষের স্পর্শের মতোই শরীরে হরমোন নিঃসরণে সাহায্য করে। ঘুমানোর সময় ভারী কম্বল ব্যবহার করলে শরীরে যে চাপ তৈরি হয় তা আলিঙ্গনের কাছাকাছি অনুভূতি দেয় এবং স্নায়ুতন্ত্র শান্ত করে। গরম জলে স্নান করা, হারবাল চা পান করা বা নিজেকে নিজে জড়িয়ে ধরার মতো সাধারণ অভ্যাসও সাময়িক আরাম দিতে পারে।তবে এই আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মনে রাখা দরকার স্পর্শের ক্ষেত্রে সম্মতি বা ‘কনসেন্ট’ সবচেয়ে জরুরি বিষয়। যান্ত্রিক এই পৃথিবীতে প্রিয়জনকে সময় দেওয়া, হাতে হাত রাখাবএই ছোট ছোট মানবিক মুহূর্তগুলোই জীবনকে আরও সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে পারে।

গরমে ঠোঁট ফাটলে কী করবেন

নয়া জামানা ঃ তীব্র গরমে শুধু ঘাম বা ত্বকের সমস্যা নয়, অনেকের জন্য অস্বস্তির আরেক নাম হয়ে দাঁড়ায় ঠোঁট ফেটে যাওয়া। শীতকালে এ সমস্যা বেশি দেখা গেলেও গরমেও জলশূন্যতা ও শুষ্কতার কারণে ঠোঁট ফেটে যেতে পারে।

ঠোঁটের ত্বক শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি পাতলা ও সংবেদনশীল। এখানে ঘাম বা তেল গ্রন্থি খুব কম থাকায় ঠোঁট সহজে আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে না। ফলে তীব্র গরমে দ্রুত শুষ্ক হয়ে ফেটে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

গরমে শরীর থেকে অতিরিক্ত ঘাম বের হওয়া ও পর্যাপ্ত জল না খাওয়ার কারণে জলশূন্যতা দেখা দেয়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে ঠোঁটে। ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায়, খোসা ওঠে, এমনকি ফেটে রক্ত বের হওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, রোদের অতিবেগুনি রশ্মিও ঠোঁটের জন্য ক্ষতিকর। দীর্ঘ সময় রোদে থাকলে ঠোঁটের আর্দ্রতা কমে যায় এবং ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে শুধু ফাটা নয়, অনেক সময় ঠোঁট কালচে হয়ে যাওয়ার সমস্যাও দেখা দেয়।

এ ছাড়া ঠোঁট শুকিয়ে গেলে বারবার জিভ দিয়ে ভেজানোর অভ্যাসও ক্ষতির কারণ হতে পারে। লালা দ্রুত শুকিয়ে গিয়ে ঠোঁটকে আরও শুষ্ক করে তোলে, ফলে ফাটা বেড়ে যায় এবং জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়।শুধু আবহাওয়া নয়, খাদ্যাভ্যাসও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন বি, আয়রনসহ কিছু পুষ্টির ঘাটতি এবং অতিরিক্ত ঝাল বা ভাজাপোড়া খাবার ঠোঁটের শুষ্কতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, কিছু লিপস্টিক বা লিপ কেয়ার প্রোডাক্টে থাকা রাসায়নিক উপাদানও ঠোঁটকে শুষ্ক করে দিতে পারে, যা সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী করে।গরমে ঠোঁট ভালো রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শরীরকে আর্দ্র রাখা। পর্যাপ্ত জল পান, ফলমূল খাওয়া এবং নিয়মিত লিপ বাম ব্যবহার করা উচিত।

নজরে INSTA

প্রনীথা

মোহনা

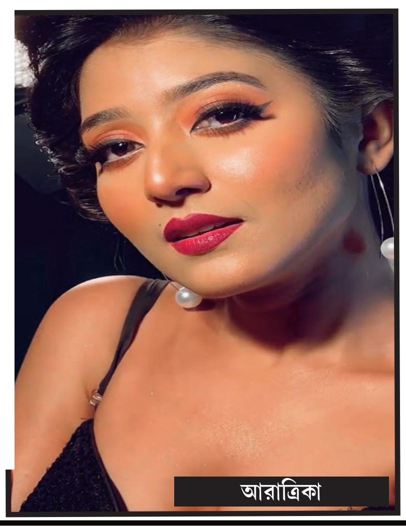
আরাত্রিকা

রাজনন্দিনী

জয়া

বৃষ্টি এলেই কেন এতো খিচুড়ি খেতে ইচ্ছে করে?

নয়া জামানা ঃ জানালার কাঁচে টুপটাপ শব্দে বৃষ্টি পড়ে।আকাশ ধূসর হয়ে আসে।দূরের গাছগুলো ঝাপসা লাগে। বাতাসে একটা ভেজা গন্ধ। মাটির গন্ধ। সেই গন্ধ নাকে ঢুকতেই মনটা একটু নরম হয়ে যায়। ব্যস্ততা থেমে যায়। সময় ধীর হয়। এই ধীর হয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই কোথা থেকে যেন মাথায় আসে এখন যদি এক প্লেট গরম খিচুড়ি পাওয়া যেত! এই অনুভূতিটা এত পরিচিত ও গভীর যে, এ নিয়ে আমরা কেউই খুব একটা প্রশ্ন তুলি না। বরং স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিই, বৃষ্টি মানেই খিচুড়ি। যেন এই সমীকরণটা আমাদের ভেতরে কোথাও চুপচাপ লিখে রাখা আছে।খিচুড়ি আসলে কেবল একটি খাবার নয়। এটি এক ধরনের অনুভূতি, যা আমাদের ভেতরে জমে থাকা বহু দিনের স্মৃতি আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে আছে।

ছোটবেলার বৃষ্টিভেজা দিনগুলোর কথা মনে পড়লেই এই সম্পর্কটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন বৃষ্টি মানেই ছিল ছুটি, ছিল অলস দুপুর, ছিল রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা পেঁয়াজ-হলুদের গন্ধ। হাঁড়িতে ধীরে ধীরে ফুটতে থাকা চাল আর ডালের সঙ্গে যেন জমে উঠত এক অদৃশ্য উত্তেজনা কখন খেতে ডাকবে!

সেই গরম খিচুড়ির প্লেট, পাশে ডিম ভাজি বা বেগুন ভাজা, বাইরে ঝরতে থাকা বৃষ্টি এই দৃশ্যটা শুধু খাবারের নয়, এটি নিরাপত্তা আর স্বস্তির এক নিখুঁত ছবি। মনে হতো, পৃথিবীর সব অস্থিরতা দরজার বাইরে থেমে আছে। এই যে শান্তি, এই যে ঘরের উষ্ণতা এসবই খিচুড়ির স্বাদের সঙ্গে মিশে আমাদের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে গেছে।

তবে এই অভ্যাসের শেকড় আরও গভীরে। আমাদের কৃষিভিত্তিক জীবন, বিশেষ করে গ্রামবাংলার বাস্তবতায় বর্ষা মানেই ছিল একদিকে কাজের সময়, আবার অন্যদিকে থেমে যাওয়ার সময়ও। টানা বৃষ্টিতে যখন বাইরে যাওয়া কঠিন হতো, তখন ঘরে যা আছে তা দিয়েই রান্না করতে হতো। চাল আর ডাল এই দুটো উপকরণ প্রায় সব ঘরেই থাকত। সেখান থেকেই তৈরি হতো খিচুড়ি, যা সহজ, পুষ্টিকর এবং পেট ভরানো। ধীরে ধীরে এই বাস্তব প্রয়োজনই পরিণত হয়েছে সংস্কৃতিতে।

গ্রামের টিনের চালের ওপর বৃষ্টির শব্দ, উঠানে জমে থাকা জল, কাদায় ডোবা পা এসবের মাঝেও এক হাঁড়ি খিচুড়ি ঘিরে বসে খাওয়ার যে অভ্যাস, তা শুধু ক্ষুধা মেটানোর নয়, এটি একসঙ্গে থাকার আনন্দও তৈরি করে। এই মিলেমিশে থাকা, এই ভাগ করে নেওয়ার অভ্যাস খিচুড়িকে একধরনের সামাজিক প্রতীকে পরিণত করেছে।

শহর বদলেছে, জীবনযাত্রা বদলেছে, কিন্তু বৃষ্টির দিনের অনুভূতি খুব একটা বদলায়নি। বরং ব্যস্ত শহুরে জীবনে বৃষ্টি যেন একটু বিরতি এনে দেয়। রাস্তা ফাঁকা লাগে, সময় ধীর হয়, মানুষ ঘরে ফিরতে চায়। সেই থেমে যাওয়া সময়টায় সহজ, উষ্ণ, ঝামেলাহীন কিছু খেতে ইচ্ছে করে খিচুড়ি ঠিক সেই জায়গাটায় গিয়ে মিলে যায়।

আবহাওয়ার প্রভাবও কম নয়। বৃষ্টির দিনে শরীর গরম ও আরামদায়ক খাবার চায়, কিন্তু ভারী কিছু নয়। খিচুড়ির নরম, উষ্ণ স্বভাব শরীরকে যেমন আরাম দেয়, তেমনি মনকেও শান্ত করে। এই শারীরিক আর মানসিক আরামের মিলনই খিচুড়ির প্রতি টানকে আরও গভীর করে তোলে।

মজার বিষয় হলো, খিচুড়ি আমরা অন্য সময়েও খাই, কিন্তু তখন সেটা কেবল ‘খাওয়া’। আর বৃষ্টির দিনে? সেটি হয়ে ওঠে ‘অনুভব’। একই স্বাদ, একই উপকরণ তবু অন্যরকম লাগে। কারণ তখন চারপাশের আবহাওয়া, স্মৃতি আর মন সব একসঙ্গে মিশে যায়।

এই মিশে যাওয়ার জায়গাটাই আসল। খিচুড়ি তখন আর শুধু খাবার থাকে না, হয়ে ওঠে ঘরের প্রতীক, মাটির প্রতীক, আপনজনের প্রতীক। তাই বৃষ্টি নামলেই আমরা খিচুড়ির কথা ভাবি শুধু পেট ভরানোর জন্য নয়, বরং একটু ফিরে যাওয়ার জন্য, একটু থেমে থাকার জন্য, নিজের ভেতরে একটু আশ্রয় খুঁজে নেওয়ার জন্য।

শেষ পর্যন্ত, এক প্লেট গরম খিচুড়ির ভেতরেই আমরা খুঁজে পাই আমাদের জীবনের সহজ ছন্দ, শিকড়ের টান আর সেই নির্ভেজাল শান্তি, যা হয়তো ব্যস্ত জীবনে খুব কমই পাওয়া যায়।

একটানা নয়, দুই দফায় ঘুমানোর পরামর্শ

নয়া জামানা ঃ আধুনিক বিশ্বে সুস্থ থাকার আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে আমরা টানা আট ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছি।

তবে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘুমের ধরণ ছিল বর্তমানের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বৈচিত্র্যময়। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে শুরু করে ভিক্টোরিয়ান যুগের বিভিন্ন নথিতে ‘বাইফ্যাসিক স্লিপ’ বা দ্বিখণ্ডিত ঘুমের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসবিদ রজার একির্চ প্রায় ৫০০টিরও বেশি ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, শিল্প বিপ্লবের আগে মানুষ মূলত দুই দফায় ঘুমাতে অভ্যস্ত ছিল। এই প্রাচীন জীবনধারায় মানুষ সূর্যাস্তের পরপরই বিছানায় যেত এবং রাত ১০টা বা ১১টার দিকে তাদের ‘প্রথম ঘুম’ ভেঙে যেত।প্রথম দফার এই ঘুম ভাঙার পর মানুষের জীবনে ‘ওয়াচিং’ বা জেগে থাকার একটি বিশেষ বিরতি আসত যা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক স্থায়ী হতো। এই সময়টুকুতে মানুষ অলস বসে না থেকে ঘরের টুকটাক কাজ, পড়াশোনা, প্রতিবেশী বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গল্পগুজব এবং ধর্মীয় উপাসনা করত। মধ্যরাতের এই বিরতি শেষে তারা পুনরায় ‘দ্বিতীয় ঘুমে’ তলিয়ে যেত এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত সেই বিশ্রাম চলত। বিজ্ঞানীদের মতে, কৃত্রিম আলোর অনুপস্থিতিতে মানুষের শরীর মেলাটোনিন হরমোনের নিঃসরণকে ভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করত বলেই এমনটি হতো। নব্বইয়ের দশকে মনোবিজ্ঞানী টমাস ওয়্যারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষকে দীর্ঘ সময় অন্ধকারে রাখা হলে তাদের শরীর প্রাকৃতিকভাবেই এই দ্বিখণ্ডিত ঘুমের প্যাটার্নে ফিরে যায়।

এই দুই ঘুমের মধ্যবর্তী সময়ে মানবদেহে ‘প্রোল্যাকটিন’ নামক এক ধরনের হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা মানুষকে মানসিকভাবে শান্ত এবং অত্যন্ত সৃজনশীল করে তোলে। আধুনিক যুগের অনেক অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়ার রোগী আসলে এই প্রাচীন জৈবিক ঘড়ির প্যাটার্নেই আটকে আছেন যা বর্তমানের যান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে রাস্তার আলোর প্রচলন এবং পরবর্তীকালে শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃত্রিম আলোর বিস্তার মানুষের এই আদিম অভ্যাসকে বদলে দেয়।

দেশ বিদেশ

নয়া জামানা

ফের হামলা হলে ৯০ শতাংশ পরিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম তৈরি করব

ট্রাম্পকে পরমাণু প্রত্যাঘাতের হুমকি ইরানের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মার্কিন সেনা আবার হামলা চালালে নতুন করে পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের উপযোগী ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের পথে হাঁটবে ইরান। মঙ্গলবার এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরান পার্লামেন্টের মুখ পাত্র ইব্রাহিম রেজাই। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, যুদ্ধ যদি আবার শুরু হয়, তবে পার্লামেন্ট পারমাণু অস্ত্র তৈরির উপযোগী ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করবে। হামলা হলে ইরানের অন্যতম বিকল্প হতে পারে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করা।ঘটনাচক্রে, মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্র পাকিস্তানের মাধ্যমে ইরান যে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাঠিয়েছিল সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তা খারিজ করে দিয়েছিলেন। ট্রাম্প বলেন, গত ৮ এপ্রিল শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতিটি বর্তমানে 'লাইফ সাপোর্টে' রয়েছে।'' ট্রাম্পের ওই ঘোষণার পরেই এই পরমাণু-হুঁশিয়ারি এল তেহরানের তরফে। তবে ট্রাম্পের চিন সফরের আগে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে সামরিক অভিযান শুরুর সম্ভাবনা নেই বলে কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি। তারা জানাচ্ছে, বেজিঙে শি জিনপিঙের সঙ্গে বৈঠকে চিনের 'ইরান নীতি' বদলানোর জন্য চাপ দিতে পারেন ট্রাম্প।প্রসঙ্গত, ইরানের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে একাধিক শর্তের কথা রয়েছে। যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়েছে মোজতবা খামেনেইয়ের দেশ। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালীতে সার্বভৌম কর্তৃত্ব বজায় রাখা, তেল বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং তেহরানের নেতৃত্বাধীন 'অ্যাক্সিস অফ রেজিস্ট্যান্স'-এর সদস্য লেবাননের হিজবুল্লা, ইরাকের 'পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস' (পিএমএফ) এবং আশাব আল-কাহ্ ফের, ইয়েমেনের হুথির উপর হামলা বন্ধেরও দাবি জানানো হয়েছে।পরমাণু বোমা তৈরি করতে গেলে ৯০ শতাংশ বা তার বেশি পরিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম প্রয়োজন। এখনও তেহরান সেই দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি বলেই আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মত। এর আগে ইরানের নাতান্ জে় পরমাণু জ্বালানি উৎপাদন কেন্দ্রেও চুক্তি ভেঙে অতিরিক্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদনের অভিযোগ উঠেছিল ইরানের বিরুদ্ধে।

তেহরান গত বছর আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা আইএইএ-কে জানিয়েছিল তাদের হাতে ৬০ শতাংশ পরিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। যা দিয়ে তুলনায় কম ক্ষমতাসম্পন্ন 'ডার্টি বম্ব' তৈরি করা সম্ভব। বিষয়টি নিয়ে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল আইএইএ-র তরফে। প্রকাশিত কয়েকটি খবরে দাবি, সোমবার ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনা ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও তেহারনের শর্ত মানায় আপত্তির কথা জানিয়েছেন।

অসমে লাভ জিহাদ রুখতে মরিয়া হিমন্ত

হিন্দুত্বে ভরসা রেখে ফল মিলেছে। অসমে ৮২টি আসন জিতেছে বিজেপি। দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে কাজ শুরু করে দিলেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই পাশ হয়ে গেল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের প্রস্তাব। উল্লেখ্য, অসমে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ইস্তেহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। সরকার গড়েই প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজ শুরু করে দিল বিজেপি। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন হিমন্ত। বুধবার প্রথমবার বৈঠকে বসেছে অসমের নতুন মন্ত্রিসভা। সেখানেই পেশ করা হয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া বিল। বুধবারই পাশ হয়ে যায় এই খসড়া। হিমন্তের কথায়, তঅভিন্ন দেওয়ানি বিধির ফলে বহুবিবাহ বন্ধ হবে। লাভ জিহাদ, লিভ ইনে লাগাম টানা যাবে। বিয়ে এবং বিবাহবিচ্ছেদ দুটোই নথিভুক্ত করাতে হবে। মহিলাদের উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করা হবে।দ হিমন্ত আরও বলেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সংকল্পপত্রে। বিজেপি সরকার যে প্রতিশ্রুতি পূরণে বদ্ধপরিকর, সেই বার্তা দিতে চান হিমন্ত। ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ড, গোয়া এবং গুজরাটে চালু হয়ে গিয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। কিন্তু আদিবাসী জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে অসমের বিধি তৈরি করছে হিমন্তের সরকার। বুধবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পাহাড় এবং সমতলের প্রত্যেক আদিবাসী গোষ্ঠীকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বাইরে রাখা হয়েছে। অসমের মানুষের ঐতিহ্য এবং রীতিনীতিকেও বাদ দেওয়া হয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি থেকে। মন্ত্রিসভায় পাশ হওয়ার পরে চলতি মাসের শেষদিকেই বিধানসভায় পেশ হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া বিল। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল, ভোটে জেতার তিন মাসের মধ্যে লাগু হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। সেইসঙ্গে অহমিয়া জনতার ঐতিহ্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনগত সুরক্ষা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। জাতিগত জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে ইউসিসি বাস্তবায়ন করা হবে, এমনটাও বলা হয়েছিল। সেই কথা রাখতে উদ্যোগ নিয়েছেন হিমন্ত। অন্যদিকে পাঁচ বছরের মধ্যে ২ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেও উদ্যোগ নিচ্ছে অসমের নতুন সরকার।

এক দশক পর জিনপিংয়ের ডেরায় ট্রাম্প, সঙ্গী মাস্ক-কুক

দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর ফের চিনের মাটিতে পা রাখতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিন দিনের এই হাই-প্রোফাইল রাষ্ট্রীয় সফরে তাঁর সঙ্গী হচ্ছেন আমেরিকার প্রথম সারির প্রযুক্তি সংস্থাগুলির একঝাঁক শীর্ষ কর্তা। বুধবার বেজিংয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিমান পৌঁছনোর কথা রয়েছে। হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সফরের প্রতিনিধিদলে থাকছেন টেসলা ও স্পেসএক্সের কর্ণধার ইলন মাস্ক, অ্যাপলের শীর্ষ কর্তা টিম কুক এবং ব্ল্যাকরকের ল্যারি ফিঙ্কের মতো তাবড় ব্যক্তিত্বরা। এছাড়াও মেটা, ভিসা, বোয়িং, ব্ল্যাকস্টোন এবং কার্গিলের মতো বিশ্বখ্যাত মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলির ডজনেরও বেশি শীর্ষ আধিকারিক এই সফরে প্রেসিডেন্টের সঙ্গী হচ্ছেন। ২০১৭ সালের পর এটিই ট্রাম্পের প্রথম চিন সফর। সেবারের মতো এবারও তাঁকে স্বাগত জানাতে বেজিংয়ে বিশাল আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। গত সফরে চিনের 'নিষিদ্ধ শহর'-এ (ফরবিডেন সিটি) ট্রাম্পের সম্মানে যে বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল, তা ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্টদের ক্ষেত্রে রীতিমতো নজিরবিহীন। কূটনৈতিক মহলের ধারণা, এবারও সেই জাঁকজমকের কোনও খামতি রাখছে না বেজিং। চিনা শীর্ষ নেতৃত্বের বাসভবন তথা মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র ঝংনানহাইয়ের অন্দরমহলে এবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের সম্মানে বিশেষ নৈশভোজের আসর বসতে পারে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই সফরের বহিরঙ্গ যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন, এর আলোচ্যসূচি যে অত্যন্ত জটিল হতে চলেছে তা একপ্রকার নিশ্চিত। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, চিনা পণ্যের ওপর বর্ধিত মার্কিন শুল্ক, প্রযুক্তিগত আদানপ্রদানের পাশাপাশি তাইওয়ান এবং বিশেষ করে ইরান ইস্যু এই বৈঠকে সর্বাধিক গুরুত্ব পেতে পারে। এই এক দশকে চিনের সামগ্রিক চিত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। শি জিনপিংয়ের নেতৃত্বে নবায়নযোগ্য শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং রোবোটিক্সের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে চিন বিপুল বিনিয়োগ করেছে। শুধুমাত্র চলতি বছরেই রোবোটিক্স খাতে চিনের প্রায় চারশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। চংকিংয়ের মতো মেগাসিটিগুলি এখন চিনের 'সিলিকন ভ্যালি' হয়ে ওঠার দৌড়ে শামিল। ফলে অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগতভাবে নিজেদের আর আমেরিকার সমকক্ষ প্রমাণ করার কোনও তাগিদ চিনের নেই, বরং ওয়াশিংটন নিজেই এখন বেজিংকে তাদের অন্যতম শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। বাণিজ্য

ও প্রযুক্তির এই লড়াইয়ে দু'দেশের মধ্যে এক নতুন সমীকরণও তৈরি হয়েছে। চিনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিক্স শিল্পের রাশ টানতে পূর্বতন বাইডেন প্রশাসন উন্নতমানের এআই চিপ সরবরাহে যে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে তা আংশিক শিথিল করেছেন। এনভিডিয়া-কে তাদের কিছু চিপ চিনে বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন বাজারে চিনা রপ্তানি গত কয়েক বছরে প্রায় ২০ শতাংশ কমলেও, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর ওয়াশিংটন এখনও চিনের তৃতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। তবে ট্রাম্পের নতুন শুল্ক নীতির প্রশ্নে চিন যে নিজেদের অবস্থান থেকে একচুলও সরবে না, তা আগেভাগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। চিনের বৈদ্যুতিক গাড়ি (ইভি) প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি এখন এতটাই আত্মনির্ভরশীল যে তারা আর মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিশেষত ইরান যুদ্ধের জেরে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে চিনের নিজস্ব বাজারেই বৈদ্যুতিক গাড়ির চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সফরের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য হতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি।

ইরান যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প চাইছেন চিনা প্রেসিডেন্টের সাহায্য নিয়ে তেহরানের সঙ্গে একটি সম্মানজনক চুক্তিতে পৌঁছতে। শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে তিনি এই ঝুলে থাকা চুক্তির জট কাটাতে চাইছেন। বেজিং সফর থেকে ইরান সংক্রান্ত কোনও ইতিবাচক রফাসূত্র নিয়ে দেশে ফিরতে পারলে, তা ট্রাম্পের জন্য মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একটি বিরাট মাইলেজ হিসেবেই কাজ করবে।

বিচারের মহত্ত্বই হলো ক্ষমাঃ যতীন ওজার সাজা স্থগিত রাখল সুপ্রিম কোর্ট

বিচারবিভাগের গরিমা রক্ষা এবং ব্যক্তিগত বাকস্বাধীনতার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত 'ক্ষমা' ও 'সংযমকেই' হাতিয়ার করল দেশের শীর্ষ আদালত। গুজরাত হাইকোর্টকে 'জুয়া খেলার ঠেক' বলে কটাক্ষ করে ফৌজদারি আদালত অবমাননায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন প্রবীণ আইনজীবী যতীন ওজা। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট সেই সাজা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বিচারপতি জে কে মহেশ্বরী এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এটি তাঁর প্রতি আদালতের 'শেষ দফার ক্ষমা'। তবে এই ক্ষমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একাধিক কড়া শর্ত। কী ঘটেছিল? ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালের ৫ জুন, কোভিড অতিমারির আবহে। গুজরাত হাইকোর্ট অ্যাডভোকেটস অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন সভাপতি যতীন ওজা একটি ফেসবুক লাইভে আদালতের রেজিস্ট্রির বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন।

তিনি দাবি করেন, প্রভাবশালী এবং শিল্পপতিদের মামলা আগে শোনা হচ্ছে, আর সাধারণ মানুষ ও জুনিয়র আইনজীবীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। আদালতকে তিনি 'গ্যাম্বলিং ডেন' বা জুয়া খেলার ঠেক বলে আক্রমণ করেন। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে গুজরাত হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা শুরু করে এবং ২০২০ সালের অক্টোবরে তাঁকে আদালত অবমাননায় দোষী সাব্যস্ত করে 'সিনিয়র অ্যাডভোকেট' তকমা কেড়ে নেয়। সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ আদালত এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, গুজরাত হাইকোর্টের রায়ে কোনো ভুল ছিল না। বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য কাম্য নয়। কিন্তু একই সঙ্গে আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে, বিচারবিভাগের আসল শক্তি তার দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতায় নয়, বরং সংযম প্রদর্শনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। বিচারপতিরা

বলেন, তআদালতের হাতে প্রভূত ক্ষমতা থাকলেও বিচারিক ঔদার্যের আসল সারমর্ম হলো আত্মসংযম।দ যতীন ওজা যে অতিমারির সময় জুনিয়র আইনজীবীদের চরম দুর্দশা দেখে আবেগতাড়িত হয়ে ওই মন্তব্য করেছিলেন,

আদালত সেই মানবিক দিকটিও বিবেচনা করেছে। সাজা স্থগিতের শর্ত শীর্ষ আদালত সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ওজার সাজা ও জরিমানা স্থগিত করেছে। এর ফলে তাঁর পেশাগত জীবনে কোনো আইনি বাধা বা অযোগ্যতা (যেমন অ্যাডভোকেটস অ্যাক্টের ২৪-এ ধারা) আপাতত কার্যকর হবে না। তবে প্রতি দু'বছর অন্তর গুজরাত হাইকোর্ট তাঁর আচরণ পর্যালোচনা করবে। আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভবিষ্যতে যদি তিনি ফের একই ধরনের আচরণ করেন, তবে এই ক্ষমা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহার করা হবে এবং স্থগিত রাখা সাজা কার্যকর হয়ে যাবে। সিনিয়র তকমা নিয়ে নির্দেশ যতীন ওজার 'সিনিয়র অ্যাডভোকেট' পদমর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাত হাইকোর্টকে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করার অনুরোধ জানিয়েছে।

আদালত বলেছে, আগেকার আদালত অবমাননার মামলা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁর বর্তমান আচরণ বিচার করে হাইকোর্ট যেন সিদ্ধান্ত নেয়। ওজাকে উদ্দেশ্য করে আদালতের শেষ বার্তা; তিনি যেন ভবিষ্যতে দৃষ্টান্তমূলক আচরণ বজায় রাখেন এবং শীর্ষ আদালতে দেওয়া তাঁর অঙ্গীকার রক্ষা করেন।

হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া গান্ধী

হাসপাতালে ভর্তি কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। গুরুগ্রামের এক শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, সেখানেই একটি অস্ত্রোপচার হবে তাঁর। তবে অস্ত্রোপচারটি খুব গুরুতর কিছু নয় বলেই সূত্রের দাবি। ঠিক কী অস্ত্রোপচার হবে তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। ৭৯ বছরের সোনিয়া রাজস্থানের রাজ্যসভা সাংসদ। সম্প্রতি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে তাঁকে। গত মার্চেই শ্বাসকষ্টের সমস্যা শুরু হওয়ার পর দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল বর্ষীয়ান নেত্রীর। তাঁকে ভর্তি করা হয় দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতালে। এর আগে দু'বার কোভিডেও আক্রান্ত হয়েছেন। কোভিড থেকে সেরে উঠলেও নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগতে হচ্ছে প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীকে। গত বছর শিমলায় বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী।

তাঁকে তড়িঘড়ি শিমলার ইন্দিরা গান্ধী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিমলায় মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বাগানবাড়িতে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কয়েকটি মন্দিরেও যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেত্রীর। কিন্তু আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এছাড়াও গত বছর একাধিকবার

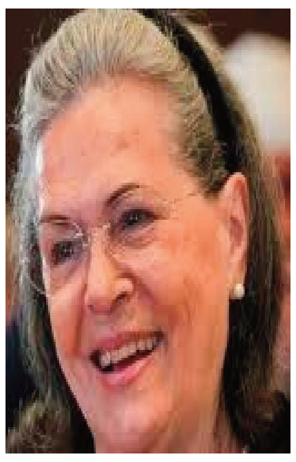

হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরে ৭৯ বছরে পা দিয়েছেন সোনিয়া । ওই সময়ও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আসলে গত বছর তিনেক ধরে মাঝেমধ্যেই সোনিয়ার অসুস্থতার খবর মিলেছে। বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার চিকিৎসা করাচ্ছেন তিনি।

যদিও অসুস্থতার মধ্যেই পরিষদীয় রাজনীতিতে সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। পাঁচবারের লোকসভার সাংসদ সোনিয়া পরে রাজ্যসভার সাংসদ হন। তবে রাজ্যসভার সাংসদ হলেও দলের সংগঠনের বিষয়ে আর সেভাবে মাথা ঘামান না তিনি। যদিও গত দু'দশকের নিরিখে তিনিই কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেত্রী।

লখনউয়ের হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন অখিলেশের সৎ ভাই

প্রয়াত হলেন সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মুলায়ম সিং যাদবের ছোট ছেলে তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের সৎ ভাই প্রতীক যাদব। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৮ বছর। সূত্রের খবর, বুধবার সকাল ৬টা নাগাদ তাঁকে লখনউয়ের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর এই অকালপ্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সমাজবাদী পার্টির তরফে এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে শোকপ্রকাশ করে লেখা হয়েছে, ক্ষ্মপ্রতীক যাদবের প্রয়াণ অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। ঈশ্বর বিদেহী আত্মার শান্তি প্রদান করুন।ক্ষ্ম পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতীক বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে লখনউয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তিও করা হয়েছিল। সেই সময় হাসপাতালে গিয়ে ভাইয়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। চিকিৎসায় সাড়া দেওয়ায় এবং শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় সম্প্রতি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু বুধবার ভোরে আচমকাই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। দেশের অন্যতম হেভিওয়েট রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও প্রতীক যাদব বরাবরই সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখে ছিলেন। যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করার পর তিনি রিয়েল এস্টেট এবং ফিটনেস ব্যবসাতেই মনোনিবেশ করেন। লখনউয়ে তাঁর 'দ্য ফিটনেস প্ল্যানেট' নামে একটি জিম রয়েছে এবং ফিটনেস জগতেও তিনি বেশ পরিচিত মুখ ছিলেন। ব্যবসার পাশাপাশি সমাজসেবা এবং পশুকল্যাণের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। 'জীব আশ্রয়' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে পথকুকুরদের উদ্ধার, চিকিৎসা এবং দেখভালের কাজ করতেন প্রতীক। তাঁর স্ত্রী অপর্ণা যাদব অবশ্য রাজনীতির ময়দানে রয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি উত্তরপ্রদেশ মহিলা কমিশনের ভাইস-চেয়ারপার্সন তথা বিজেপি নেত্রী। সম্প্রতি অপর্ণার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের কিছু জল্পনা ছড়ালেও, কয়েক মাস আগেই পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটানোর ছবি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে সেই জল্পনায় জল ঢেলেছিলেন প্রতীক নিজেই। প্রশাসন সূত্রে খবর, কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে চিফ মেডিক্যাল অফিসারের (সিএমও) তত্ত্বাবধানে কিং জর্জ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির (কেজিএমইউ) মর্গে প্রতীকের দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। ডা. মৌসুমী সিংয়ের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি মেডিক্যাল বোর্ড এই ময়নাতদন্ত করবে, যেখানে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাও উপস্থিত থাকবেন। বোর্ডের অপর দুই সদস্য হলেন ডা. অনুপ কুমার রায়পুরিয়া এবং ডা. ফতিমা হর্ষ। ময়নাতদন্ত শুরুর আগে বুকের এক্স-রে করা হবে এবং গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পঞ্চনামার নথি হাতে পাওয়ার পরই ময়নাতদন্তের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। ইতিমধ্যেই মর্গের বাইরে কড়া পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেখানে পৌঁছেছেন অপর্ণা যাদবের ভাই অমন বিস্ত-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।

দাঁতভাঙা জবাব দিতে প্রস্তুত ইরান ঃ গালিবাফ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাবের বিপরীতে ইরানের দেওয়া জবাবকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'আবর্জনা' বলে প্রত্যাখ্যান করলেও তা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ করছে না তেহরান। সোমবার (১১ মে) ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 'স্মরণীয় শিক্ষা' দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।তিনি বলেন,ইরানের সশস্ত্র বাহিনী যেকোনো উস্কানি বা আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত। গালিবাফ আরও সতর্ক করে দিয়েছেন, তেহরান সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হাতে রেখেছে এবং তাদের বিরোধীরা পরিস্থিতির আকস্মিকতায় 'বিস্মিত' হবে।এর আগে ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশটির এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা জানান, ট্রাম্পের এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই সূত্রটির মতে, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প কোনো পরিকল্পনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তখন বুঝতে হবে যে সেই পরিকল্পনাটি প্রকৃতপক্ষে কার্যকর ও ভালো।তেহরান স্পষ্ট করে দিয়েছে, ট্রাম্পের সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করে ইরানি প্রতিনিধিরা কোনো কাজ করছেন না। অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ জানিয়েছেন, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইরানের পাঠানো জবাবটি তার কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং তিনি এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সংঘাতের এই আবহে ট্রাম্প মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে জানান, তিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এই বিষয়ে দীর্ঘ ও চমৎকার আলোচনা করেছেন। ট্রাম্পের দাবি, ইরানের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি একান্তই তার ব্যক্তিগত এখতিয়ার।উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা চালানোর পর তেহরান পাল্টা জবাব হিসেবে ইসরায়েল ও উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন মিত্রদের লক্ষ্য করে আক্রমণ শুরু করে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। গত ৮ এপ্রিল পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও তা স্থায়ী চুক্তিতে রূপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইরানের দেওয়া প্রস্তাবে মূলত যুদ্ধ বন্ধ করা, দেশটির ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং হরমুজ প্রণালিতে পুনরায় নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।ট্রাম্পের কঠোর অবস্থান এবং ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর পাল্টা প্রস্তুতির ঘোষণা পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকে নতুন করে হুমকির মুখে ফেলেছে। ভুল সিদ্ধান্ত ফল যে সারা বিশ্বের জন্য খারাপ হবে, স্পিকার গালিবাফ তার বার্তায় সেই ইঙ্গিতই প্রদান করেছেন।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

মন্থর ব্যাটিংয়ে আরসিবির কাছে হেরে প্লে অফ স্বপ্ন কঠিন হল নাইটদের

মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মন্থর ব্যাটিং। তার জেরেই প্লে অফের পথ ফের কঠিন করে ফেলল কেকেআর। টানা চার ম্যাচ জিতে বুধবার আরসিবির বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন অজিঙ্ক রাহানেরা। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে বেশ ভালো লড়াইও দিল কেকেআর। কিন্তু দিনের শেষে নিট ফল শূন্য। বিরাট কোহলির দুরন্ত সেঞ্চুরির কাছে পরাস্ত কেকেআর। পয়েন্ট না পেয়েই মাঠ ছাড়তে হল রিঙ্কু সিংদের। আপাতত কেকেআরের প্লে অফে ওঠার রাস্তাটা আরও কঠিন হল।বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে থাকার কারণে নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা পরে টস হয়। রাত পৌনে নটায় ম্যাচ শুরু হয় রায়পুরে। কিন্তু প্রথম থেকেই এদিন কেকেআরকে ভোগাল ব্যাটিং। মারকুটে মেজাজে শুরু করেছিলেন ফিন অ্যালেন। মাত্র ৮ বলে ১৮ রান করে আউট হয়ে যান। কিন্তু উলটোদিকে নাইট অধিনায়ক রাহানের সেই পরিচিত ব্যাটিং। ১৩ বলে রাহানের সংগ্রহ ১৯ রান। অধিনায়কের দেখানো পথেই এদিন হাঁটলেন ক্যামেরন গ্রিন। একটা সময়ে পাঁচ বল খেলে মাত্র দুটি রান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন অজি তারকা। শেষ পর্যন্ত ২৪ বলে ৩২ রান করে আউট হয়ে গেলেন। শেষ পাঁচ ওভারে হাতে উইকেট থাকা সত্ত্বেও কেকেআর করল মাত্র ৫১ রান। অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৭১ রানের ইনিংস খেললেন। কিন্তু উলটো দিকে রিঙ্কু সিং সেভাবে ঝড় তুলতে পারলেন না। তাঁর সংগ্রহ ২৯ বলে ৪৯ রান। তাই হাতে উইকেট থাকা সত্ত্বেও নাইটদের রান দুশো পেরল না। ওই পাঁচ ওভারেই ম্যাচের রাশ চলে গেল আরসিবির হাতে। ১৯৩ রানের টার্গেট খানিকটা কঠিন হলেও আরসিবির পক্ষে অসম্ভব একেবারেই নয়। ১৫ ওভার পর্যন্ত প্রায় একই গতিতে এগিয়েছে দুই দলের ইনিংস। ১৬তম ওভারে সুনীল নারিন বল করতে এলেন, উইকেট পেলেন, কিন্তু ম্যাচ বেরিয়ে গেল নাইটদের হাত থেকে। এদিন আরসিবি ব্যাটিংয়ের পুরোটাই কোহলিময়। কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসেও তাঁর রানের খিদে এতটুকু কমেনি। ওপেন করতে নেমে একেবারে শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করলেন। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটা (৮) কিং কোহলির নামেই ছিল। বুধবার আরও একটা শতরান হাঁকিয়ে রেকর্ডের উপর অধিকারটা আরও জোরাল করে নিলেন তিনি। ইনিংসের শুরুতে জেকব বেথেল আউট হয়ে গেলেও দেবদত্ত পাড়িক্কলের সঙ্গে ৯২ রানের জুটি গড়ে ম্যাচ জেতা নিশ্চিত করলেন। তবে সেঞ্চুরি করলেও বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা গেল না তাঁর। ১৭৫ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে আরসিবিকে কার্যত প্লে অফে তুলে দিলেন। আর কেকেআর শিবিরে আঁধার নামল।

মাত্র ৩০ সেকেন্ডের জন্য ট্রফি হাতে তোলা হল না রোনাল্ডোর

আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরই আসতে পারত বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্ত। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসের জিতে নিতে পারত ঘরোয়া লিগের ট্রফি। কিন্তু ফুটবলে শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত নয়। সেই কথাই যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিল আল হিলাল বনাম আল নাসের ম্যাচ।

মঙ্গলবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলালের বিরুদ্ধে নেমেছিল রোনাল্ডোর দল। সমীকরণ ছিল সহজ। জিতলেই লিগ নিশ্চিত। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে মহম্মদ সিমাকানের গোলে এগিয়েও গিয়েছিল আল নাসের। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল গ্যালারিতে।কিন্তু নাটকীয়তা অপেক্ষা করছিল সংযুক্তি সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে।

অতিরিক্ত সময়ের নবম মিনিটে আল হিলালের একটি লম্বা থ্রো এসে পড়ে আল নাসেরের বক্সে। বল ক্লিয়ার করতে এগিয়ে আসেন গোলকিপার বেন্তো। কিন্তু বলের উচ্চতা ঠিকমতো আন্দাজ করতে না পারায় সেটি তাঁর হাত ছুঁয়ে জালে ঢুকে যায়। পিছনে থাকা এক ডিফেন্ডার চেষ্টা করেও গোল বাঁচাতে পারেননি। ম্যাচ শেষ হতে তখন মাত্র ৩০ সেকেন্ড বাকি। কিন্তু ভুলের মাশুল গুনে জয় হাতছাড়া হয় আল নাসেরের।গোল হওয়ার পর ক্যামেরা ঘুরে যায় সিআর সেভেনের দিকে। ততক্ষণে তাঁকে তুলে নেওয়া হয়েছে মাঠ থেকে।

ডাগআউটে বসে প্রথমে হতাশার হাসি হাসতে দেখা যায় তাঁকে। তারপরই মাথা নিচু করে মুখ ঢেকে বসে পড়েন পর্তুগিজ মহাতারকা। কিছুক্ষণ পরে হাত সরাতেই চোখের কোণে জল ধরা পড়ে ক্যামেরায়। ট্রফি এত কাছে এসেও ফসকে যাওয়ার যন্ত্রণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁর চোখেমুখে। তবে আশা ছাড়ছেন না রোনাল্ডো। আগামী সপ্তাহে দামাককে হারাতে পারলেই লিগ নিশ্চিত করবে আল নাসের। এরপর সমাজমাধ্যমে সমর্থকদের উদ্দেশে রোনাল্ডো লিখেছেন, 'স্বপ্ন এখন খুব কাছে। মাথা উঁচু করে খেলো। আর মাত্র একটা ধাপ বাকি। এত সমর্থনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।'

আরসিবির বিরুদ্ধে জয়ের পুঁজি তুলতে পারল কেকেআর?

প্রত্যেকটা ম্যাচই মরণবাঁচন। প্রত্যেক ম্যাচে না জিতলে অধরা থেকে যাবে প্লে অফ। কেকেআরের সামনে অঙ্কটা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু সেই মরণবাঁচন ম্যাচেও মন্থর ব্যাটিং করে গেলেন অজিঙ্ক রাহানেরা। হাতে উইকেট জমিয়ে রেখেও সেটার ফায়দা তুলতে পারল না কেকেআর ব্যাটিং লাইন আপ। ফলস্বরূপ দুশো রানের 'বেঞ্চমার্ক' পেরতে পারল না কেকেআর। এই রানের পুঁজি নিয়ে বিরাট কোহলিদের আদৌ রুখে দেওয়া যাবে? উঠছে প্রশ্ন। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে কেকেআর। মারকুটে মেজাজে শুরু করেছিলেন ফিন অ্যালেন। মাত্র ৮ বলে ১৮ রান করে আউট হয়ে যান। কিন্তু উলটোদিকে নাইট অধিনায়ক রাহানের সেই পরিচিত ব্যাটিং। টেস্ট ম্যাচের ঢঙে এদিন দেখা গেল রাহানেকে। অনেকটা সময় তাঁর রানের সংখ্যা বলের থেকে কম ছিল। শেষ পর্যন্ত নাইট শিবিরে খানিকটা আশীর্বাদের মতোই আউট হয়ে গেলে তিনি। ১৩ বলে রাহানের সংগ্রহ ১৯ রান। কোন যুক্তিতে সুনীল নারিনের মতো পিঞ্চ হিটারকে দিনের পর দিন ওপেনিং থেকে ব্রাত্য করে রাখা হয়, জানা নেই।অধিনায়কের দেখানো পথেই এদিন হাঁটলেন ক্যামেরন গ্রিন। একটা সময়ে পাঁচ বল খেলে মাত্র দুটি রান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন অজি তারকা। শেষ পর্যন্ত ২৪ বলে ৩২ রান করে আউট হয়ে গেলেন। সেখান থেকেই নাইট ব্যাটিং লাইন আপে যেন জুজু ঢুকে গেল। বড় শট সেভাবে খেলতেই পারলেন না নাইট ব্যাটাররা। অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৭১ রানের ইনিংস খেললেন। কিন্তু উলটো দিকে রিঙ্কু সিং সেভাবে ঝড় তুলতে পারলেন না। ৭৬ রানের পার্টনারশিপ গড়লেন দু'জনে, উইকেটও বাঁচালেন, কিন্তু টি-২০ ক্রিকেটের গতিতে রান আর উঠল না। স্কোরবোর্ড বলছে, শেষ পাঁচ ওভারে কেকেআর তুলেছে ৫১ রান। অথচ এই পর্যায়ে ৭০-৮০ রান আকছার উঠছে বর্তমানের টি-২০তে। হাতে উইকেট থাকা সত্ত্বেও কেন রিঙ্কু-অঙ্গকৃশরা আরেকটু ঝুঁকি নিলেন না? একজন উইকেট কামড়ে পড়ে থাকলেও অন্যজনের আগ্রাসী ব্যাটিং করে রানের গতি বাড়ানো উচিত ছিল। ২৯ বলে ৪৯ রানের ইনিংস রিঙ্কুর ব্যাট থেকে এল। কিন্তু সেটা কি আদৌ যথেষ্ট? ১৯২ রান তুলল কেকেআর। দুরন্ত ফর্মে থাকা আরসিবিকে কি এই রানের মধ্যে বেঁধে ফেল সম্ভব? হাজারো প্রশ্ন নাইটভক্তদের মনে।

টুটুহীন ময়দান

শ্রদ্ধা জানিয়ে বৈঠক স্থগিত রাখল সিএবি

এক বটবৃক্ষের ছায়া হারিয়েছে ময়দান। প্রয়াত মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি স্বপনসাধন বোস। যিনি টুটু বোস নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সিএবি প্রথম ডিভিশন চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচেও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্টলেক ক্যাম্পাসে মোহনবাগান বনাম টাউন ক্লাবের ম্যাচের শুরুতে প্রয়াত টুটু বোসের জন্য নীরবতা পালন করেন ক্রিকেটাররা। এবার শ্রদ্ধা জানিয়ে বুধবারের নির্ধারিত অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল।বুধবার সন্ধ্যা ৬টায় বৈঠক হওয়ার কথা ছিল সিএবি'র। তবে টুটুবাবুর প্রয়াণের খবর সামনে আসার পরই সেই বৈঠক একদিন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিএবি'র সম্পাদক বাবলু কোলে এদিন একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানান, 'ক্রীড়াজগতের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব স্বপনসাধন বসুর প্রয়াণে বুধবারের অ্যাপেক্স কাউন্সিল বৈঠক স্থগিত রাখা হচ্ছে।'নতুন সূচি অনুযায়ী, ওই বৈঠক বৃহস্পতিবার, ১৪ মে সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হবে। সিএবি'র সমস্ত অ্যাপেক্স কাউন্সিল সদস্যদের এই পরিবর্তিত সূচির কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, বৈঠকের দিন পরিবর্তনের ফলে সদস্যদের কোনও অসুবিধা হয়ে থাকলে তার জন্য দুঃখিত সিএবি কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও টুটু বোসের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। সংস্থার সভাপতি প্রণব সরকারের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে তারা অত্যন্ত মর্মাহত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়েছে। পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।টুটু বোসের প্রয়াণে শুধু ফুটবল মহল বা ক্রীড়া প্রশাসনই নয়, গোটা বাংলা ক্রীড়াজগতেই নেমে এসেছে গভীর শোকের আবহ। 'মোহনবাগান রত্ন'-কে শেষবার শ্রদ্ধা জানাতে ময়দানে নামে অসংখ্য সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীর ঢল।

চোট কাটিয়ে ফেরার লড়াই

কমনওয়েলথ গেমসের আগে সুইৎজারল্যান্ডে বিশেষ ক্যাম্পে নীরজ

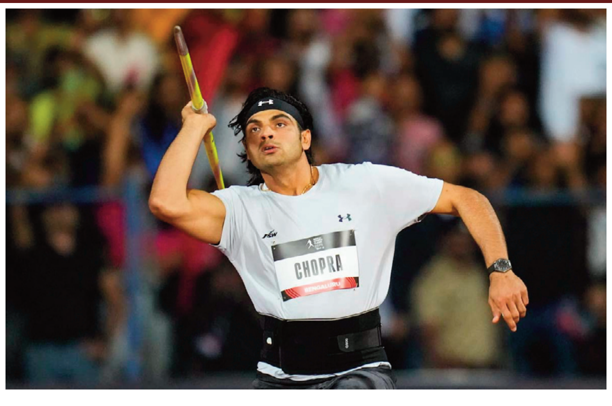

কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান গেমসকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছেন জ্যাভলিন তারকা নীরজ চোপড়া। সুইৎজারল্যান্ডে ৪৭ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের অনুমোদন দিয়েছে মিশন অলিম্পিক সেল (এমওসি)। বুধবার এমওসি-র ১৭৩তম বৈঠকে এই প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিদেশে প্রশিক্ষণের অনুমোদন পেয়েছেন শুটার মনু ভাকের এবং দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়বিদ গুলবীর সিং। বর্তমানে তুরস্কে পিঠের চোটের রিহ্যাব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন নীরজ। সেখান থেকে ২৫ মে থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত সুইৎজারল্যান্ডের বিয়েন শহরের অলিম্পিক ট্রেনিং সেন্টারে অনুশীলন করবেন তিনি। টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম (টপস) থেকে এই শিবিরের সমস্ত খরচ বহন করা হবে। নীরজের সঙ্গে থাকবেন তাঁর দীর্ঘদিনের ফিজিয়ো ইশান মারওয়া এবং কোচ জয় চৌধুরী। বিমানের ভাড়া, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা, ভিসা, জ্যাভলিন সরঞ্জামের অতিরিক্ত ব্যাগেজ থেকে শুরু করে দৈনিক ভাতা, সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনুমোদিত প্রস্তাবে।এ বছরই জুলাইয়ে গ্লাসগোয় শুরু হবে কমনওয়েলথ গেমস এবং সেপ্টেম্বরে জাপানের আইচি-নাগোয়ায় বসবে এশিয়ান গেমস। দু'টি প্রতিযোগিতাই নীরজের কাছে স্পেশাল। ২০১৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছিলেন তিনি। এশিয়ান গেমসেও টানা দু'বার (২০১৮ ও ২০২২) সেরা হয়েছেন ভারতীয় তারকা। তবে গত বছরের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে আশানুরূপ ফল করতে পারেননি নীরজ। টোকিওয় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অষ্টম স্থানে শেষ করেছিলেন। তার উপর চোটের সমস্যাও গত কয়েক মাস ধরে তাঁকে ভুগিয়েছে। তাই সুইৎজারল্যান্ডের এই প্রশিক্ষণ শিবিরকে তাঁর ছন্দে ফেরার অন্যতম বড় প্রস্তুতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, ইতালির লুক্কায় ১৩ মে থেকে ২২ মে পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নেবেন মনু ভাকের। তাঁর সঙ্গে থাকবেন কোচ জসপাল রানা এবং ফিজিও স্নেহিল খুরানা। ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ও ২৫ মিটার পিস্তল বিভাগে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে মনুর। প্যারিস অলিম্পিকে নজরকাড়া সাফল্যের পর তাঁর কাছ থেকে পদকের প্রত্যাশা করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। এছাড়াও ১৫ মে থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত আমেরিকায় ৩৪ দিনের প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক সফরের অনুমোদন পেয়েছেন গুলবীর সিং। লস অ্যাঞ্জেলেস ও ন্যাশভিলে একাধিক এলিট প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন তিনি। এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সোনাজয়ী এই অ্যাথলিটকে নিয়েও আশাবাদী ভারতীয় ক্রীড়ামহল।

বেলজিয়ামে চিংড়ির ব্যবসা থেকে 'জাহাজবাজ' ব্যবসায়ী

'টুটুদার মতো আবেগি মানুষকে আজ ফুটবলে প্রয়োজন'

শেষ শ্রদ্ধায় মনখারাপ সুব্রত-বাইচুংদের

এক বটবৃক্ষের ছায়া হারাল ময়দান। প্রয়াত মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি স্বপনসাধন বোস। যিনি টুটু বোস নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। বস্তুত মোহনবাগান ও টুটু বোস ছিলেন সমার্থক। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কলকাতা ময়দান। বেদনা ধরা পড়ছে ফুটবলারদের কণ্ঠে। সুব্রত ভট্টাচার্য, বাইচুং ভুটিয়া থেকে শ্যাম থাপা প্রমুখ ফুটবলার জানালেন টুটু বোসকে নিয়ে তাঁদের স্মৃতি ও অনুভূতির কথা।মঙ্গলবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন টুটুবাবু। বুধবার বালিগঞ্জের বসতবাড়ি, প্রতিদিনের কলকাতার সদর দপ্তর, ভবানীপুর ক্লাবের পর মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে আনা হয় কিংবদন্তি ক্রীড়া প্রশাসকের দেহ। বালিগঞ্জে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, তউনি যেভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে মোহনবাগানের সেবা করেছেন, তা ভোলা যায় না। টুটুবাবু এতো কাজ করেছেন, তা বলে শেষ হবে না। ওঁর প্রয়াণ একটা বড় ক্ষতি। বিশেষ করে ওঁর পরিবারের জন্য।দসবুজ-মেরুনের আরেক প্রাক্তনী শ্যাম থাপা বলেন, তশুনে খুব খারাপ লাগল। মোহনবাগানে কাটানোর সময় ওঁর সঙ্গ খুব উপভোগ করেছি। উনি পরোপকারী। কিন্তু এটাই জীবন। কে যে কখন চলে যাবে বলা যায় না। কত স্মৃতি জড়িয়ে ওঁর সঙ্গে। আজ মোহনবাগান যেখানে দাঁড়িয়ে, তার নেপথ্যে টুটুদার অনেক অবদান। সব সময় পরিকল্পনা ছিল, কীভাবে ক্লাবকে শীর্ষে নিয়ে যাওয়া যায়।দ টুটু বোসকে নিয়ে বাইচুং ভুটিয়া বলেন, তভারতীয় ফুটবলে টুটুদার বিরাট অবদান। মোহনবাগানের জন্য উনি যা করেছেন, তা শুধু একজনের পক্ষে এত কিছু করা সম্ভব নয়। ওঁর রক্তে সবুজ-মেরুন। টুটুদার জন্যই আমি মোহনবাগানে সই করি। ওঁর মতো আবেগপ্রবণ মানুষ গোটা দুনিয়ায় পাওয়া যাবে না। ওঁর মতো মানুষরাই ফুটবলের আসল গল্প বলে। আজ টুটুদার মতো মানুষকেই ফুটবলে প্রয়োজন।দপ্রাক্তন ফুটবলার শিশির ঘোষ বলেন, তস্মৃতি সততই সুখের। আর আজ দুঃখের দিন। কৃশানু-বিকাশকে বা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সই করানো টুটুদা ছাড়া সম্ভব ছিল না।দ অন্যদিকে আরেক প্রাক্তন ফুটবলার অমিত ভদ্র বলেন, তটুটুদা আমার পরিবারের মতো। ওঁর সাহসের জোরে প্রচুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেগুলো ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।দমোহনবাগানের আরেক প্রাক্তনী শিলটন পাল সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, কীভাবে তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন টুটু বোস। তিনি লিখেছেন, 'টুটু বাবু ক্লাবে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন; 'তোরা শুধু মন দিয়ে খেল, ট্রফি জিত, বাকিটা আমি দেখে নেব।' সেই কথার মধ্যে যে সাহস, যে নির্ভরতা;তা আমাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মোহনবাগান যখনই কঠিন সময়ে পড়েছে, তিনি বারবার ত্রাতার মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আজ মোহনবাগান এক বিশাল বটগাছ হারাল;যিনি সারাজীবন নিজের ছায়ায় এই ক্লাবকে আগলে রেখেছিলেন, শক্তি দিয়েছেন, বিশ্বাস দিয়েছেন।' আরেক প্রাক্তন মোহনবাগান ফুটবলার প্রীতম কোটাল লিখেছেন, তমোহনবাগান আর টুটু বসু ছিলেন একে অপরের পরিপূরক, আজ মনে হচ্ছে সবুজ মেরুন পরিবার আরেক অভিভাবককে হারাল। ময়দানে এমন মানুষ বিরল। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি, ভালো থাকবেন তারার দেশে।

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে টস হার কেকেআরের

ওভার কমল কি?

কেকেআরের কাছে এখন সব ম্যাচই মরণবাঁচন। প্রত্যেকটা ম্যাচ থেকে দুই পয়েন্ট পেলে তবেই প্লে অফে যাওয়ার পথ খুলবে। এহেন পরিস্থিতিতে দীর্ঘ দেড়ঘণ্টা পর আরসিবি বনাম কেকেআর ম্যাচের টস হল। তবে টসে জিততে পারলেন না নাইট অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে। প্রথমে ব্যাট করতে হবে কেকেআরকে। এদিন নাইটদের হয়ে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবেন সৌরভ দুবে, যাঁকে হর্ষিত রানার পরিবর্ত হিসাবে দলে নিয়েছিল নাইটরা। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম নয়, দ্বিতীয় ঘরের মাঠ রায়পুরে এদিন খেলতে নেমেছে আরসিবি। রায়পুরে গত বৃহস্পতিবারের ম্যাচেও থাবা বসিয়েছিল বৃষ্টি। সেই একই ধারা বজায় থাকল কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচেও। এদিন টসের মিনিট দশেক আগে পর্যন্ত বৃষ্টি হল রায়পুরে। তার জেরে দেড় ঘণ্টা পিছিয়ে গেল টস। শেষ পর্যন্ত সন্ধে সাতটার পরিবর্তে রাত সাড়ে আটটায় রাহানের সঙ্গে টস করতে নামলেন আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদার। রাত পৌনে নটায় খেলা শুরু হয়েছে, ফলে নির্ধারিত ২০ ওভার করেই ব্যাট করবে দুই দল।টস জিতে কেকেআরকে ব্যাটিং করতে পাঠান পাতিদার। এই ম্যাচ জিতলেই প্লে অফে কার্যত নিশ্চিত হয়ে যাবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। তবে আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে এগোতে চান পাতিদার। আগের ম্যাচে কম রানের টার্গেট থাকা সত্ত্বেও একেবারে শেষ বলে গিয়ে জিতেছিল আরসিবি। তবে পাতিদারের মতে, ওই ম্যাচ থেকে দলের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। কেকেআর শিবিরে অবশ্য এদিন বেশ বড় ধাক্কা লেগেছে।

ডার্বিতে নেই সৌভিক-ক্রেসপো

চিন্তা থাকলেও মোহনবাগানকে হারানো নিয়ে আত্মবিশ্বাসী অস্কার

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ শেষ হতেই ইস্টবেঙ্গলে ঢুকে পড়েছে ডার্বির আবহ। এই ডার্বির আবহে লাল-হলুদ শিবিরে চাপ বাড়াল সল ক্রেসপোর চোট। সোমবার ম্যাচের ঠিক আগেই পেশিতে টান ধরে বলে তিনি সরে দাঁড়িয়েছিলেন। যা খবর তাতে ডার্বি তো বটেই এমনকী বাকি দুই ম্যাচেও তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ফলে কার্ড সমস্যার জন্য সৌভিক চক্রবর্তীর না থাকা তারপর ক্রেসপোর চোট চাপ বাড়াল অস্কারের। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। এবারের লিগ টেবিলের যা অবস্থা তাতে চ্যাম্পিয়নশিপের ভাগ্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে কলকাতা ডার্বি। সোমবার পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ড্র করে হয়ত হতাশ ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো, কিন্তু হাত থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ একেবারে ছিটকে গিয়েছে তা মানছেন না। বরং লাল-হলুদ কোচ মনে করছেন, এই ম্যাচটা জিতলে হয়তো কিছুটা চাপে রাখা যেত মোহনবাগানকে ঠিকই, কিন্তু এখান থেকেও ডার্বি জিতলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া যায়।বরং তিনি কিছুটা হতাশ ডার্বিতে সৌভিক চক্রবর্তীকে পাওয়া যাবে না বলে। কেভিন সিবিয়ে আর সৌভিককে তিনি ম্যাচের আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন কার্ড না দেখার জন্য। কারণ, এই দুই নির্ভরযোগ্য ফুটবলারেরই তিনটি করে হলুদ কার্ড দেখা ছিল। আর একটি হলুদ কার্ড দেখলেই ডার্বি মিস হত। কেভিন কার্ড না দেখলেও সৌভিক পাঞ্জাব ম্যাচের কুড়ি মিনিটের মাথায় কার্ড দেখেন। ফলে তাঁকে ঝুঁকি না নিয়ে পরিবর্তন করে দেন অস্কার। সোমবার পাঞ্জাব ম্যাচের শেষে লাল-হলুদ কোচ বলেন, তপাঞ্জাবের বিরদ্ধে জিতলে ডার্বিতে মোহনবাগানকে আরও চাপে রাখা যেত। আমরাও লিগ টেবিলে আর মানসিকভাবে অনেকটা সুবিধাজনক জায়গায় থাকতাম। এমন পরিস্থিতিতেও লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অঙ্ক খুব একটা কঠিন নয়। ডার্বি জিতলে ভালোভাবেই সেটা সম্ভব। সেই পরিকল্পনা নিয়েই ডার্বিতে আমরা মাঠে নামব। আগেই বলেছিলাম এই মরশুমে আমরা ধাপে ধাপে এগোনোর দিকে ভাবব। প্রথমে লিগ টেবলে ছয়ের মধ্যে থাকার চেষ্টা করেছি। এখন চ্যাম্পিয়নের দিকে। না হলে অন্তত দুইয়ের মধ্যে থাকব। মোহনবাগানের পিছনে থেকে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করতে পারলেও এএফসি খেলার জায়গায় থাকতে পারি। আশা করি লক্ষ্য পূরণ হবে।দ শৌভিকের ডার্বিতে না থাকা নিয়ে অস্কার আরও বলেন, তপাঞ্জাব ম্যাচের আগে সৌভিক আর কেভিনকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম কার্ড না দেখার জন্য। সৌভিক সেটা করতে পারল না। ডার্বিতে খেলতে পারবে না ড্রেসিংরুমে হতাশা প্রকাশ করেছে। সিবিয়েকে অবশ্য পাব।দ এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল ১১ ম্যাচ খেলে ২২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। ডার্বি ছাড়াও তাদের বাকি রয়েছে ইন্টার কাশী ম্যাচ।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।